
মাসুদ রানা
শয়তানের ঘাঁটি
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

শয়তানের ঘাঁটি

কাজী আনোয়ার হোসেন

সুন্দরী এক যুবতী রানা এজেন্সীর অফিসে এল অদ্ভুত এক কেস নিয়ে। রানাকে অনুরোধ করল সে তেরো বাঙালীর সঙ্গে তার বোনের কি সম্পর্ক খুঁজে বের করতে। মক্কেলের সঙ্গে রানা কথা বলছে এ সময় এলো রহস্যময় এক টেলিফোন, একে আটকান, আমি আসছি।
কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে এল জাত গোক্ষুর !

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ধাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ২৭৭

শয়তানের ঘাঁটি

<u>লেখকঃ</u> কাজী আনোয়ার হোসেন

<u>কৃতজ্ঞতায়ঃ</u> শ্যামল শাইখ

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

শয়তানের ঘাঁটি

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯

এক

'মাসুদ ভাই যখন এসে পড়েছেন,' বলল জালাল, 'এবার তাহলে ছুটি কাটানো যায়।' আকর্ণবিস্তৃত হাসি ওর মুখে।

'পাওনা আছে?' জানতে চাইল রানা।

'পাক্কা চোদ্দ দিন।'

'গ্র্যান্টেড,' ঘোষণা করল রানা।

'কি হে, ইউনুস, তোমার কি খবর?' মুচকি হেসে বলল রানা। 'তোমার ছুটি চাই না?'

'ছুটি পেলে ছাড়ে কে?' জ্বলজ্বলে চোখে বলল ইউনুস।

'বেশ, তোমরা তাহলে সবাই ছুটি কাটাওগে যাও,' বলল রানা। 'আমি এখানে বসে বসে নাক ডাকাব।' প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে রানা এজেন্সীর কর্মচারীরা গত প্রায় একটা বছর। সবারই পাওনা ছুটি জমে গেছে একগাদা। রানার এখানে আসার উদ্দেশ্যও তাই, এদেরকে একটুখানি রিলিফ দেয়া।

'তা, মিস রিয়া মার্টিন,' সুর করে বলল রানা। 'কি, তুমি ছুটিতে মামার বাড়ি বেড়ু করতে যাবে না? যাও না, তুমিও ঘুরে এসো না ক'দিন।'

'আমি গেলে তোমার কফি বানাবে কে, মাসুদ ভাই?'

বড় মারাত্মক প্রশ্ন। মুখে জবাব জোগাল না রানার। বিজ্ঞের মতন কেবল মাথা নাড়তে পারল ও।

কাজেই রয়ে গেল রিয়া।

'এই যে, মাসুদ ভাই, কুম্ভকর্ণের মতন না ঘুমিয়ে উঠে পড়ো,' ওঘর থেকে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়েছে রিয়া মার্টিন। 'মক্কেল এসেছে।'

গুঙিয়ে উঠল রানা। 'ব্যাটাকে চলে যেতে বলো। বলে দাও আমরা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছি। আসতে না আসতেই কাজ, উফ—' কয়েকটা ফাইল নেড়েচেড়ে একপাশে সরিয়ে রেখে, ডেস্কের ওপর দু'পা তুলে সবে চোখটা বুজেছে ও।

'মাসুদ ভাই, তুমি কি কাজ তদারকি করতে এসেছ নাকি ঘুমাতে?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে রিয়া দাবড়ানি দিল।

'দেখো, এসব অপমানজনক প্রশ্ন তুলবে না বলে দিচ্ছি,' একটা চোখ মেলে বিড়বিড় করে বলল রানা, আরেকটু গুটিসুটি মেরে আরাম করে চোখ বুজল। বেচারা মাসুদ রানা ব্রুকলীন শহরে রানা এজেন্সীর অফিস পরিদর্শনে এসেছে দিন পাঁচেক হলো। এখানে এসে কোথায় একটু রিল্যাক্স করবে তা না সমস্যা

নিয়ে—যেন ওর সঙ্গে শত্রুতা করতেই— লোকে এসে হাজির। কেন রে বাপু, দুনিয়ায় আর কি কোন গোয়েন্দা সংস্থা পাসনি তোরা?

'ওঠো প্লীজ,' করুণ আর্তি ফুটল রিয়ার কণ্ঠে। 'এক মূর্তিমতী শোক অপেক্ষা করছে আমার ঘরে। দেখে মনে হলো বুক ভরা দুঃখ ভাগাভাগি করতে এসেছে তোমার সঙ্গে।'

এক চোখ মেলল আবার রানা। 'হয়তো কোন অরফানেজের জন্যে চাঁদা-ফাঁদা চাইবে।'

ডেস্কের কিনারে শরীরের ভর চাপাল রিয়া। 'তার চেয়ে আমি বরং এজেন্সীর প্লেটটা খুলে ফেলিগে যাই!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' তড়াক করে এবার সিধে হলো রানা। 'বেচারী কি আমার চেয়েও দুঃখী?'

হাসি চেপে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রিয়া। 'খুব বিপদের মধ্যে আছে বলে মনে হলো, মাসুদ ভাই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাও, নিয়ে এসো।' মনে মনে গজগজ করছে রানা। মাইকেল থাকলে এসব ঝুট-ঝামেলা সে-ই সামলাত। কিন্তু রানা আসবে বলে সে ব্যাটা আগেভাগেই দিব্যি ছুটি কাটাতে চলে গেছে।

দরজা মেলে ধরল রিয়া। 'আসুন, প্লীজ,' আমন্ত্রণ জানাল।

'ধন্যবাদ,' বলল একটি কণ্ঠস্বর, এবং ঘরে প্রবেশ করল এক যুবতী। রিয়াকে ধীর গতিতে পাশ কাটিয়ে এল নীলনয়না, রানার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ তার, আয়ত চোখে কি যেন এক রহস্যের ছায়া।

গড়পড়তার চাইতে সামান্য লম্বা মেয়েটি, একহারা গড়নের। পা দু'খানা লম্বা, হাত ও পায়ের পাতা সরু, এবং দেহকাঠামো বেতের মতন ছিপছিপে। মানানসই ছোট হ্যাটটার নিচে গুটিয়ে রয়েছে কোঁকড়া কালো চুল। খাটো টু-পীস কস্টিউম পরে এসেছে যুবতী, মুখের চেহারায় তারুণ্যের ও প্রবল ভীতির ছাপ।

রিয়া মেয়েটির উদ্দেশে সাহস জোগানো মুচকি হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেল, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছে নিঃশব্দে।

ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'বসুন,' বলল, 'বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।' ডেস্কের পাশে রাখা আর্মচেয়ারটার দিকে হাত দেখাল ও।

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'আমি দাঁড়িয়েই থাকি বরং,' এক নিঃশ্বাসে বলল কথাগুলো। 'বেশিক্ষণ হয়তো এখানে থাকতে পারব না।'

বসে পড়ল রানা আবার। 'আপনার যেমন ইচ্ছে,' বলল ওকে সহজ করার জন্যে।

দীর্ঘ একটি মিনিট পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওরা। তারপর রানা বলল, 'বসুনই না। বুঝতে পারছি অনেক কথা বলার আছে আপনার, আর তাছাড়া আপনাকে খুব ক্লান্তও দেখাচ্ছে।'

রানা লক্ষ করল মেয়েটি ওকে ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে এমন কিছুকে রানা

যেটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মেয়েটির দু'চোখে অস্বস্তির ছোঁয়া, শরীরটা কাঠ করে রেখেছে, যেন দরকার পড়লেই দরজার উদ্দেশে লাফ দিতে পারে।

আবারও মাথা নাড়ল যুবতী। 'আপনারা আমার বোনটাকে খুঁজে দিন। আমি জানি আপনারা পারবেন,' গড়গড় করে হঠাৎ বলে ফেলল। 'বোনকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত। কত টাকা লাগবে? মানে আপনাদের ফী কত?'

হাতে ধরা কালির দোয়াতটার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চাইল রানা। 'ফী নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আগে আরাম করে বসুন, খুলে বলুন গোটা ব্যাপারটা,' বলল ও। 'আপনি কে তাই দিয়ে শুরু করুন না হয়।'

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা রানার কনুইয়ের কাছে। মেয়েটার ওপর এর প্রভাব হলো দেখার মত। ফোনটার কাছ থেকে দ্রুত দু'পা পিছিয়ে গেল ও, মেঘ জমল ওর বিস্ফারিত চোখে।

রানা হাসল ওর দিকে চেয়ে। 'মাঝে মাঝে আমারও এমন হয়,' মৃদু স্বরে বলে রিসিভারটা টেনে নিল নিজের দিকে। 'ঘুমের মধ্যে বেজে উঠলে তো কথাই নেই, মনে হয় শার্টটা পর্যন্ত চমকে উঠল পিঠের কাছে।'

দরজার কাছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যুবতী, লক্ষ করছে রানাকে।

'এক মিনিট,' বলে রিসিভার কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যালো?' বলল ও।

ওপ্রান্তে খড়খড় মড়মড় হলো ক'মুহূর্ত। তারপর শোনা গেল একটি তরল পুরুষ কণ্ঠ। 'রানা?'

'বলছি।'

'এখন থেকে যে কোন মুহূর্তে, রানা, এক মেয়ে যাবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি না আসা পর্যন্ত ওকে তোমার একটু ধরে রাখতে হবে। এখুনি বেরোচ্ছি আমি। বুঝতে পেরেছ?'

মেয়েটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করল রানা, আশ্বস্ত করতে চাইল মৃদু হেসে। 'না, বুঝলাম না,' বলল টেলিফোনে।

'আচ্ছা, ঠিক আছে; এখন শুধু এটুকু জেনে রাখো। তোমার কাছে এক মেয়ে আসবে তার হারানো বোনের গপ্পো নিয়ে। ওকে যেতে দিয়ো না। মেয়েটার মাথা খারাপ, কাল অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়েছে। আমি জানি ও তোমাদের অফিসে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে গল্প-গুজব করলেই চলবে, ছেড়ে দিয়ো না প্লীজ। আর ও যেন কিচ্ছু টের না পায়, কেমন?'

'কে তুমি?' প্রায় গর্জে উঠল রানা।

তারে খড়খড় মড়মড় হলো আরও খানিকক্ষণ। 'সব বলব, আগে এসে নিই। এখুনি রওনা হচ্ছি আমি। কথা দিচ্ছি, কাজটা করলে ঠকবে না। তোমার এজেন্সী বসে বসে দাঁও মারতে পারবে।'

'সেজন্যে অফিস খুলিনি আমরা,' কড়া গলায় বলল রানা। 'যাকগে, আসো তুমি।'

'আমি পাগল তাই বলল তো?' প্রশ্ন করল মেয়েটি। যে হাতে ব্যাগ ধরা নেই সে হাতটা স্কার্টের সেলাইয়ে ঝটপটিয়ে ওঠানামা করল।

প্রঙে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

দু'মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল মেয়েটি, তারপর চোখের পাতা দুটো খুলে গেল ডল পুতুল হঠাৎ উঠে বসলে যেভাবে খোলে তেমনিভাবে। মরিয়ার মতন বলল ও, 'লোকটার কথা অবিশ্বাস করা মুশকিল।' বলে ব্যাগটা তুলে দিল ডেস্কের ওপর, গ্লাভস খুলে তারপর ত্বরিত হাতে কোটটা খুলে ফেলল। স্থাণুবৎ বসে রইল রানা, টেলিফোনে হাত, লক্ষ করছে যুবতীকে। মৃদু ফুঁপিয়ে উঠে, কাঁপা কাঁপা হাতে শার্ট ব্লাউজটার বোতাম খুলতে শুরু করল মেয়েটি।

আঁতকে উঠল রানা। 'আরে, করেন কি, করেন কি,' বলে উঠল অস্বস্তির সঙ্গে। 'কেন এসেছেন সে কথা বলুন, এসব কি—'

আবারও ফোঁপানির শব্দ করে রানার দিকে পিঠ ফেরাল যুবতী। দু'হাত দিয়ে তুলে ফেলেছে ব্লাউজ। কলিংবেলে চলে গেছে রানার হাত। এই মেয়ে পাগল না হয়েই যায় না, কে জানে বাবা কখন আবার লাঞ্ছনার অভিযোগ করে বসে। পরমুহূর্তে অবশ্য বেল থেকে আঙুল সরে গেল রানার, আড়ষ্ট হয়ে গেছে ও। যুবতীর ফর্সা পিঠময় নির্যাতনের চিহ্ন—দগদগে নীলচে কালসিটে। কোন কোনটায় আবার হাতের ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। ব্লাউজটা এবার পরে নিল মেয়েটি, বোতাম এঁটে কোট চাপাল গায়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে রানার মুখোমুখি হলো এ সময়কালের মধ্যে বিস্ফারিততম দৃষ্টি নিয়ে।

'আমি যে বিপদে আছি এবার বিশ্বাস হলো?' প্রশ্ন করল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এসবের কোন দরকার ছিল না,' বলল। 'মুখের কথাই যথেষ্ট। আপনি আমার কাছে এসেছেন সাহায্যের জন্যে, আমার কাজ সাহায্যের চেষ্টা করা। আপনার ভয় পাওয়ার তো কোন কারণ নেই।'

ঠায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি, ঝকঝকে দাঁতে অত্যাচার করছে নিচের ঠোঁটটাকে। এবার ব্যাগটা খুলে রবার ব্যান্ড বাঁধা একতাড়া নোট বের করল। রাখল ওগুলো ডেস্কে। 'আগাম হিসেবে এতে চলবে?' জিজ্ঞেস করল।

বান্ডিলটা তর্জনী দিয়ে স্পর্শ করল রানা। না গুনেই আন্দাজ করল অন্তত পাঁচ হাজার ডলার রয়েছে ওতে। ঝট করে উঠে পড়ল ও, বান্ডিলটা তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল মেয়েটির দিকে। 'কেসের মাথামুণ্ডু কিছুই জানি না টাকা কিসের? রাখুন এটা।' তারপর ওকে কোন কথা বলতে না দিয়ে দরজা পেরিয়ে আউটার অফিসে চলে এল।

রিয়া বসে ছিল কম্পিউটারে, হাতজোড়া কোলে ওর, চোখে রাজ্যের কৌতূহল।

রানা বলল, 'এই মেয়েটাকে শিগ্‌গিরি সিটি হোটেলে নিয়ে যাও। একটা রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে বোলো। ওর সম্পর্কে যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা কোরো। ওকে বোলো আমি ব্যাপারটা দেখব, চিন্তা করতে নিষেধ কোরো। নার্ভাসনেসে ভুগছে মেয়েটা; বিপদে আছে, এখন তোমার মত একটা মাম্মী পেলে কচি মেয়েটা ভরসা পাবে।'

অফিসের দিকে পা বাড়ানোয় রানা দেখতে পেল না চোখ দিয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে ওকে রিয়া। 'নাম কি আপনার?' প্রশ্ন করল ও ভেতরে ঢুকে।

পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ মেয়েটির হাত। 'আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে

চলুন,' বলল সে।

যুবতীর বাহুতে হাত রাখল রানা। 'আমার সেক্রেটারি আপনাকে নিয়ে এখুনি বেরোবে। সে দেখাশোনা করবে আপনার। আপনার প্রতি আগ্রহী এক লোক যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে হাজির হবে। আমি তাকে সামলাব, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আপনার নামটা কি?'

'মেরী রেটন,' বলল মেয়েটি। তারপর ঢোক গিলে তড়বড়িয়ে বলে গেল: 'কোথায় যাব আমি?'

রিয়া এল এ ঘরে গ্লাভস্ টানতে টানতে। নড করল রানা। 'মিস রিয়ার সাথে যান,' বলল। 'পেছন দিককার রাস্তাটা দিয়ে যাবেন। চিন্তার কিছু নেই। আর ভয় পাবেন না।'

ভীরু হাসি উপহার দিল মেরী রেটন রানার উদ্দেশে। 'ভাগ্যিস আপনাদের কাছে এসেছিলাম। দেখলেনই তো, কী ভয়ানক বিপদে পড়েছি। আমার বোনটারও একই অবস্থা। আমি জানি দুর্ধর্ষ একদল দেশপ্রেমিক বাঙালী রানা এজেন্সী চালায়। সেজন্যেই আসা আমার। আপনারা আমাদের দু'বোনকে বাঁচান, প্লীজ। তেরো বাঙালীর সাথে আমার বোনের কিসের সম্পর্ক খোদা জানেন।'

চমকে উঠল রানা। একই প্রতিক্রিয়া রিয়ারও হলো। তেরো বাঙালী! গত কিছুদিন ধরেই বাঙালীদের খবর প্রায় আসছে কাগজে। আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ধরা পড়ছে তারা ড্রাগস বিক্রি করতে গিয়ে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, ধরা পড়ে না নাটের গুরুরা, কিন্তু চুনোপুঁটিদের প্রাণ যায়। রিয়ার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে গত ক'দিন অনেক আলোচনা হয়েছে রানার।

'হয়তো উনি বাঙালীদের পছন্দ করেন,' আকর্ণ হেসে বলল রানা। 'অনেকেই করে কিনা তাই বললাম আরকি। যাকগে, টেক ইট ইজি, রাতে দেখা করছি আমি।'

প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, ওরা এলিভেটরের উদ্দেশে চলে যাচ্ছে লক্ষ করল। খাঁচাটা ঝপ করে চোখের আড়াল হতে মন্থর পায়ে অফিসে ফিরে এল ও। দরজাটা পেছনে আলতো করে লাগিয়ে ডেস্কের কাছে এল। সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারটা খুলল ও, তুলে নিল একটা .৩৮ পুলিস স্পেশ্যাল। নানান চিন্তা জট পাকাচ্ছে ওর মাথায়। কোটের ভেতর রিভলভারটা চালান করে, আলমারির পাশে জড় করে রাখা গত ক'দিনের কাগজ তুলে এনে ডেস্কে বসল।

কাগজগুলো ঘাঁটতেই রানা পেয়ে গেল ছোট্ট বক্স নিউজটা। 'মর্নিং স্টার'-এর শেষ পৃষ্ঠায় গত পরশু ছাপা হয়েছে ওটা। লিখেছে, বদরুল নামে এক বাংলাদেশী যুবক কী ওয়েস্টে বেআইনী ড্রাগস বিক্রি করতে গিয়ে পুলিসের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং পালাতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে নিহত হয়। বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এই অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে অবৈধভাবে আসা অসংখ্য দরিদ্র-নিঃস্ব বাংলাদেশী। রিপোর্টে বলছে, এরা কোন রাঘববোয়াল দ্বারা যে পরিচালিত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুলিসকে আরও কঠোর হতে পরামর্শ দিয়েছে প্রভাবশালী পত্রিকাটি এবং কঠোর হাতে দমন করতে আহ্বান জানিয়েছে ড্রাগস চোরাচালানীদের।

ডেস্কে পা তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করল রানা। দশ মিনিটের মত বসে রইল ওভাবে, রাজ্যের ভাবনা খেলা করছে মাথার মধ্যে। বদরুলদের মত অসহায় ছেলেগুলোর জন্যে টনটন করছে ওর বুকের ভেতরটা। এ ধরনের খবর যতবারই পড়ে এমনই করে।...এটা কি শুরু হলো হঠাৎ করে? রানার মনে পড়ছে এর আগে ধরা পড়েছে সাদেক নামে এক বাংলাদেশী তরুণ, এছাড়াও আরেকজন কে যেন মারা পড়েছে পুলিসের হাতে। আফসোস হলো রানার। দেশের অবস্থাটা রাজনীতিকরা একটু যদি ভাল করতে পারত তবে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে এভাবে মারা পড়তে হত না বাঙালী ছেলেগুলোকে। বেশি কিছু না, উন্নতির সামান্য আশার আলোই যথেষ্ট হতে পারত দেশবাসীর জন্যে, স্বদেশ ছেড়ে ক'জন আসতে চায় পরদেশে পেটের দায় না ঠেকলে? কিন্তু কে দেখাবে আলো, কে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেবে হতাশাগ্রস্ত যুবসমাজকে? এসব প্রশ্নের উত্তর জানে না রানা।

দেশের চিন্তা রেখে আজকের ঘটনাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল ও: পাঁচ হাজার ডলার, মেয়েটির পিঠে আঘাতের চিহ্ন আর তেরো বাঙালী—সবই ধোঁয়াটে, রহস্যময়। আগাম হিসেবে এত টাকা দিতে চায় কেউ? কাপড় না খুলেও তো মেয়েটা বলতে পারত কেউ ওকে মারধর করেছে? আর তেরো বাঙালীর কথাই বা আসে কেন? বলতে পারত মেয়েটা, 'বাঙালীদের সাথে তার কিসের সম্পর্ক খোদা জানেন।' কিন্তু গুনে গুনে তেরো কেন? নড়েচড়ে বসল রানা। তারপর এল ওই রহস্যময় টেলিফোন। মেয়েটা কি সত্যি সত্যি পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছে? সন্দেহ হয় রানার। মেয়েটা অসম্ভব ভীতিগ্রস্ত হলেও তাকে রানার অস্বাভাবিক মনে হয়নি। চোখ খুলল ও এবং ডেস্কের ওপর রাখা ছোট্ট ক্রোমিয়াম ক্লকটার দিকে চট করে একবার চেয়ে নিল। মেয়েটা গেছে চোদ্দ মিনিট হয়। ভুতুড়ে টেলিফোনের লোকটা আসতে আর কতক্ষণ?

ভাবছে এসব, হঠাৎ টের পেল রানা একাগ্রতায় চিড় ধরেছে ওর। বাইরে করিডরে শিস বাজিয়ে কে যেন ওর মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। অসহিষ্ণুর মত নড়েচড়ে বসে হাতের সমস্যাটায় মনকে কেন্দ্রীভূত করতে চাইল ও। কে এই মেরী রেটন? নিঃসন্দেহে সমাজের উঁচু শ্রেণীর কারও মেয়ে বা বউ। যে রকম দামী পোশাক পরে এসেছিল তেমনটা পরার সৌভাগ্য সবার হয় না। ধ্যেত, করিডরে লোকটা শিস থামাচ্ছে না কেন, মনে মনে খেপে উঠল রানা। না থামাকগে, কিন্তু সুরটা কি? কান পাতল ও। তারপর বাইরের ওই সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে নিজেও কখন অজান্তে গুনগুন করতে লাগল ক্লোর বিষাদময় সুরটা।

মায়াবী সুরটার জালে জড়িয়ে পড়ছে ও, এবং এই মুহূর্তে গুনগুনানি থামিয়ে শিসের শব্দটা শুনতে কান খাড়া করল, বাঁ হাতের তালুতে আপন মনে তাল ঠুকছে ডান তর্জনী দিয়ে। হঠাৎ অদ্ভুত একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো ওর। শিসবাজ নড়াচড়া করছে না। নিচু, মর্মভেদী সুরটা একই মাত্রায় বেজে চলেছে, যেন শিসবাজ ওর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে শিসটা বাজাচ্ছে ওরই উদ্দেশে।

ডেস্ক থেকে আলগোছে পা নামিয়ে চেয়ারটা আস্তে করে পেছনে সরাল রানা। শোকাকুল সুরটা এখনও কানে আসছে। কোটের ভেতর একটা হাত ভরে

.৩৮–এর বাঁটটা স্পর্শ করল ও। ওদের অফিসে ঢোকার একটামাত্র রাস্তা হলেও ভেতরের এ ঘরটাতে একটা দরজা রয়েছে বাইরে বেরোনোর জন্যে, যদিও বন্ধ রাখা হয় ওটা। দরজাটা খোলে ব্লকের পেছনদিককার প্রবেশ পথের দিকে মুখ করে। শিসের শব্দটা আসছে এ দিকটা থেকেই।

দরজাটার কাছে হেঁটে গিয়ে লকে চাবি ঢুকিয়ে হাতলে আলতো হাতে মোচড় দিল রানা, ফ্রস্টেড প্যানেলে যাতে ওর ছায়া না পড়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখল সেদিকে। ডোর হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে আস্তে করে দরজাটা খুলতে আচমকা থেমে গেল শিস। করিডরে বেরিয়ে এসে সামনে-পিছে নজর বুলাল রানা। কেউ নেই। দ্রুত পা চালিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল ও, ওয়েলটা দেখে নিল নিচ পর্যন্ত। জায়গাটা ফাঁকা। ঘুরে দাঁড়িয়ে, পুরো করিডরটা পেরিয়ে এসে এপাশের সিঁড়ির গোড়ায় থামল ও। এদিককার সিঁড়ির নিচটাও জনমানবশূন্য।

ওখানে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। রাস্তায় ট্রাফিক চলাচলের আবছা আওয়াজ কানে আসছে, বিভিন্ন ফ্লোরে ওঠানামা করছে এলিভেটর শোঁ শোঁ শব্দে, এবং মাথার ওপর অবিরাম টিকটিক করে চলেছে প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়িটা। ধীর পায়ে নিজের অফিসের কাছে এসে খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়াল রানা, সামান্য উত্তেজিত বোধ করছে ও। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে না করতে শিসের শব্দটা চালু হলো ফের।

চোখের দৃষ্টি হিম শীতল এখন রানার, .৩৮ হাতে আউটার অফিসে এসে ঢুকল সে। ঠিক দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে নাক দিয়ে বিরক্তির একটা শব্দ করল ও। কালো রঙের জীর্ণ স্যুট পরিহিত এক বেঁটে লোক মক্কেলদের জন্যে রাখা গদি আঁটা একটা চেয়ারে বসে রয়েছে জবুথুবু হয়ে। হ্যাটটা অনেকখানি টেনে নামিয়ে রাখায় মুখটা দেখা যাচ্ছে না। এক পলক দেখেই বুঝে গেছে রানা ওটা একটা শবদেহ। রিভলভারটা হিপ পকেটে গুঁজে কাছে এগিয়ে এল ও। কোলের ওপর অসাড়ভাবে রাখা লোকটার হাড়সর্বস্ব ছোট ছোট বাদামী হাত দুটো লক্ষ করল রানা। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে লাশের মাথা থেকে হ্যাটটা সরাল।

দৃশ্যটা বীভৎস! লোকটার চেহারা, গায়ের রং ইত্যাদি দেখে বাঙালী মনে হলো। কেউ তার গলা দু'ফাঁক করে দিয়েছে, ডান কানের লতি ছুঁয়ে নিখুঁত অর্ধবৃত্তে বাঁ কান অবধি ছুরি চালিয়েছে। পাকা হাতে ক্ষতটা সেলাই করা হলেও দৃশ্যটার ভয়াবহতা তাতে এতটুকু কমেনি।

রুমালে মুখ মুছে নিল রানা। বিশ্রী একটা ঝামেলায় পড়া গেল। ঘুম থেকে উঠে কার মুখ যে দেখেছিল, ভাবছে ও।

দাঁড়িয়ে থেকে ভেবে নিচ্ছে রানা তার পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে এমনিসময় বাজতে আরম্ভ করল টেলিফোনটা। এক্সটেনশনের সামনে এসে প্লাগ ঢুকিয়ে রিসিভার ওঠাল ও।

রিয়ার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওপ্রান্ত থেকে। 'মেয়েটা বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই,' বলল। 'সিটি হোটেল পর্যন্ত পৌছতে না পৌছতেই স্রেফ উধাও।'

গাল চুলকে নিল রানা। 'কেউ ধরে নিয়ে গেছে বলছ?'

'আরে না, নিজেই দৌড়ে পালিয়ে গেছে। রিসেপশনে রুম ঠিক করছি ওর জন্যে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি দৌড় দিচ্ছে এক্সিটের দিকে। আমি রাস্তা পর্যন্ত যেতে না যেতেই গায়েব। আর অবাক ব্যাপার হলো তুমি যে বান্ডিলটা ফিরিয়ে দিয়েছিলে সেটাও রেখে গেছে।'

'কি করেছ ওটা?' প্রশ্ন করল রানা।

'কিছু করিনি, পরে জমা দেব ব্যাঙ্কে। কিন্তু এখন কি করা? আমি কি অফিসে ফিরে আসব?'

লাশটা এক ঝলক দেখে নিল রানা। এই বেচারা বাংলাদেশী কিনা জানে না রানা, কিন্তু হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। তেরো বাঙালীর সাথে এই লোকের কি কোন সম্পর্ক আছে, কিংবা মেরী রেটনের সঙ্গে?

'দরকার নেই, লাঞ্চটা সিটিতেই সেরে নাও। আমি হাতের কাজটা গুছিয়েই চলে আসছি। আগে মক্কেলটাকে বিদায় করে নিই।'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, মেয়েটার কি হবে? তুমি এখুনি একবার চলে এলে ভাল হত না?'

মেজাজের রাশ কোনমতে ধরে রাখল রানা। 'বললাম না মক্কেল এসে বসে আছে,' দ্রুত আওড়ে গেল ও। 'যত বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখব ততই ঠাণ্ডা হতে থাকবে, এবং সেটা তোমার এসির কল্যাণে না।' ক্রেডলে রিসিভারটা খটাস করে নামিয়ে রেখে সিধে হলো ও। লাশটার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'তোমাকে চা খাওয়াতে পারছি না, দোস্ত, বরং চলো, একটু ঘুরে আসি।'

সিটির লাউঞ্জে রিয়া সোয়া তিনটে পর্যন্ত বসে রইল। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যখন চরমে উঠেছে, এসময় ত্রস্ত পায়ে লাউঞ্জ পেরিয়ে আসতে দেখল রানাকে, ভ্রূজোড়া কুঁচকে রয়েছে ওর গভীর একাগ্রতায়, চোখে কঠোর, শীতল দৃষ্টি। একটা খালি চেয়ারে রাখা রিয়ার কোটটা তুলে নিতে যতক্ষণ লাগল সে পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলল রানা, 'এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ওকে অনুসরণ করে ককটেল লাউঞ্জে গেল রিয়া, প্রায় ফাঁকা এখন জায়গাটা। কামরার একেবারে কোণ ঘেঁষা একটা টেবিলে এসে বসল রানা, এন্ট্রান্সের উল্টোদিকে। দেয়াল থেকে টেবিলটা সরাতে সামান্য কসরৎ করতে হলো ওকে, এবার সুইংডোরের দিকে মুখ করে বসতে পারবে।

'কি ব্যাপার?' ওরা বসলে পর জবাব চাইল রিয়া। 'এখানে পাক্কা তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছি আমি।'

হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল রানা। দুটো ডবল স্কচ ও খানিকটা জিনজার এলের অর্ডার দিল। রিয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে রইল ও এবং ওয়েটারকে বারে অর্ডার দিয়ে ড্রিঙ্ক নিয়ে আসতে দেখল। ওয়েটার ওগুলো নামিয়ে রাখতে হাত বাড়িয়ে অন্য একটা গেলাসে ঢেলে দিল রানা একটা ডবল, খালি গেলাসটায় অর্ধেকখানি জিনজার এল ভরে ঠেলে দিল রিয়ার উদ্দেশে। 'তোমার কোমল মসৃণ ত্বকের জন্যে,' ঠাট্টা করে বলল, এবং নির্জলা আধ গেলাস স্কচ ঢেলে দিল গলায়।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল রিয়া। 'হয়েছে, হয়েছে,' অধৈর্য সুরে বলল। 'আর

বেশি দেরি করলে পেট ফেটে মরে যাব। তিন ঘণ্টা ধরে নিজে নিজে চর্চা করছি, বলার লোক পাচ্ছি না।'

মৃদু হেসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা। 'তুমি ঠিক জানো তো মিস রেটন বিনা প্ররোচনায় তোমাকে কলা দেখিয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল রিয়া। 'তোমাকে যেমনটা বলেছি ঠিক তেমনটাই ঘটেছে। ডেস্কে গিয়ে মাত্র রুমের ব্যবস্থা করছি, ও দাঁড়িয়ে ছিল আমার পেছনে। গ্লাভ খুলে রেজিস্টারে সই করতে যাব হঠাৎ কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে। ঘাড় ফেরাতে দেখি তোমার মক্কেল পাঁই পাঁই ছুটছে রাস্তার দিকে। একেবারে যেন ডেবি ফার্গুসন। আমি রিভলভিং ডোর পর্যন্ত যেতে না যেতেই পগার পার। একাই ছিল তোমার মক্কেল।' একটু বিরতি নিল রিয়া, রানার ওপর 'তোমার মক্কেল'-এর কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে। কিন্তু হতাশ হতে হলো বেচারীকে রানা খেপে না ওঠায়।

'তারপর?' মুচকি হেসে ফাঁদ এড়াল রানা।

'ভীষণ একটা ধাক্কা খেয়েছি, মাসুদ ভাই। আরও আশ্চর্য হয়েছি মেয়েটা টাকার বান্ডিলটা ডেস্কে ছুঁড়ে দিয়ে যাওয়ায়। কী পাগলের পাল্লায়ই যে পড়েছিলাম, মাগো!'

বিরস হাসল রানা। 'একটা নতুন অভিজ্ঞতা তো হলো। বলে যাও।'

'তারপর হোটেলে ফিরে এলাম, রিসেপশন থেকে একটা এনভেলাপ নিয়ে টাকাটা রিসেপশনিস্টের কাছে জমা রেখে দিয়েছি। টাকাটার হিল্লে করে আবার বেরিয়ে রাস্তায় গেলাম, কিন্তু চারদিকে খুঁজে কোথাও মেয়েটির চিহ্ন পেলাম না, তাই ফোন করলাম তোমাকে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'বেশ, তুমি যদি শিয়োর থাকো কোন লোক ওকে পালাতে বাধ্য করেনি তবে আপাতত এ প্রসঙ্গ থাক।'

'আমি নিশ্চিত,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রিয়া।

'এবার আমার কথা শোনো। এই কেসটায় উদ্ভট কিছু একটা ব্যাপার আছে। তুমি চলে যাওয়ার পর বাইরের অফিসে কে যেন এক বাঙালীর লাশ রেখে গেছে, এবং ঠোলাদেরও টিপে দিয়েছে।'

পিঠ সোজা হয়ে গেল রিয়ার। 'বাঙালীর লাশ?'

ম্লান হাসল রানা। 'হ্যাঁ। গলাকাটা হয়েছে মানুষটার, মারা গেছে বেশ অনেকক্ষণ আগে। ওকে ওখানে রেখে যাওয়ার কারণটা ক্লিয়ার হচ্ছিল না। মনে হলো হয় হুঁশিয়ার করতে চাইছে কেউ নয়তো ফাঁসাতে। আমি কোন সুযোগ নিইনি, তক্ষুণি লাশটা কাঁধে তুলে করিডরের শেষ মাথায় খালি অফিসটার সামনে ফেলে এসেছি। আমার অনুমানই ঠিক ছিল। প্ল্যান্ট করা হয়েছে ওটা। আমি ফিরে আসার পর পাঁচ মিনিটও হবে না তিন ষণ্ডামার্কা পুলিস এসে হাজির। লাশটার খোঁজ করছে তারা। কত কষ্টে যে হাসি চেপেছি কি বলব।'

'মানে?' চোখ কপালে তুলে জানতে চাইল রিয়া।

'লাশটা পেলে কি হত ভেবে দেখো। থানায় নিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করত না ওরা? এটাই চাওয়া হচ্ছিল। অবশ্য আটকাতে ওরা পারত না, কাগজ-

পত্র দেখে ওদের বসই বাপ বাপ করে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। কিন্তু সেটা হয়তো আমাকে যে ফাঁসাতে চাইছে তার জানা নেই। আমাকে রাস্তা থেকে ক'দিনের জন্যে সরিয়ে ওই মেরী রেটনকে বাগে পেতে চাইছিল সে। ষাঁড়গুলো তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করেছে দুটো অফিসে কিন্তু কিছু না পেয়ে শেষে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। মেরী রেটনের টাকাটা তখন ফিরিয়ে না দিলে হয়তো ওটা খুঁজে পেয়ে খোঁচাখুঁচি করত আমাকে।'

'কিন্তু এতসবের কি অর্থ?' রিয়া প্রশ্ন করল সব শুনে।

'এখন পর্যন্ত কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মরুকগে, তুমি মেরী রেটনের কাছ থেকে কদ্দূর কি জানতে পারলে?'

দু'পাশে মাথা নাড়ল রিয়া। 'সে মুখ খুললে তো। রেকর্ডে রাখার জন্যে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু ও তুমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না।'

স্কচটা শেষ করল রানা। 'তদন্ত মনে হচ্ছে খতম,' বলল। 'খামোকা খামোকা পাঁচ হাজার ডলার কামাই হয়ে গেল। ওটা কোন্ চ্যারিটিকে দেয়া যায় ভেবে দেখো।'

'কিন্তু তুমি এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারো না।'

'কেন পারি না? খুব পারি। সাহায্যের প্রয়োজন হলে সে নিজেই যোগাযোগ করবে। আমার অত ঠ্যাকা কিসের?'

এক বয়স্ক লিকলিকে ভদ্রলোক এসময় শুকনো মুখে লাউঞ্জে প্রবেশ করে ওদের কয়েক টেবিল তফাতে বসলেন। কৌতূহলী চোখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে রিয়া। ভদ্রলোকের চোখ দেখে মনে হলো ওর কান্নাকাটি করেছেন তিনি। কেন, প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়। কিন্তু চিন্তায় ছেদ পড়ল রানার প্রশ্নে।

'রেটন মেয়েটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' আচমকা জিজ্ঞেস করল রানা।

রানা কি জানতে চাইছে বুঝতে পারল রিয়া। 'মেয়েটা শিক্ষিত। কাপড়-চোপড় দামী এবং মডার্ন। ভয় পাচ্ছে সে কোন ব্যাপারে। বয়স আন্দাজ চব্বিশ-পঁচিশ হবে। ওকে ভাল মেয়ে বলা যায় কিনা জানি না তবে ভাল অভিনেত্রী যে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। মেক আপে উগ্রতা নেই এবং রোদে প্রচুর সময় কাটিয়েছে সে। আচরণে ভদ্র—'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা। 'হ্যাঁ, এটার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। ভদ্র ঘরের মেয়ে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাহলে কাপড় খুলে আমাকে পিঠ দেখাতে গেল কেন?'

গেলাসটা নামিয়ে রেখে রানার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল রিয়া। 'বুঝলে না, এটা হলো মডার্ন ভদ্রতা।'

'ও, তাই বলো, কত কিছুই যে এখনও শেখার বাকি।' গেলাসটা ওয়েটারের উদ্দেশে দোলাল রানা। 'তোমাকে তো বলা হয়নি মেয়েটার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন এক লোক ফোন করেছিল। বলে মেয়েটা নাকি পাগল। আর তখনই সে কাপড় খোলার প্রদর্শনী শুরু করে দিল। কিন্তু ওর স্বভাবের সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না ব্যাপারটা। বলা নেই কওয়া নেই কোট আর ব্লাউজ খুলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল আমাকে।'

ফিক করে হেসে ফেলল রিয়া। 'যাক, তবু ভাল আমাকে একা না।' তারপর গম্ভীর সুরে বলল, 'ওকে কি মারপিট করা হয়েছে?'

'তাই তো বলব আমি। মারের দাগগুলো এতই স্পষ্ট মনে হয় কেউ বুঝি ওগুলো এঁকে দিয়েছে।'

এক মুহূর্ত কি যেন বিবেচনা করে নিল রিয়া। 'হয়তো ভেবেছিল ফোনটা পেয়ে তুমি ওকে পাগল ঠাওরাবে, তাই পিঠ দেখিয়ে বিশ্বাস জাগাতে চেয়েছে ও বিপদে আছে।'

সায় জানাল রানা। 'আমারও তাই মনে হয়।'

ওয়েটার রানাকে আরেকটা ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে, এই ফাঁকে বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে আবারও দৃষ্টি ফেরাল রিয়া। রানাকে বলল ও, 'তাকিয়ো না, কিন্তু ওই টেবিলের লোকটা তোমার প্রতি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে।'

'দেখাতেই পারে,' তড়ফে উঠল রানা। 'চেহারাটা কি খারাপ নাকি আমার?'

রিয়া কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এলেন। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি, তাঁর বেদনাক্লিষ্ট মুখের চেহারা দেখে মায়া হলো রিয়ার, ভদ্রলোককে সহজ করার জন্যে মৃদু হাসল। রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

'মাফ করবেন,' বললেন তিনি, 'আপনি কি মিস্টার মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' বিশেষ আগ্রহ দেখাল না রানা।

'আমার নাম ওয়াগনার। রবার্ট ওয়াগনার। আমি আপনার কাছে একটা সাহায্যের আবেদন নিয়ে এসেছি।'

'বসুন,' বলল রানা নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। ভদ্রলোক বসলে পর আরও বলল, 'কি করতে পারি আপনার জন্যে বলুন?'

'আমি আপনার এবং রানা এজেন্সীর কথা অনেক শুনেছি। আপনি এশহরে এসেছেন জেনে হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেয়েছি। আমি একটা বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি, মিস্টার রানা। আমার বাচ্চা মেয়েটাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। গতকাল থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' গাল বেয়ে পানির দুটো ধারা নেমে এল স্নেহময় পিতার। চোখ সরিয়ে নিল রানা। 'মিস্টার রানা, আপনি আমার মেয়েটাকে খুঁজে দিন, দোহাই আপনার। ও ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই, ও এখন কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে এক খোদাই জানেন।'

গেলাসটা ঠিক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা। 'পুলিসে জানিয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াগনার।

'দেখুন, মিস্টার ওয়াগনার,' বলল রানা, 'কিডন্যাপিং হচ্ছে ফেডারেল অফেন্স। এসব কাজে এফ.বি.আই. আমার চাইতে অনেক দক্ষ। একটু ধৈর্য ধরুন, ওরা ঠিক এনে দেবে আপনার মেয়েকে। ওখানে অবশ্য আমার লোক আছে, বলে দিলে হয়তো কেসটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। এক কাজ করুন, আপনার এবং আপনার মেয়ের নাম-ঠিকানা লিখে দিন, দেখব কদ্দুর কি করা

যায়।'

কোটের পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে নোট বই বের করে ফড়াত করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিলেন বৃদ্ধ, বলপয়েন্ট দিয়ে খসখস করে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো লিখে কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন রানার উদ্দেশে। চোখে কৃতজ্ঞতা তাঁর। বারবার করে ধন্যবাদ জানালেন রানাকে।

একটু পর ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বারে বিল মেটাতে গেল রানা। তারপর রিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে এল লাউঞ্জ ছেড়ে। 'চলো, অফিসে ফেরা যাক,' বলল রানা।

ওরা রিসেপশন হলে পৌঁছতে মস্ত বড় একটা লাউঞ্জ থেকে লম্বা এক যুবক বেরিয়ে এসে পা বাড়াল ওদের উদ্দেশে। 'আমি ডি.এ. অফিসের কোয়ার্ক। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' লোকটা বলল রানাকে।

ঘোঁৎ করে বিরক্তির একটা শব্দ করল রানা। 'আমার এখন সময় হবে না,' বলল। 'কাল একবার ফোন কোরো অফিসে, যখন বাইরে থাকব আমি।'

কোয়ার্ক ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে এক্সিটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা পোশাকের বিশালদেহী পুলিস দু'জনের প্রতি ইশারা করল। 'আমরা এখানে কথা বলতে পারি, নয়তো আমার অফিসে।'

দেঁতো হাসল রানা। 'হোল্ড আপ? বেশ, কি বলবে জলদি বলো।'

'আমি রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে হয়ে আসছি,' বলে পা বাড়াল রিয়া। সম্ভবত টাকাটা নিয়ে আসতে যাচ্ছে, ভাবল রানা।

লাউঞ্জের নির্জন এক কোণে কোয়ার্ককে অনুসরণ করে একটা টেবিলে এসে বসল রানা। সতর্ক ও, বিশ্বাস করতে পারছে না কোয়ার্ককে। ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে লোকটা।

কোয়ার্কের হাবভাবে কিন্তু অস্থিরতার লেশমাত্র নেই, একটু বেশিমাত্রায় শান্তই বরং দেখাচ্ছে তাকে। পাতলা একটা সোনার সিগারেট-কেস নখের টোকায় খুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। তারপর একটা সোনার লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল দুটো সিগারেটই।

'তোমরা কিন্তু খুব ফুর্তিতে আছ,' বিদ্রূপের কণ্ঠে বলল রানা।

'আপনার সঙ্গে আগে কখনও মনে হয় না দেখা হয়েছে,' বলল কোয়ার্ক। পা আড়াআড়ি করতে তার সাদা-কালো ডোরাকাটা মোজা বেরিয়ে পড়ল। 'আপনার লাইসেন্স চেক করেছি আমি। যথেষ্ট জ্ঞান রাখি আপনার সুখ্যাতি সম্পর্কে।' এপর্যন্ত বলে একটু বিরতি নিল কোয়ার্ক। 'যে হারে এজেন্সী খুলছেন আপনারা তাতে দেশী সংস্থাগুলোর তো ভাত উঠে যাওয়ার জোগাড়। তা মোট কতগুলো হলো?'

রানাকে নিরুত্তর দেখে প্রসঙ্গান্তরে গেল কোয়ার্ক। 'আজ সকালে আপনার সম্পর্কে একটা গরম খবর পেয়েছি আমরা।'

'তাই নাকি?' কণ্ঠে টিটকিরির সুর ফুটিয়ে তুলল রানা। 'আর সেটা পেয়েই তিন তিনটে ষাঁড় পাঠিয়ে দিলে আমাকে অপদস্থ করতে এবং তারা ঘোল খেয়ে ফেরত গেল।'

মুচকে হাসল কোয়ার্ক। 'তখন থেকেই চোখ রেখেছি আমরা ওই ব্লকটাতে,' বলল ও। 'আপনাদের কাছাকাছিই আরেকটা খালি অফিসের সামনে এক বাংলাদেশীর লাশ পাওয়া গেছে।'

ভ্রূ উঠে গেল রানার, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'এত ভণিতা করছ কিসের জন্যে? যাকে দিয়ে তুমি খুনটা করিয়েছ তাকে খুঁজে বের করতে বলছ আমাকে?'

'খবরটা ছিল লাশটা পাওয়া যাবে আপনার অফিসে।'

'আহ্ হা,' বলে জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল রানা। 'এমন হলো কেন? ওরা কি তবে ভুল জায়গায় ওটা প্ল্যান্ট করে গেল?'

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে চেপে দিল কোয়ার্ক।

'দেখুন, মিস্টার রানা, আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমি আমার ধারণাগুলো আপনাকে সরাসরি খুলে জানাচ্ছি। বাংলাদেশী লোকটা মারা গেছে ছত্রিশ ঘণ্টা আগে। উড়ো খবরটা শুনেই ওটাকে ফাঁদ বলে মনে হয়েছে আমাদের, কিন্তু কি করব বলুন? দায়িত্ব। আমরা এই বাংলাদেশী সম্পর্কে আগ্রহী। লোকটা তো আপনারই স্বদেশী, এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যদি জানান হয়তো উপকার হতে পারে আমাদের।'

নাক চুলকে নিল রানা।

'একজন স্বদেশীর অপঘাতে মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে কথা দিতে পারি, জানলে অবশ্যই তোমাকে জানাব।' সিগারেটের টুকরোটা ঘষে দিল অ্যাশট্রেতে।

চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে কোয়ার্ক। 'আপনার স্বভাবের কথা তারমানে ঠিকই শুনেছি আমি,' বলল সে বিষণ্ণ কণ্ঠে। 'সবটা ব্যাপার নিজের মত করে সাজিয়ে শেষ পর্যন্ত সমাধানটা শুধু ঢেলে দেন আমাদের ওপর। বেশ, তবে তাই হোক। নিজের রাস্তায় চলুন আপনি, আমাদের পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব হলে করব। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি কোন গোলমালে জড়ান, বাজপাখির মতন ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা আপনার ওপর।'

মুখে হাসি মেখে উঠে পড়ল রানা। 'তোমার বক্তৃতা শেষ হয়েছে?' বলল। 'আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

মাথা ঝাঁকাল কোয়ার্ক। 'শিগ্গিরি দেখা হবে, মিস্টার রানা।' মাথা নাড়ল ও মুশকো লোক দুটোর উদ্দেশে, তারপর তিনজনে চলে গেল লবি পেরিয়ে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না রিয়ার জন্যে। ও রিসেপশন থেকে ফিরতে দু'জনে পা বাড়াল এক্সিটের দিকে। 'টাকাটা নিয়ে এলে বুঝি?' রানা প্রশ্ন করতে সায় জানাল রিয়া।

অফিসে ফেরার পথে কোয়ার্কের সঙ্গে ওর কথোপকথন রিয়াকে খুলে জানাল রানা।

অফিসে এসে সোজা নিজের ডেস্কে গিয়ে বসে পড়ল রানা। তারপর গলা ছাড়ল রিয়ার উদ্দেশে।

রিয়া এঘরে ঢুকে, ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসার ফাঁকে নোট বই খুলল।

তাই দেখে মাথা নাড়ল রানা। 'ডিকটেশন নিতে ডাকিনি,' বলল ও। 'তোমার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করছে।'

কোলে হাত জড় করল রিয়া। 'বেশ,' বলল ও, 'এই বসলাম আমি।'

ধ্যানমগ্ন হলো রানা। 'টাকাটা পুলিসের হাতে তুলে দিলে হয়তো একটা অ্যাঙ্গেল পেতাম আমি। কারণ ওরা তখন ঘটনাটা ফলো করত। এতে অবশ্য ওদেরকে নাক গলানোর সুযোগও দেয়া হত। লাশটার ব্যাপারে কোয়ার্ক খুব চিন্তিত। আমার ওপর চোখ রাখবে ও। আমি যা-ই করি না কেন কিছুই অজানা থাকবে না তার।'

'তাতে ক্ষতি কি?' বলল রিয়া। 'বরং ওদের একটা চান্স দিলে হয়তো ওই মেয়েটার খোঁজ বের করতে পারবে।'

দু'পাশে মাথা নাড়ল রানা। 'আমার মন বলছে পুলিসকে এতে জড়ানো ঠিক হবে না।'

দেয়াল ঘড়ির দিকে চাইল রিয়া। প্রায় পাঁচটা। 'যাই, কাজ আছে আমার,' বলল। 'এখানে বসে জল্পনা কল্পনা করে কোন লাভ নেই, অযথা সময় নষ্ট।'

'বসো, বসো,' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল রানা। 'এত যাই যাই করছ কেন?'

নড়েচড়ে জমে বসল রিয়া। নিজে দেখেছে, শুনেছেও অন্যদের মুখে, একটু তাতিয়ে দিতে পারলে বুদ্ধি খোলে রানার, তখন তাকে নিজের মত করে কথা বলার সুযোগ দিতে হয়।

'এই মেয়েটা আর যোগাযোগ না করলে কেস এখানেই শেষ। এক পা-ও আগে বাড়ার সুযোগ নেই আমাদের। মেয়েটা কে জানি না আমরা। কোত্থেকে এসেছে সেটাও এক রহস্য। শুধু এটুকু জানা গেছে ওর এক বোন আছে যে তেরো বাঙালীর ব্যাপারে আগ্রহী। আজকের মড়াটা ওদের একটা হলে আর মাত্র বারোটা থাকবে তার ইন্টারেস্ট দেখানোর জন্যে। মেয়েটা এতগুলো টাকা ফেলে পালিয়ে গেল কেন?'

'এমন হতে পারে না, চেনা কাউকে দেখে ভড়কে গেছিল?' মৃদু স্বরে যুগিয়ে দিল রিয়া। প্রশ্নটা উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল রানা। 'ও দেখে ভয় পেতে পারে এমন কাউকে চোখে পড়েছিল তোমার?'

মাথা নাড়ল রিয়া। 'দিনের ওই সময় সিটি হোটেলের লবির কি অবস্থা থাকে জানোই তো।'

'হুঁ,' বলে উঠে পড়ল রানা এবং পায়চারি করতে শুরু করল নরম কার্পেটের ওপর। 'যদি ব্যাপারটা তাই-ই হয়ে থাকে, তাহলে এখন এই টেলিফোনটাই ভরসা। যদি ফোন করে মেয়েটা? হয়তো করবে না, কিন্তু যদি করে, সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাই আমি।'

গুঙিয়ে উঠল রিয়া।

'হ্যাঁ, এক কাজ করো, এক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে এসো। লাউঞ্জে ঘুমাতে পারবে তুমি।'

উঠে পড়েছে রিয়া। 'তুমি বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, আর আমি সারারাত মশার কামড় খেয়ে টেলিফোনের জন্যে জেগে বসে থাকি. তাই তো?'

'আমি কি করব না করব তা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জানলেই চলবে।'

হ্যাট ও কোট পরে নিল রিয়া। 'নিচের অফিসের ওরা যদি জানে আমি এখানে শুচ্ছি তাহলেই হয়েছে, আর মুখ দেখানোর জো থাকবে না।'

'আমেরিকান মেয়ে হয়ে এত সেকেলে ধ্যান-ধারণা কেন তোমার? ভয় নেই, ওরা আমাকে চেনে। নিশ্চিন্ত থাকো, স্ক্যান্ডাল রটবে না।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রিয়া মার্টিন, দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। ঠোঁট টিপে হেসে রিসিভার তুলে নিল রানা। ডায়াল করল।

'ডি.এ. অফিস? কোয়ার্ককে দিন। বলুন মাসুদ রানা।'

কড়কড় শব্দের পর গলা পাওয়া গেল কোয়ার্কের। 'কি ব্যাপার, মিস্টার রানা, মত পাল্টেছেন মনে হচ্ছে?'

রিসিভারটাকে দাঁত দেখাল রানা।

'এখনও পাল্টাইনি, বন্ধু,' বলল। 'বরঞ্চ তোমার মুখ থেকেই কিছু জানতে চাইছি। ওই লাশটা সম্বন্ধে আর কিছু বেরোল?'

হেসে উঠল কোয়ার্ক। 'বাই গড, মিস্টার রানা, নার্ভ বটে আপনার। কি করে আশা করলেন আপনাকে আমি ইনফর্মেশন দেব?'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'লোকটা হাজার হলেও আমার দেশী ভাই, কোয়ার্ক। কিছু তথ্য আমাকে জানালেই বা, হত্যারহস্যের কিনারা হোক সেটা তোমার মত আমিও তো চাই। আর একটা কথা, এ কেসটার এখন পর্যন্ত কোন কূল-কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমার ধারণা, পাওয়া যখন যাবে তার আগেই খুন হবে আরও গোটা কয়েক। সেটাই ঠেকাতে চাইছি আমি।'

'আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মিস্টার রানা, জেনেশুনে তথ্য গোপন করলে পরে কিন্তু মহামুশকিলে পড়বেন। যদি জানতে পারি আপনি মুখ বন্ধ রাখায় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি তবে আপনাকে আমি কিন্তু ছাড়ব না।'

'তুমি কচু করবে আমার,' বলল রানা মনে মনে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ও। 'ওসব কথা ছাড়ো, তুমি নিজেও জানো কিছু করতে পারবে না। আমার যে কোন মক্কেলকে আড়াল করার অধিকার আমার আছে। তুমি যদি সমঝোতায় এসে আমাকে তথ্য দাও তাহলে বিপদ শুরু হওয়ার আগেই তোমাকে সুদে-আসলে তা শুধে দেব। রাজি?'

'আপনি বড় চালু মাল,' সন্দেহের সুরে বলল কোয়ার্ক। 'কিন্তু আমি যেটুকু জানি তাতে বড় একটা সুবিধা করতে পারবেন না। এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই বের করতে পারিনি আমরা।'

'লাশটা আনা হয়েছে কিভাবে?'

'খুব সহজে, বড় একটা লন্ড্রি বাস্কেটে ভরে। ট্রেড এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকে খালাস করে গেছে একটা খালি অফিসের সামনে। তার আগে জবাই করেছে আপনার অফিসে বসে।'

'বাজে কথা ছাড়ো,' মৃদু ধমক দিল রানা। 'লাশটা আমার জন্যে আনেনি ওরা। আনলে বাইরে রেখে যেত না।'

খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কোয়ার্ক।

'কারা এনেছে লাশটা দেখেছে কেউ?' প্রশ্ন করল রানা।

'না।'

'ও, আচ্ছা। ধন্যবাদ, দোস্ত। তোমার সাহায্যের কথা মনে থাকবে। কিন্তু আর কিছু জানো না? তোমার চোখে কি অড মনে হয়নি আর কোন ব্যাপার?'

'নাহ্, হয়নি। কেউ ওর গলাটা জবাই করে তারপর আবার সেলাই করে দিয়েছে—অড বলতে এটুকুই।'

'হুঁ,' বলল রানা, বুঝল সত্যিই আর কিছু জানা নেই কোয়ার্কের। 'আচ্ছা, রাখি কেমন?'

লাইন কেটে দিয়ে অন্য একটা নম্বরে রিং করল রানা। বুড়ো ওয়াগনারের হারানো মেয়ের কথা জানাতে হবে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এফ. বি. আই-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ড্যানিয়েল রবিন্সকে, অনুরোধ করবে মেয়েটিকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখে সে।

টেলিফোনের দিকে চেয়ে স্থাণুর মত ক'মিনিট বসে রইল রানা, মুখের চেহারা নির্লিপ্ত তার, বিমূঢ় দৃষ্টি মেঘের মত ছায়া বিস্তার করতে লেগেছে দু'চোখে।

রিয়া ঘন্টা দুয়েক পর ফিরতে চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে থাকতে দেখল রানাকে, পা তুলে নাচাচ্ছে ডেস্কের ওপর, হতবিহ্বল ভাবটা কাটেনি তখনও চোখ থেকে।

ছোট্ট একটা সুটকেস লাউঞ্জে নামিয়ে রেখে হ্যাট ও কোট খুলল ও। 'নতুন কোন খবর?'

মাথা নাড়ল রানা। 'লাশটাই গণ্ডগোল করছে, নইলে অনেক আগেই কেসটার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতাম। আমাকে রাস্তা থেকে সরাতে হন্যে হয়ে উঠেছিল ওরা, তা নাহলে মরা লাশ এতদূর বয়ে আনার ঝুঁকিটা নিত না।'

কেস খুলে একটা বই বের করল রিয়া। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ ও, একা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে, ফলে প্রথমটায় সামান্য গাঁইগুঁই করলেও কাজের সুবিধার্থে চলে আসতে পেরেছে অফিসে রাত কাটাতে। 'আমি ডিনার সেরে এসেছি,' বলল ও, ডেস্কের পাশে রাখা গদিমোড়া চেয়ারটায় আরাম করে বসল। 'তুমি চাইলে গিয়ে খেয়ে আসতে পারো।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। উঠে পড়ে চুল আঁচড়ে ঠিকঠাক করে নিল। 'ঠিক আছে, আমি এই এলাম বলে। মেয়েটা ফোন করলে বোলো, অবশ্যই যেন আমার সাথে দেখা করে। ঠিকানাটা নিয়ে-রেখো আর সাহসের পাঁচনটাও খাওয়াতে ভুলো না। আমি ওই মেয়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।'

'এ ভয়টাই পাচ্ছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল রিয়া, কিন্তু রানা শুনতে পেল না। সে তখন দরজার কাছে।

কালো স্যুট পরা দু'জন লোক, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অপেক্ষা করছিল অফিসের ঠিক বাইরেই। পোশাকে মনে হয় শহরে নয়া আমদানী। দেখতে ওরা মেক্সিকানদের মত, কিন্তু আসলে তা নয়। ওদেরকে ওখানে দেখে একটু বিস্ময়

বোধ করল রানা। আঁটোসাঁটো স্যুটের পকেটে ডান হাত ভরে রেখেছে দু'জনই। অবিকল এক পোশাক ওদের পরনে: কালো স্যুট, কালো ফেডোরা, সাদা শার্ট ও রংচঙে টাই। সার্কাসের সঙ মনে হয় লোক দুটোকে প্রথম দর্শনে, কিন্তু চোখে চোখ পড়লে শীতলদৃষ্টি কাঁপ ধরিয়ে দেয় বুকে, না চাইলেও মনে পড়ে যায় বিষাক্ত কালকেউটের কথা।

'কি চাই তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল রানা। ওকে বলে দিতে হলো না একজোড়া পিস্তল তাক করে আছে ওর পেট বরাবর। ফুলে থাকা কোটের পকেট মিথ্যে বলবে না।

অপেক্ষাকৃত বেঁটে ভাঁড়টি মুখ খুলল, 'ভাবলাম এদিক দিয়ে যাচ্ছি যখন আপনার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।'

পায়ে পায়ে পিছু হটে অফিসে ফিরে এল রানা। এবং রিয়া একটানে ডেস্কের দেরাজ খুলে হাত রাখল রানার .৩৮-এ।

'হাত সরাও,' দাঁতের ফাঁকে বলল বাঁটকু। লোকটার কণ্ঠের শাসানিতে না ভড়কানোটাই কঠিন।

কোলে হাত গুটিয়ে, চেয়ারে পাথরের মতন জমে বসে রইল রিয়া। মুখখানা যতখানি পারে নিষ্পাপ করে তুলেছে।

বেঁটে এবার আউটার অফিসে ফিরে এসে চারধারে সন্ধানী দৃষ্টি বুলাতে লাগল। সবিস্ময় একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার মুখের চেহারায়। মস্ত কাবার্ডটার কাছে এগিয়ে গেল ও, পরীক্ষা করল ভেতরটা—রিয়া এখানে সাধারণত স্টেশনারী রাখে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল বেঁটের নাক দিয়ে।

'তোমরা একটু যদি বসতে রাজি হও তবে গরমা গরম খাবার আর বিছানার ব্যবস্থা করতে পারি,' বলল রানা। 'আমাদের অফিসে এসেই যখন পড়েছ আমরা চাই তোমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করো।'

বেঁটে লোকটা হাতের কাছে পেয়ে ওজনদার অ্যাশট্রেটা তুলে নিল এবং ভাবুক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ওটার দিকে। তারপর আচমকা ভারী জিনিসটা চালিয়ে দিল রানার চোয়ালের ওপর। বুকে নুয়ে পড়ল মাথা ওর, কিন্তু ভুলটা করল দ্রুত সরতে না পারায়। এমবস করা ট্রেটা এবার মুহূর্তে ওর কপালে আলু তুলে দিল।

অপর লোকটা ইতোমধ্যে পকেট থেকে নাক-ভোঁতা একটা অটোমেটিক বের করে চেপে ধরেছে রিয়ার পেটের একপাশে। এতই জোরে চাপ দিয়েছে যে ককিয়ে উঠতে বাধ্য হলো রিয়া।

'একটু উল্টাসিধা করেছ তো নাড়ীভুঁড়ি কার্পেটে পড়ে থাকবে মেয়েলোকটার,' হুমকি দিল রানাকে বাঁটকু।

বুক পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে চেপে ধরল রানা। হাত বেয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে নেমে শার্টের কব্জির কাছটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। 'এক মাঘে শীত যায় না,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও।

'যাও, দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ঘর দুটো সার্চ করব,' বেঁটে বলল। 'ওরকম আরেকটা খেতে না চাইলে শিগগির যাও।'

রানা হঠাৎ উপলব্ধি করল এরা কিউবান। দক্ষিণে গেলে সমুদ্র তীরবর্তী যে কোন শহরে হরদম দেখা মেলেএদের। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও, কাঁধের কাছে হাত তুলে। রানা এতটাই ক্ষুব্ধ যে ঝুঁকি নিতে পিছপা হত না—শুধু যদি রিয়া না থাকত। অস্ত্রধারী ষণ্ডা দুটোকে কাবু করা যে একটু মুশকিলই হবে সেটা অবশ্য ঠিকই টের পাচ্ছে ও।

বেঁটে কিউবান রানার শরীর চাপড়ে চাপড়ে দেখল। 'কোটটা খুলে আমাকে দাও।'

রানা ছুঁড়ে দিল ওটা। কিউবান লোকটা ডেস্কের কিনারে বসে কোটের লাইনিঙে ধীরে ধীরে সযত্নে হাত বুলাতে লাগল। রানার নোট-কেসটা বের করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর কোটটা ছেড়ে দিল মেঝেতে। রানার কাছে এসে আবারও সারা দেহ থাবড়ে দেখল ও। লোকটা মশলাদার খাবার খেয়ে এসেছে গন্ধ পাচ্ছে রানা। আঙুলগুলো নিশপিশ করছে ওর ব্যাটার গর্দানটা টিপে ধরতে।

কিউবান পিছিয়ে এসে বিরক্তির একটা শব্দ করল। 'এই যে, তুমি—এদিকে এসো।' ঘাড় ফিরিয়ে রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল।

রিয়ার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেলেও উঠে দাঁড়িয়ে এক পা আগে বাড়াল ও। 'তোমার নোংরা হাত দিয়ে আমাকে ছোঁবে না,' শান্ত সুরে বলল।

কিউবান তার সঙ্গীকে স্প্যানিশে কিছু একটা বলল। সে লোকটা মাথা ঝটকাল রানার উদ্দেশে, তর্জনী উল্টে বাংলা ছবির ভিলেনের মত কাছে আসতে নির্দেশ দিল।

পায়ে পায়ে এগোল রানা, এবং বেঁটে লোকটাকে পাশ কাটানোর পরমুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখল। পিস্তলের বাঁট রানার মাথার পেছনে ধাঁই করে বসিয়ে দিয়েছে সে। মেঝেতে হাত দিয়ে পরক্ষণে মুখ থুবড়ে পড়ল রানা।

আর্তচিৎকার করার জন্যে মুখ খুলে গিয়েছিল রিয়ার, কিন্তু অপর কিউবান পিস্তলের নল দিয়ে সজোরে গুঁতো মারল ওর তলপেটে। চেঁচাবে কি, যন্ত্রণায় শ্বাস আটকে গেল ওর এবং ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু।

কিউবান লোকটা বগলের নিচে হাত দিয়ে সিধে করে ধরে রাখল ওকে। বাঁটকু তল্লাশী নিল ওর। যা খুঁজছিল সেটা পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় কিউবান রিয়াকে লাউঞ্জে ছুঁড়ে দিয়ে টেবিলের কিনারে শরীরের ভর চাপাল।

বেঁটে লোকটা নিপুণ হাতে ত্বরিত সার্চ করল অফিসটা। তার কাজের ধরনে মনে হলো এজাতীয় কর্ম আগেও বহুবার করেছে সে, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা গেল না। এবার বেরিয়ে এসে রিয়ার অফিসটাও তল্লাশী করল সে।

লোকটা নড়াচড়া করছে শুনতে পাচ্ছে রানা, এইমাত্র জ্ঞান ফিরেছে ওর, কিন্তু সারা দেহ আড়ষ্ট, মাংসপেশীগুলোকে সচল করতে পারল না। ওঠার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও। চোখের সামনে ক্রোধ ও ব্যথার একটা লালচে কুয়াশা ঝুলে রয়েছে পর্দার মতন।

লোক দুটো তাদের কাজ সেরে, সশব্দে দরজা লাগিয়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে পারল রানা। ডেস্কে হাত রেখে তাল সামলাল ও,

হিংস্র চোখে অফিসের চারদিকে নজর বুলাল।

লাউঞ্জে জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে রিয়া। ক্ষোভে-দুঃখে কাঁদছে সে। 'খবরদার, আমার দিকে তাকাবে না বলে দিচ্ছি!' তেতে উঠল ও। 'তাকাবে না আমার দিকে।' অভিমানে বাষ্পরুদ্ধ ওর কণ্ঠস্বর।

টলতে টলতে বাইরের ঘরটায় এসে বাঁয়ে ছোট্ট ওয়াশরুমটার দিকে এগোল রানা। ঠাণ্ডা পানিতে মগ ভরে নিয়ে সাবধানে ধুয়ে নিল মুখটা। রক্তলাল পানিতে ভেসে যাচ্ছে বেসিন। ওয়াল কাবার্ডের দিকে যখন এগোল তখন পায়ে জোর ফিরে পেয়েছে অনেকখানি। স্কচের একটা আধখালি বোতল ও দুটো গেলাস বের করল ও। লম্বা একটা ড্রিঙ্ক নিল রানা। মাথার মধ্যে ভূতের নাচন চলছে ওর। স্কচটুকু ওকে পুড়িয়ে দিলেও সাহায্য করল ভারসাম্য ফিরে পেতে। অন্য গেলাসটায় দু'আউন্স পরিমাণ ঢেলে ধীর পায়ে ওর অফিসে এসে ঢুকল।

রিয়া তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। নীরবে কেঁদে চলেছে সে।

ডেস্কের কিনারে, ওর পাশে স্কচের গেলাসটা নামিয়ে রাখল রানা। 'খেয়ে নাও,' বলল ও, 'ভাল লাগবে।'

প্রথমে রানার দিকে তারপর গেলাসটার দিকে চাইল রিয়া। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওটা। ফর্সা মুখে ধকধক করে জ্বলছে ওর চোখ জোড়া। আচমকা হুইস্কিটুকু রানার মুখে ছুঁড়ে দিল ও।

স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর রক্তমাখা রুমালটা বের করে মুছে নিল মুখ। দু'হাতে মুখ ঢেকে এবার অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল রিয়া। ডেস্কের পেছনে গিয়ে বসল রানা। গলায় পেঁচানো হুইস্কি ভেজা কলারটা খুলে দলা পাকিয়ে ট্র্যাশ বাস্কেটে ছুঁড়ে মারল ও, তারপর রুমাল দিয়ে সযত্নে মুছে নিল ঘাড়টা।

ওভাবে বসে রইল ওরা ক'মিনিট, নীরবতা ভাঙছে শুধুমাত্র রিয়ার ফোঁপানির শব্দে। নরকযন্ত্রণা অনুভব করছে যেন রানা। মাথার পেছনটা ফেটে দু'ভাগ হওয়ার জোগাড়। চোয়াল ও কপালের কালসিটে লাফাচ্ছে দপদপ করে।

কান্না থেমেছে রিয়ার। 'খুব বাহাদুর তুমি,' ঝংকার দিয়ে উঠল ও, মুখ থেকে হাত সরায়নি। 'বীরপুরুষ! দুটো রাস্তার গুণ্ডা এসে এভাবে অপমান করে দিয়ে গেল তোমার চোখের সামনে। মাই গড, মাসুদ ভাই! একটা কিছু করো, তুমি এরকম কেঁচো হয়ে গেলে কবে থেকে? আমি চিন্তাই করতে পারি না আমাদের এভাবে মারধর করে বিনা আঁচড়ে কেউ বেরিয়ে যেতে পারে।'

কুশনে মুঠো পাকানো হাতে দুমাদুম কিল মারতে মারতে আবারও ফোঁপাতে আরম্ভ করল রিয়া।

রানা এতক্ষণ ঠায় বসে ছিল ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে। আধবোজা চোখ দুটো যেন বরফের টুকরো।

'বেকায়দায় পেয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গেছে ওরা,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'একটু ধৈর্য ধরো, অপমানের প্রতিশোধ আমি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেব।' ডেস্কের ড্রয়ারটা ঝটকা মেরে খুলল ও, ছোঁ মেরে তুলে নিল ·৩৮ পিস্তলটা। 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই চলো,' বলল।

'লাগবে না,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল রিয়া। 'আমি একাই যেতে পারব।'

'বেশ, তবে সাবধানে যেয়ো,' বলে আর অপেক্ষা করল না রানা। দ্রুত পায়ে অফিস ত্যাগ করল ও, পেছনে ভেজিয়ে দিল দরজাটা।

এক ঘণ্টা পরে, পোশাক পাল্টে ফিটফাট হয়ে, রাস্তায় নেমে বুড়ো আঙুল দেখাল রানা একটা ক্যাবকে; এবং ডাউনটাউনের একটা ঠিকানা দিল ড্রাইভারকে। সন্ধের অস্থির ট্রাফিকের মধ্য দিয়ে ক্যাব পথ করে নিয়ে এগোতে, ফাঁকা চোখে সামনে চেয়ে বসে রইল রানা। দু'হাঁটুর ওপর রাখা ওর মুঠো পাকানো হাত দুটো কেবলমাত্র অবদমিত অনুভূতি জানান দিচ্ছে।

ক্যাবটা সেভেনথ এভিনিউয়ে বাঁক নিয়ে তেড়েফুঁড়ে ঢুকে পড়ল একটা কোলাহলমুখর ব্যাক স্ট্রীটে। এক মুহূর্ত পরে থেমে পড়ল ওটা, এবং বেরিয়ে এল রানা। ড্রাইভারের উদ্দেশে একটা বিশ ডলার ছুঁড়ে দিয়ে পেভমেন্টের ওপর দিয়ে পা বাড়াল, লড়াইরত ছেলেপিলেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে।

ভাঙাচোরা লম্বা এক সার সিঁড়ি দৌড়ে ভেঙে উঠে এসে একটা বেল বাজাল ও। খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর খুলে গেল দরজাটা, এবং চোখ পিটপিট করে ওর দিকে চাইতে দেখা গেল মলিন পোশাকের এক বুড়িকে।

'ইনস আছে?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা।

'কে খুঁজছে?'

'বলো রানা।'

শিকল সরিয়ে দরজাটা টেনে খুলে দিল বুড়ি। 'সাবধানে যেয়ো, মিস্টার,' বলল সে। 'আজ রাতে অস্থির আছে ইনস।'

বুড়ির পাশ ঘেঁষে তরতর করে অন্ধকার সিঁড়িগুলো বেয়ে উঠে এল রানা।

বাসি খাবারের দুর্গন্ধে ও ধুলোয় নাক কুঁচকে গেল আপনা থেকেই ওর। প্রথম ল্যান্ডিঙে একটা দরজায় করাঘাত করল ও। একাধিক কণ্ঠস্বরের বিড়বিড়ানির পর সহসা নিস্তব্ধ হয়ে গেল ভেতরটা। দরজাটা আস্তে আস্তে ফাঁক হতে, শূকরের মতন তীক্ষ্ণ চিবুক নিয়ে ছিপছিপে পেশীবহুল এক তরুণ আপাদমস্তক জরিপ করে নিল রানার।

'কি?' জবাব চাইল।

'ইনসকে বলো আমি এসেছি। মাসুদ রানা।'

দরজা বন্ধ করে দিল ছোকরা। কি যেন বলছে সে শুনতে পেল রানা, তারপর দরজাটা পেছনে টেনে বের করে দিল কল্লা। 'ঢুকে পড়ুন,' বলল।

চারজন লোকসহ একটা টেবিলে বসে আছে পল ইনস, পোকার খেলছে।

ভেতরে ঢুকে ইনসের ঠিক পেছনটায় এসে দাঁড়াল রানা। অন্য লোকগুলো সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেও খেলা থামাল না। গভীর মনোযোগে হাতের কার্ডগুলো পরখ করছে ইনস। দেহ-কাঠামো লম্বা আর মোটা ওর, ঘন ভ্রূ ও রবারের লাল বলের মতন মুখটা দেখার মতন জিনিসই বটে। পুরু আঙুলের জন্যে ওর হাতের কার্ডগুলোকে দেখাচ্ছে এক সেট ডোমিনোর মত।

বেশ ক'মিনিট ওকে খেলার সুযোগ দিল রানা। তারপর সামনে ঝুঁকে ইনসের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল: 'মেরে তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেব।'

কার্ডগুলো আবারও পরীক্ষা করে নিল ইনস, গলা খাঁকরে থুথু ফেলল মেঝেতে। হাতের তাস কটা এবার ছুঁড়ে ফেলে দিল চরম বিরক্তিতে। চেয়ারটা পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও এবং রানাকে পেছনে নিয়ে চলে গেল ঘরের ও প্রান্তে। 'এত খেপেছ কেন, বস্?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল।

'দুই কিউবান,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'দুটোই কালো ড্রেস পরা। কালো স্লাউচ হ্যাট, সাদা শার্ট আর রঙিন টাই। কালো স্কয়্যার জুতো। মস্তান টাইপের। পিস্তল রাখে।'

মাথা নাড়ল ইনস। 'চিনি না,' বলল। 'ওরা এখানকার না।'

ঠাণ্ডা চোখে ওকে মেপে নিল রানা। 'তাহলে কোথাকার জলদি খুঁজে বের করো। আমি ওদুটোকে শিগ্গির বাগে পেতে চাই।'

শ্রাগ করল ইনস। 'তুমি শহরে আসতে না আসতেই আবার কি হলো? কি করেছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথাটা সামান্য কাত করে চোয়ালের ক্ষতটা দেখাল রানা। সংক্ষেপে জানাল ইনসকে গুণ্ডা দুটোর কথা।

চোখ কপালে উঠে গেছে ইনসের। 'দাঁড়াও,' বলল। ছোট্ট টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা ঘরের পুব কোণে। ওটার কাছে গিয়ে ডায়াল করল ও, এবং দীর্ঘ দু'মিনিট ফিসফাস আলোচনার পর রিসিভার নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকি দিল রানার উদ্দেশে।

ওর কাছে হেঁটে গেল রানা। 'পেলে ওদেরকে?'

'হুঁ।' হাতের উল্টোপিঠে মুখের ঘাম মুছল ইনস। 'পাঁচদিন হয় শহরে এসেছে শালারা। কেউ জানে না কোন্ নরক থেকে এসেছে। ব্রুকলীন ওয়েতে আস্তানা গেড়েছে ওরা। ঠিকানা জেনে নিয়েছি আমি। মনে হয় টিপটপ একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। পয়সা ওড়াচ্ছে, এবং কারও জানা নেই ওদের চক্রটা কিসের।'

হাত বাড়িয়ে ঠিকানা লেখা কাগজটা নিল রানা।

ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ইনস। 'অ্যাকশনে যাচ্ছ নাকি?' কৌতূহলী প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। 'দু'একজনকে নিয়ে আমি সঙ্গে যাব?'

'দরকার হবে না,' কঠোর স্বরে বলল রানা। 'আমি একাই সামলাতে পারব।'

ইনস হাত বাড়িয়ে লেবেলবিহীন একটা কালো বোতল তুলে নিল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে চাইল রানার দিকে। 'এক ঢোক মেরে যাবে নাকি?' বলল।

মাথা নাড়ল রানা। ইনসের কাঁধে চাপড় মেরে বেরিয়ে এল। ক্যাবটা অপেক্ষা করছিল তখনও। রানা সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে নেমে এলে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। 'জানতাম আপনি এখানে থাকেন না,' দাঁত বের করে হেসে বলল ও। 'তাই রয়ে গেছি। এবার কোথায়?'

দরজা টেনে খুলল রানা। 'এত বুদ্ধি নিয়ে ঘুমাও কিভাবে?' হালকা সুরে বলল।

'যা দিনকাল পড়েছে,' গম্ভীর মুখ করে বলল ড্রাইভার। 'তাতে বুদ্ধি না

খাটালে ভাত জোটে না। কোথায় যাব, মিস্টার?'

'ব্রুকলীন ব্রিজের ওপারে। বাকিটুকু হেঁটে মেরে দেব।'

পেভমেন্টের পাশ থেকে গুলির মতন ছিটকে বেরোল ক্যাবটা, আলো ঝলমলে সেভেনথ এভিনিউয়ের উদ্দেশে ছুটছে।

'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার, কারও সঙ্গে কি মারামারি বেধেছিল আপনার?' কৌতূহল চাপতে না পেরে বলল ড্রাইভার।

'আরে না!' উড়িয়ে দিল প্রশ্নটা রানা। 'আমার বুড়ি খালার মাথায় ছিট আছে। সে মাঝে মধ্যে একটু আঁচড়-টাঁচড় মেরে বসে আরকি।'

'টাফ মহিলা, হাহ্,' বলল ড্রাইভার, কিন্তু এরপরে আর ঘাঁটাল না রানাকে।

ব্রুকলীন ব্রিজ যখন পেরোল ওরা তখন আঁধার প্রায় লেগে এসেছে। রানা ক্যাবের ভাড়া চুকিয়ে কাছের বারটায় গেল। একটা কোক ও ক্লাব স্যান্ডউইচের অর্ডার দিল ও। স্যান্ডউইচ খাওয়ার ফাঁকে ওয়েট্রেসকে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করল। অনেক ঝামেলা করতে হলো বেচারীকে, শেষমেষ ম্যাপে খুঁজে পাওয়া গেল জায়গাটা। বিলের সঙ্গে মোটা বকশিশ দিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

দশ মিনিট পা চালিয়ে পৌঁছনো গেল ওখানে। বিনা প্রশ্নে ও বিনা বাধায় রাস্তাটা খুঁজে পেল ও। ওটা ধরে হাঁটার পথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিটি ছায়া লক্ষ্য করল রানা। ও যে বাড়িটা খুঁজছিল সেটার অবস্থান একদম কোণের দিকে। ছোট্ট জায়গা নিয়ে দো-তলা একটা বাড়ি, সুবিন্যস্ত স্কয়্যার বক্স হেজে পুরোপুরি ঢাকা পড়েছে ফ্রন্ট ডোর। কোন জানালায় বাতির নাম-গন্ধ নেই। গেটটা ঠেলে ঢুকে পড়ল রানা এবং ঈষৎ ঢালু রাস্তা বেয়ে উঠে আসতে লাগল। চোখ দুটো ওর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে অন্ধকার জানালাগুলোয় নড়াচড়া হয় কিনা টার্গেট করার জন্যে। ফ্রন্ট ডোরে থামার ধার ধারল না রানা, ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল। আলো জ্বলছে না কোথাও। একটা জানালা সামান্য খোলা আবিষ্কার করে রুমে ছোট্ট টর্চটার আলো ফেলল ও। কিচ্ছু নেই ওখানে, একদম খালি। কাঠের মেঝেতে ধুলো জমে আছে পুরু হয়ে দেখতে পেল। জানালা গলে ভেতরে ঢুকতে মাত্র তিন সেকেন্ড লাগল ওর। শব্দ যাতে না হয় সাবধান রয়েছে ও, টিপে টিপে পা ফেলছে তক্তার মেঝের ওপর।

হালকা করে দরজাটা টানল রানা যাতে শব্দ না হয় এবং ঢুকে পড়ল ছোট্ট একটা হলে। টর্চের আলোয় ধরা পড়ল একটা কার্পেট ও প্রকাণ্ড একটা হল কাবার্ড। সিঁড়িগুলো ওর মুখোমুখি। কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল রানা, দূরাগত ট্রাফিকের আবছা গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

উদ্যত ·৩৮ হাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে ও, মুখের মাংসপেশী উত্তেজনায় শক্ত হয়ে রয়েছে। ল্যান্ডিঙে আবারও থেমে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হলো ও। অস্পষ্টভাবে পরিচিত একটা অদ্ভুত ও অপ্রিয় গন্ধ নাকে আসছে টের পাচ্ছে। নাক কুঁচকে গন্ধটা কিসের মনে করার চেষ্টা করল রানা।

ওর সামনাসামনি এখন তিনটে দরজা। মাঝখানেরটা বেছে নিল ও। হাতলটা আলতো করে ঘুরিয়ে সামান্য ফাঁক করল দরজাটা। জোরাল হয়ে গন্ধটা নাকে এসে ধাক্কা দিল এবার। কসাইয়ের দোকানে এ ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়।

দরজাটা অর্ধেকখানি খুলে থমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করল ও, তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ে পেছনে চট করে লাগিয়ে দিল ওটা। টর্চের আলোয় লাইট সুইচটা খুঁজে পেয়ে জ্বালল রানা।

সুসজ্জিত, পরিপাটী বেডরুমটার চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও, পিস্তলের ট্রিগারে তৈরি ওর আঙুল। ঘরটায় জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। ঘুরে দাঁড়াল ও এবং তালায় চাবি মারল। কোন সুযোগ নিতে রাজি নয় সে। এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল রানা।

কোন মেয়ে থাকে এখানে বোঝাই যাচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর মেয়েদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহাল আছে। বিছানাটা ছোট, এবং বড়সড় একটা নাইটড্রেস কেস বালিশের ওপর পড়ে আছে শণের মত চুলওয়ালা পুতুলের আকৃতি নিয়ে।

ওয়ার্ড্রোবটার কাছে গিয়ে ভেতরটা লক্ষ করল রানা। পেগ থেকে ঝুলছে একটামাত্র কস্টিউম। আর কিছু নেই। থাকার দরকারও নেই; কারণ এ ড্রেসটা পরেই ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল মেরী রেটন।

চিন্তামগ্ন রানা ড্রেসটা স্পর্শ করে কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতে চাইছে মেরী রেটনকে। কস্টিউমটা কাবার্ড থেকে বের করে বিছানায় ছুঁড়ে দিল ও। চেস্ট অভ ড্রয়ারের কাছে যখন হেঁটে গেল পায়ে যেন নতুন জোর এসে গেছে ওর। টপ ড্রয়ারে পাওয়া গেল মেরী রেটনের সেই ছোট্ট হ্যাটটা। ওটাও ছুঁড়ে দিল রানা বিছানার ওপর। আরেকটা ড্রয়ার থেকে বেরোল দলা পাকানো অন্তর্বাস, সাসপেন্ডার গার্ডল, স্টকিং ও জুতো। সবগুলো জিনিসই নিক্ষিপ্ত হলো বিছানায়। রানা এরপর গেল ড্রেসিং টেবিলটার সামনে, আয়নার নিচের খুদে দেরাজটা টান দিতেই খুলে গেল। ভেতরে গুঁজে রাখা হয়েছে মেয়েটির হ্যান্ডব্যাগ। টেনেটুনে বের করে, ওটা হাতে নিয়ে বিছানায় এসে বসল ও। খোলা তালুর ওপর ব্যাগটা ঠুকছে রানা, তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রয়েছে কার্পেটের দিকে। মোটেও পছন্দ হচ্ছে না ওর এসব গোলমেলে ব্যাপার।

ব্যাগটা খুলে বিছানার ওপর উপুড় করল ও। মেয়েরা সাধারণত যেসব জঞ্জাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে সমস্ত জিনিসই ছড়িয়ে পড়ে ছোট্ট, করুণ একটা স্তূপের সৃষ্টি হলো। গাদাটা আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে ব্যাগটার ভেতর আবার চোখ রাখল ও। দেখার মত কিছুই ওটায় নেই। ভেতরে দু'আঙুল ভরে লাইনিংটা চিরে দিল রানা। ব্যাগের নিচে কোঁকড়ানো অবস্থায়, হয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, নয়তো ফাঁক গলে চলে গেছে, এক টুকরো কাগজ। ওটা মেলে ধরে চাইল রানা। নোটপেপারের একটা শীটে বড় বড় হস্তাক্ষরে অযত্নে লেখা একটা চিঠি। ভাষাটা এরকম:

কী ওয়েস্ট

প্রিয় মেরী,

চিন্তা কোরো না। নেলসন কথা দিয়েছে সাহায্য করবে আমাকে। রোহাস এখনও কিছু জানে না। আমার ধারণা সব এখন ঠিক হয়ে যাবে

চিঠিতে কারও সই নেই।

কাগজটা সযত্নে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিল রানা। রাজ্যের ভাবনা জড় হচ্ছে ওর মাথায়। কী ওয়েস্ট এবং ওই দুই কিউবান। কিছু একটা যোগসূত্র যেন আঁচ করতে পারছে ও। উঠে পড়ল রানা এবং গোটা ঘরটা তল্লাশী করল সুচারুভাবে। কিন্তু আর কিছু পাওয়া গেল না। এবার দরজার তালা খুলল ও, বাতি নিভিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল প্যাসেজে।

সন্তর্পণে হেঁটে বাঁয়ের রুমটায় ঢুকে পড়ল ও। টর্চের আলোয় দেখল বিশাল এক বাথরুম এটা। জানালার পর্দা টাঙানো রয়েছে নিশ্চিত হতে হাত বাড়াল লাইট সুইচের দিকে। কেমন একটা পচা গন্ধে গা গুলোতে লাগল ওর। কিসের গন্ধ ওটা বুঝে গেছে রানা, মনের ওপর জোর খাটিয়ে আলো জ্বালতে হলো ওকে। একবার ঝলসে উঠে নিভে গেল আলো, ও পরম সতর্কতায় পরমুহূর্তে সুইচ অফ করে দেয়ায়।

দিনান্তের কসাইখানার মতন দেখিয়েছে বাথরুমটাকে হঠাৎ আলোয়। বাথটা দেয়ালের লাগোয়া এবং একটা ছোপ ছোপ রক্তমাখা শীট দিয়ে ঢাকা। দেয়ালে, বাথের পাশে মেঝেতে রক্তের দাগ। একটা টেবিল রয়েছে বাথের গায়ে এবং সেটার ওপরও একটা রক্তাক্ত তোয়ালে পড়ে আছে। রানা দেখতে পেয়েছে কি যেন ঢাকা পড়ে রয়েছে ওটার নিচে।

নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে, মুখটা ফ্যাকাসে ও দৃঢ়। ধীর একটা কদম সামনে বাড়াল ও, তোয়ালের নিচে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে ওটাকে ফেলে দিল টেবিল থেকে। টেবিল থেকে গড়িয়ে ওর পায়ের কাছে পড়ল মসৃণ, সাদা একটা হাত।

চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে সর্বাঙ্গে টের পেল রানা। মুখে উঠে আসা টক পানিটুকু গিলে ফেলল ও। হাতটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল ও, কিন্তু ওটা ছোঁবার ইচ্ছে জাগল না মনে। হাতটা সরু ও লম্বা, নখগুলো সযত্নে ম্যানিকিওর করা। কোন সন্দেহ নেই এটা একটা মহিলার হাত। মৃত্যুর গন্ধে বমি বমি ভাব জাগছে রানার, বাথের কাছে গিয়ে শীটটা টেনে সরাল ও।

এধরনের নৃশংসতা কিংবা আকস্মিক মৃত্যু নতুন কিছু নয় ওর কাছে, কিন্তু তারপরও প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়েছে ও। এতখানি লাগার কারণ মেয়েটিকে চিনত রানা। মেয়েটি সাহায্যের জন্যে এসেছিল ওর কাছে। এই তো, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও জলজ্যান্ত একটা মানুষ ছিল বেচারী।

বাথে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটা বলে দিল ভুল হয়নি রানার। পিঠময় ছড়িয়ে থাকা অত্যাচারের দাগগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও।

শীটটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এল রানা। দরজাটা আলগোছে লাগিয়ে ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। একটা ড্রিঙ্কের জন্যে আইঢাই করছে মনটা। ওখানে দাঁড়িয়ে রইল ও—ফাঁকা লাগছে হৃদয়টা—প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত। এবার রুমালে মুখ মুছে নিয়ে পা চালিয়ে চলে এল সিঁড়ির গোড়ায়।

কোয়ার্ককে বিষয়টা জানানো দরকার। কিন্তু তার আগে ওই কিউবান দুটোকে মুঠোবন্দী করতে হবে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইতিকর্তব্য ভেবে নিল ও।

লাশটা পাচার করার জন্যে অবশ্যই ফিরে আসবে ওরা।

চোখজোড়া সরু হলো রানার। এখন ওর কাজ হচ্ছে লোক দুটো না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা, এবং তারপর সর্বশক্তিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। কোয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে ফোনের খোঁজ করবে নাকি পুরো ব্যাপারটা একাই সামলাবে ভেবে ওঠার আগেই, শুনতে পেল রাস্তায় একটা গাড়ি ঘ্যাঁচ করে এসে থামল এবং পরক্ষণে কানে এল গাড়ির দরজা লাগানোর শব্দ।

পা টিপে টিপে বেডরূমে ফিরে এল রানা, হাতে এসে গেছে .৩৮। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে দরজাটা ইঞ্চি কয়েক ফাঁক করে রাখল ও।

ফ্রন্ট ডোর খুলতে ও বন্ধ হতে শুনল রানা। তারপর একটা বাতি জ্বলে উঠল হলে। একটুখানি বেরিয়ে এসে ব্যানিস্টারের ওপর দিয়ে উঁকি মারল ও। হলে দাঁড়িয়ে দুই কিউবান। উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাদের, উৎকর্ণ। রানা যেমন ছিল নিথর দাঁড়িয়ে রইল। পরস্পর চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখল ও লোক দুটোকে। এবার বামন দ্য গ্রেট তার সঙ্গীর উদ্দেশে কি যেন বিড়বিড় করতে সে তার কেসটা নামিয়ে রেখে দৌড়ে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। মাথা নামিয়ে পিছে সরার অবকাশ পেল না রানা লোকটা এত দ্রুত পৌঁছে গেছে বলে।

সিঁড়ির বাঁক ঘুরতেই রানাকে দেখে ফেলেছে কিউবান এবং তার হাত উড়ে গেছে কোটের ভেতরে। পরপর তিনবার গুলি করল রানা লোকটার উরু ও পা লক্ষ্য করে। নিস্তব্ধ বাড়িটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল গোলাগুলির প্রকট শব্দে। কিউবান লোকটার শ্বাস আটকে যাওয়ার শব্দ পেল রানা, হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে বিচিত্র ভাষায় কাতরাচ্ছে সে। রক্তাক্ত।

এক লাফে সামনে বাড়ল রানা, আহত লোকটাকে এক পাশে সরিয়ে, ফ্লাইং হেড দেয়ার ভঙ্গিতে ডাইভ দিল সিঁড়ির ওপর থেকে।

বাঁটকু পালাবার সুযোগ পেল না। পিস্তলের গুলির আচমকা শব্দে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল সে, এবং হাত অবচেতনভাবে হিপে চলে গেলেও, পা নড়াতে পারল না ও।

গোলার মতন উড়ে গিয়ে পড়ল লোকটার গায়ে রানার দীর্ঘ দেহটা। মেঝেতে, কিউব্যানটাকে নিচে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা। বেঁটে বাহাদুর একবার কেবল প্রাণভয়ে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ছাড়তে পেরেছিল কিছু একটা ভেসে আসতে দেখে, তার পরপরই রানা পেড়ে ফেলেছে ওকে।

প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে মাথা ঘুরে ওঠায়, দু'মুহূর্তের জন্যে কিউবানটাকে নিয়ে তেমনি পড়ে রইল রানা। হাত থেকে ছিটকে চলে গেছে পিস্তল। রীতিমত কসরত করে হাঁটুতে যখন ভর দিতে পারল, আবছাভাবে টের পেল দু'বাহুর খোঁচানো ব্যথাটা।

কিউবান লোকটা অনড়। রানা সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে নাড়া দিল ওর পাঁজরের পাশে। প্রতিপক্ষের মাথার বেকায়দা ভঙ্গি দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা। ঘাড় মটকে গেছে লোকটার, ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

হাঁটু ভেঙে বসে রানা বেঁটের পকেটগুলো হাতড়ে হাতড়ে দেখল, কিন্তু খুঁজে পেল না কিছু। এবার একটা সুটকেসের ভেতরটা পরীক্ষা করল, ফাঁকা।

সুটকেসের লাইনিঙে রক্তের ছোপ লক্ষ করে নিশ্চিত হলো মেরী রেটনের মৃতদেহ এরা ভাগে ভাগে পাচার করছিল।

পিস্তলটা খুঁজে নিয়ে সন্তর্পণে ওপরে উঠে এল রানা। আহত কিউবানটা নিস্পন্দ, সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে। এক কোণে দ হয়ে পড়ে রয়েছে সে, ঝুলে পড়েছে মুখটা, দেখা যাচ্ছে দাঁত। পাগলা কুত্তার মতন দেখাল ওকে রানার চোখে। ওর দেহে ত্বরিত একটা তল্লাশী চালিয়ে কিছু পেল না, রানা নেমে এল নিচে। এখান থেকে যত শীঘ্রি সম্ভব সরে যেতে চায় ও। আরও লোকজন থাকতে পারে এদের, হয়তো এসে পড়বে যে কোন মুহূর্তে। হলঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিল রানা, ফ্রন্ট ডোর খুলে বেরিয়ে এল রাতের অন্ধকারে।

গাড়িটা তখনও অপেক্ষা করছে বাইরে। ভেতরে কেউ নেই ওটার, কিন্তু রানা ওটাকে ঘাঁটাল না। ছায়ার আড়াল নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে এখন ও, ফুলটন স্ট্রীটে জনতার ভিড়ে মিশে যাওয়ার পরই কেবল অস্বস্তি বোধটা দূর হলো ওর।

ট্যাক্সি ধরে অফিসে ফিরে এল রানা। সংক্ষিপ্ত রাস্তাটুকুতে মনে মনে একটা প্ল্যান ছকে ফেলেছে ও। এলিভেটরে চড়ে পঞ্চম তলায় উঠে এসে, প্যাসেজ ধরে দ্রুত পা চালাল অফিসের দিকে।

অফিসে আলো জ্বলতে দেখে ঢোকার আগে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ও। তারপর, পিস্তলে হাত রেখে, দরজার হাতল ঘুরিয়ে প্রবেশ করল ভেতরে।

টেলিফোন সামনে নিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসে রয়েছে রিয়া। তন্দ্রা টুটে গেলে যেমন হয়, মাথাটা ঝাঁকি খেল ওর।

'বাসায় যাওনি কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

টেলিফোনটার প্রতি ভ্রূ দেখাল রিয়া। 'ও ফোন করতে পারে ভেবে,' ঠাণ্ডা সুরে বলল।

ক্লান্ত শরীরে ওর পাশে ধপ করে বসে পড়ল রানা।

'মাসুদ ভাই, আমি সত্যিই দুঃখিত—'

'আরে ধ্যেত,' ওর হাত চাপড়ে বলল রানা। 'আমাকে খুঁচিয়ে দিয়ে ঠিক কাজটাই করেছ তুমি। নানা ঘটনা এখন ঘটতে লেগেছে। ওই দুই কিউবান মেরী রেটনকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। লাশ সরানোর সময় ওরা ধরা পড়েছে আমার হাতে। একটা মারা পড়েছে, আরেকটা অজ্ঞান। দাঁড়াও, আমার কথা শেষ হোক। পুলিসকে এতে জড়ানো চলবে না। এটা আমার আর যে এসব ঘটাতে শুরু করেছে তার পার্সোনাল ক্ল্যাশ। ওই গুণ্ডা দুটো তার হাতের পুতুল। ওগুলোকে মশা-মাছি বলতে পারো। এটা দেখো।' মেরীর ব্যাগে খুঁজে পাওয়া চিঠিটা রিয়াকে দিল ও।

চিঠিটা আগাগোড়া পড়ল রিয়া। মুখের চেহারা ঈষৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও এমনিতে সংযতই দেখাল ওকে। 'কী ওয়েস্ট?' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিছু মনে পড়ে?'

রিয়া হতভম্ব।

'মেয়েটা বলেছিল ওর বোনকে খুঁজে দিতে। বলেছিল কোথায় আছে বোনটা জানে না সে। আমাকে কী ওয়েস্টের কথা বলল না কেন? কেমন যেন ফাঁদের

মত লাগছে না? কেসটা বড়ই অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে।'

'আরও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েটা তেরো বাঙালীর কথা বলে গেছে এবং মাত্র ক'দিন আগেই কী ওয়েস্টে ড্রাগ বিক্রি করতে গিয়ে এক বাঙালী মারা পড়েছে।' এক নিঃশ্বাসে বলে গেল রানা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে সায় জানাল রিয়া। 'কে এই রোহাস?' বলল ও। চিঠিটা পড়ল আবারও। 'আর নেলসনই বা কে?'

মাথা নাড়ল রানা। চোখের দৃষ্টিতে কঠোরতা ফুটে উঠেছে ওর। 'জানি না, কিন্তু শিগগিরিই বের করে ফেলব। এই রহস্যের কিনারা করতে যা যা লাগে সব করব আমি।'

টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করল ও। লাইন যুক্ত হওয়ার ফাঁকে বলল, 'ইনস কতটা সাহায্য করতে পারে দেখি।'

টুপ্ করে একটা শব্দ হলো লাইনে। রানা বলল, 'ইনস?' অপেক্ষা করে আবার বলল, 'বলো রানা ফোন করেছে। জলদি ধরতে বলো। বলবে দেরি করলে এক লাথে ওর পোঁদ ফাটিয়ে দেব।' আবারও অপেক্ষা করতে লাগল ও, ডেস্কের পায়ায় ক্রমাগত লাথি মেরে চলেছে ওর ডান পায়ের জুতো। একটু পরেই ইনসের গর্জন শোনা গেল ওপ্রান্তে।

'হয়েছে, হয়েছে,' বলল রানা। 'তোমার খেলার নিকুচি করি। ব্যাপারটা জরুরী। কী ওয়েস্টে কন্ট্যাক্ট করতে পারি এমন লোক খুঁজছি আমি। তুমি ওখানকার কাউকে চেনো? এমন কেউ যার যোগাযোগ আছে প্রভাবশালীদের সাথে।'

'কী ওয়েস্ট?' ঘাউ করে উঠল ইনস। 'কী ওয়েস্টের কাউকে আমি চিনি না।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার। 'তাহলে কে চেনে খোঁজ নাও। এক্ষুণি ফোন করবে। অপেক্ষা করছি আমি।' ক্রেডলে সশব্দে আছড়ে পড়ল রিসিভার।

'তুমি ওখানে যাচ্ছ নাকি?' জানতে চাইল রিয়া।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জায়গাটা বহু দূর হলেও আমার ধারণা, রহস্যের সমাধান ওখানেই আছে। আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু নিজের চোখে দেখতে যাচ্ছি আমি।'

উঠে দাঁড়াল রিয়া। 'আমি যাচ্ছি তোমার সাথে?'

'তুমি আপাতত এখানেই থাকছ। দরকার মনে করলে আমি খবর দিয়ে নিয়ে যাব। এ মুহূর্তে তুমি এখানে থাকলেই সুবিধে। কোয়ার্ককে তোমার সামলাতে হবে। ওকে বোলো ক'দিনের জন্যে শহরের বাইরে গেছি আমি, কিন্তু কোথায় তুমি জানো না।'

'আমি তাহলে তোমার হোটেলে গিয়ে ব্যাগ গুছাইগে।'

খুশি মনে সম্মতি দিল রানা।

রিয়া চলে গেলে, রেফারেন্স শেলফ থেকে প্যান আমেরিকান এয়ার টাইম টেবিলটা নিয়ে বসল রানা। ১২.৩০ মিনিটে একটা ফ্লাইট আছে ফ্লোরিডায়। রিস্টওয়াচে এক ঝলক চাইল ও। এগারোটা পাঁচ। ইনস শিগগিরি ফোন করলে

টায়ে টায়ে হয়তো ধরতে পারবে ওটা।

ডেস্কের পেছনে এসে বসল ও। ফোনের জন্যে বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। ছোঁ মেরে তুলে নিল ও রিসিভারটা।

'তোমার দরকার জন টেলরকে,' বলল ইনস। 'সবখানে একটা করে আঙুল ভরে রেখেছে সে। তবে আগেই বলে রাখি, রগচটা লোক, হুঁশ করে কথাবার্তা বোলো।'

'কথাটা আমার সম্পর্কেও ওকে জানিয়ে রেখো,' বিরস কণ্ঠে বলল রানা। 'ব্যবস্থা করে ফেলো, ইনস। বলে দাও মরিস রেনর পরের প্লেনে আসছে। আর শোনো, আমার পরিচয় যেন কিছুতেই ফাঁস না হয়।'

'নো চিন্তা, ডু ফুর্তি, বস্,' খোশমেজাজে বলল ইনস। ফোন রেখে দিল ও।

আজব লোক এই পল ইনস, মনে মনে বলল রানা। লোকটার মধ্যে ফালতু কৌতূহল নেই, একবারও জিজ্ঞেস করল না কী ওয়েস্টে ও কেন যাচ্ছে কিংবা কিউবানদের ব্যাপারে কি করল না করল। এ জন্যেই তো ওকে এত পছন্দ করে রানা।

আরেকটা ফোন করল রানা। 'রিয়া?' বলল ও। 'একটু জলদি প্যাক করো। সাড়ে বারোটার প্লেন ধরছি আমি। যত তাড়াতাড়ি পারো এয়ারপোর্টে চলে এসো।' এবার ফোন করল ডি.এ. অফিসে। ব্রুকলীন ওয়ের ঠিকানা দিয়ে, আড়াইখানা লাশের খবরটা সংক্ষেপে কোয়ার্ককে জানিয়ে, খটাস করে রেখে দিল রিসিভার। লোকটার চোখ দুটো রসগোল্লা হয়ে গেছে কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল ও।

একটানে একটা দেরাজ খুলল রানা, চেক বইটা বের করে চট জলদি পাঁচটা ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করল। হ্যাট ও কোট পরে রুমের চারদিকে চিন্তান্বিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, দরজাটা সশব্দে লাগিয়ে দিল পেছনে।

দুই

নটার দিকে কী ওয়েস্ট পৌঁছল রানা। কাছে একটা হোটেলে চেক ইন করে, শাওয়ার নিয়ে বিছানায় গেল ও। মাথার ওপর ফ্যানের একঘেয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজটা ঘুমপাড়ানি গানের কাজ করল।

দু'ঘণ্টার ছোট্ট একটা ঘুমের পর টেলিফোনের ঝনঝন শব্দে জেগে গেল ও। 'গুড মর্নিং,' বলল টেলিফোনটা। অরেঞ্জ জুস, টোস্ট ও এক বোতল স্কচের অর্ডার দিল রানা ওপ্রান্তের কণ্ঠস্বরটাকে।

সাড়ে এগারোটার দিকে হোটেল ত্যাগ করল ও, রুজভেল্ট বুলেভার্ড ধরে দক্ষিণ দিকে হেঁটে চলল। প্রতিটি মুহূর্ত গরমের চিন্তা মাথায় ঘুরছে ওর। এশহরে বেশিদিন থাকতে হলে, ভাবছে ও, গরমের হাত থেকে বাঁচার একটা না একটা

ব্যবস্থা করতেই হবে।

এক পুলিসম্যানকে থামিয়ে জন টেলরের ঠিকানা জানতে চাইল ও।

লোকটা ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল ওর দিকে। 'নতুন নাকি?'

'না, শহরের সবচেয়ে প্রাচীন বাসিন্দা আমি,' বলল রানা। 'তাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনি জানেন কিনা দেখলাম,' পা চালিয়ে এগিয়ে গেল ও, এবং সাবধান করে দিল নিজেকে। দাবদাহ ইতোমধ্যেই পেয়ে বসেছে ওকে, মেজাজ খুইয়ে বসলে মুশকিল হতে পারে।

টেলরের জয়েন্টটা জানা গেল এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ থেকে। তথ্য ও ভদ্র আচরণ দুটোই পেল রানা। ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানাল ও, এবং তারপর ধন্যবাদটাকে ফক্কা করে দিল ক্যাবটা ভাড়া না করে। ওখানে পৌঁছে দেবে ওকে প্রস্তাব করেছিল ড্রাইভার—মাত্র দুই ডলার দিতে হবে। রানা বলল হাঁটতেই ভাল লাগবে ওর। তারপর কানে তুলো গুঁজে পা বাড়াল, যেন ড্রাইভারটির কণ্ঠের মধুবর্ষণ কর্ণগোচর না হয়।

পা ব্যথা হয়ে গেল ওর ফ্ল্যাগলার এভিনিউ পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে। গনগনে উনুনের ভেতর দিয়ে যেন এতক্ষণ হাঁটছিল ও। ফ্ল্যাগলার ও থম্পসনের এক কোণে হাল ছেড়ে দিয়ে ক্যাব ডাকল রানা। ভেতরে জুত করে বসে, জুতো খুলে পা দুটোকে একটু ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ দিল ও। জুতো খুলেছে কি খোলেনি ক্যাবটা ধাবমান ট্রাফিক ঠেঙিয়ে ছোট্ট একটা দোকানের সামনে ঘ্যাচ করে থেমে পড়ল।

ঘাড় কাত করে তাকাল ড্রাইভার। 'এসে গেছি, বস্।'

জুতোয় পা গলাল রানা। ট্রাউজারের পকেটে গরম হয়ে ওঠা ডান হাতটা ঢুকাতে বেগ পেতে হলো ওকে। ড্রাইভারকে দু'ডলার ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল ও ক্যাব থেকে। দোকানটা অসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জানালাগুলো রোদ পড়ে ঝিলিক মারছে। ডান দিকের জানালাটায় দাঁড় করিয়ে রাখা একটা ছোট্ট সাদা কফিন। জানালার পেছনটায় কালো রঙের ভারী পর্দা ঝুলছে। কফিনটাকে আশ্চর্য নিঃসঙ্গ মনে হলো রানার চোখে। ছোট্ট একটা ইজেলে দাঁড়ানো কার্ডটা পড়ল ও।

ঈশ্বর আপনার শিশুকে ডেকে নিয়েছেন?

তাহলে দুঃখী বাবা-মারা আমাদের কাছে চলে আসুন।

ভাল লোকের কাছেই পাঠিয়েছে ইনস, মনে মনে বলল রানা। অন্য জানালাটার কাছে গিয়ে সেটাও পরীক্ষা করল ও। এটাও পুরু কালো পর্দায় ঢাকা, এবং একটা সাদা পেডেস্টালে দাঁড়িয়ে আছে রূপালী একটা শবাধার। কার্ডে খোদাই করা ছোট্ট লেখাটা, 'মাটি থেকে মাটিতে,' আকৃষ্ট করল রানাকে।

পিছিয়ে এসে দোকানের মাথায় টাঙানো সাইনবোর্ডটা পড়ল ও:

জন টেলরস ফিউনেরাল পার্লার।

'ভাল, ভাল,' মনে মনে আওড়াল। 'খাসা জায়গা।'

দোকানে প্রবেশ করল ও। দরজা খুলতেই ইলেকট্রিক বাযার চালু হয়ে গেছে, এবং দরজা বন্ধ করতেই সেটা থেমে গেল। দোকানের ভেতরটা আরও

আকর্ষণীয়। ছোট একটা কাউন্টার সুষম দু'ভাগে ভাগ করেছে কামরাটাকে। লালচে-সাদা একটা ভেলভেটের কভারে মোড়া কাউন্টারটা। মোলায়েম লাল কার্পেটের এখানে ওখানে কটা গদি আঁটা কালো চেয়ার। ঘরটার বাঁ পাশে, প্রকাণ্ড এক কাঁচের ক্যাবিনেটে অসংখ্য মিনিয়েচার কফিন ঠাসা; সোনা থেকে নিয়ে পাইন কাঠ পর্যন্ত কল্পনাসাধ্য প্রতিটি উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো।

ডানদিকে লুকানো আলোয় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আলোকিত করা হয়েছে একটা ছ'ফুটী ক্রুসিফিক্স। দেহটা এতই রিয়েলিস্টিক যে চমক খেয়ে গেছিল রানা। ওর মনে হলো কোন গির্জায় ভুল করে ঢুকে পড়েছে বুঝি।

কাউন্টারের পেছনে লম্বা লম্বা পর্দা ঝুলছে; সাদা, কালো, গাঢ় লাল নানা রঙের। দোকানে কাউকে দেখা গেল না। ক্যাবিনেটটার কাছে গিয়ে কফিনগুলো লক্ষ করল রানা। স্থায়ী বাসস্থান হিসেবে সোনার তৈরি কফিনটা অপূর্ব হাতের কাজ, মনে মনে স্বীকার করল ও।

পর্দার পেছন থেকে এসময় ছায়ার মতন উদয় হলো এক মহিলা। কালো সিল্কের আঁটো পোশাক, সাদা কলার ও কাফস পরনে তার। একমাথা সোনালী চুল মহিলার, প্রকাণ্ড মুখটা রং লেপনের ফলে রীতিমত রক্তবর্ণ। রানার দিকে চেয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল সে। 'আরিব্বাপ, দেখার মতন জিনিসই বটে তুমি,' তারিফ করল রানা; মনে মনে।

'আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি, বলুন?' নিচু, ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বলল মহিলা।

চিবুক চুলকে নিল রানা। 'আপনারা এই বাক্সগুলো বিক্রি করেন?' বলল ও, বুড়ো আঙুল উল্টে ঝাঁকাল কাঁচের কেসটার উদ্দেশে।

চোখের পাতা কেঁপে গেল মহিলার। 'হ্যাঁ, করি তো,' বলল। 'এগুলো স্রেফ মডেল, বুঝতেই পারছেন। কোনটা চাই আপনার?'

মাথা দোলাল রানা। 'একটাও না,' বলল। 'জাস্ট কৌতূহল।'

সন্দেহের চোখে ওর দিকে তাকাল মহিলা।

'টেলর আছে?' বলে চলল রানা।

'আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছেন?'

'তাই তো বললাম মনে হলো। বলবেন মরিস এসেছে।'

'দেখি,' বলল মহিলা, 'উনি এ মুহূর্তে খুব ব্যস্ত।'

পর্দার ওপাশে চলে যেতে দেখল ওকে রানা। মহিলার হাঁটার ভঙ্গিটা মাশাল্লা সত্যিই দুর্দান্ত, প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর চোখে।

একটু পরে ফিরে এসে বলল মহিলা, 'আসুন।'

পর্দার পেছনে মহিলাকে অনুসরণ করে অল্প ক'ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হলো রানাকে। মিষ্টি একটা সেন্ট মেখেছে মহিলা, সিঁড়ির অর্ধেকখানি উঠে কথাটা তাকে জানাল রানা। কাঁধের ওপর দিয়ে ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল সে। ঝকঝকে সাদা দাঁত। অনায়াসে টুথপেস্টের মডেল হতে পারবে। 'কি করা উচিত এখন আমার?' বলল মহিলা। 'যদি বলেন তো মুখখানা লাল করে তুলি?'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল রানা। 'কোন মেয়েকে সুন্দর লাগলে সেটা জানানো আমি কর্তব্য মনে করি,' বলল ও।

একটা দরজা ইঙ্গিত করল মহিলা। 'উনি ভেতরে আছেন,' জানাল। তারপর সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আপনার রুচির প্রশংসা করছি।' নিচে নেমে গেল ও, লম্বা লম্বা ফরসা আঙুল বুলোচ্ছে সোনালী চুলের গোছায়।

টাইটা ছুঁলো রানা। মৃদু হেসে দরজার হাতল ঘুরাল, পা রাখল ভেতরে।

ওয়র্কশপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় রুমটা পরিষ্কার বোঝা গেল। লাইন বেঁধে চারটে কফিন দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসলের ওপর। টেলর পিতলের প্লেট স্ক্রু মেরে লাগাচ্ছে একটা কফিনের গায়ে।

পুরু কাঁচের স্টীল রীমের চশমা পরা বেঁটে কালো লোক এই টেলর। বিবর্ণ একজোড়া ক্লান্ত চোখ কোটর থেকে পিটপিট করে চাইছে রানার দিকে।

'আমি রেনর।'

প্লেটটা লাগানোয় মন দিল টেলর। 'তাই?' বলল ও। 'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?'

'মরিস রেনর,' পুনরাবৃত্তি করল রানা, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। 'আপনি বোধহয় আমাকে আশা করছিলেন।'

স্ক্রু ড্রাইভারটা নামিয়ে রেখে ওর দিকে চাইল টেলর। 'তা করছিলাম,' বলল ও, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে যেন। 'তা করছিলাম। চলুন, আমরা ওপরে গিয়ে কথা বলি।'

রানাকে পেছনে নিয়ে, আরেক সারি সিঁড়ি ভেঙে একটা কামরায় উঠে এল টেলর। রুমটা যেমন প্রকাণ্ড তেমনি ঠাণ্ডা। মস্ত দুটো জানালা ছোট্ট এক ব্যালকনির দিকে মুখ করে খোলে। একটা জানালা দিয়ে মেক্সিকান গালফ দেখতে পেল রানা।

'বসুন। চাইলে কোট খুলে ফেলতে পারেন,' বলল জন টেলর।

রানা কোট খুলে শার্টের হাতা গুটিয়ে দিল। জানালার পাশে বসেছে ও

'ড্রিঙ্ক চলবে তো?' টেলর শুধাল।

'শিয়োর।'

ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করে টেলর বসার পর, রানা কথা পাড়ার মওকা খুঁজতে লাগল। জানে ও এই বেঁটে লোকটির সঙ্গে বুঝে-সমঝে এগোতে হবে। একে কতদূর বিশ্বাস করা যায় নিশ্চিত নয় ও। লোকটার ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হয়ে কোন লাভও অবশ্য নেই।

শেষমেষ বলল ও, 'আমাকে কদ্দূর সাহায্য করতে পারবেন আপনি?'

মোটা দুর্বল আঙুলে গেলাসে টোকা দিচ্ছে টেলর। খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে মনে হলো। 'যদ্দূর সম্ভব,' বলল ও। 'আপনি তো তাই চান, ঠিক কিনা?'

'আমি এখানকার বিগবয়দের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই,' একটু খোলসা করল রানা। 'নিউ ইয়র্ক আমার জন্যে বেশি গরম হয়ে উঠেছিল।'

'তার ব্যবস্থা করা যাবে,' সহজ কণ্ঠে বলল টেলর। 'গার্ডনার বলেছে আপনি ভাল লোক এবং আপনাকে আমার সাহায্য করতে হবে। গার্ডনার আমার বন্ধু মানুষ, অনেক উপকার করেছে; তার জন্যে আমি আমার সাধ্যমত করব।'

রানা অনুমান করল গার্ডনারের সঙ্গে নিশ্চয়ই ইনসই যোগাযোগ করেছিল।

'কত দিতে হবে আপনাকে?' শুকনো কণ্ঠে বলল রানা।

খানিকটা আহত দেখাল টেলরকে। 'কিছু দিতে হবে না,' সোজা সাপ্টা জবাব দিল ও। 'গার্ডনার বলেছে "রেনরকে সাহায্য করো," এবং সেটুকুই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

চেয়ারে কাত হয়ে বসল রানা। বেঁটে লোকটার আন্তরিকতা দেখে একটু হতভম্ব বোধ করছে সে।

'খুব ভাল,' দ্রুত বলল ও। 'আমাকে ভুল বুঝো না। অনেকেরই এসব নীতি-টীতির বালাই থাকে না কিনা—'

'আমি তোমাকে বিগবয়দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি,' ওর কথা কেড়ে নিয়ে বলল টেলর। 'কিন্তু তুমি আসলে ঠিক কি চাইছ?'

কালক্ষেপণ করল রানা। তারপর বলল, 'আমি আবার টাকার মধ্যে ঢুকতে চাই। তোমার চেনা কেউ হয়তো কাজে লাগাতে পারে আমাকে।'

'গার্ডনার বলেছে অব্যর্থ লক্ষ্য হিসেবে তোমার নাকি সুনাম আছে।'

মুখের চেহারায় বিনয়ী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা। ইনসকে মনে মনে অভিশাপ দিল ও। ব্যাটা আরও কিছু প্রকাশ করে দেয়নি তো? 'এই আছে একরকম,' দায়সারা ভঙ্গিতে বলল।

'আর্চার হয়তো তোমাকে ব্যবহার করতে পারবে।'

একটা ঝুঁকি নিল রানা। 'আমার ধারণা ছিল নেলসনের দলে ঢোকাটাই সবচেয়ে লাভজনক। ও-ই তো এখানে কলকাঠি নাড়ছে?'

ধক করে হঠাৎ জ্বলে উঠল টেলরের ছলছলে চোখজোড়া। 'নেলসন? ও তো একটা শিশু।'

'মানে?'

'আর্চারের নাম শুনলেই হিসু করে দেয়। ওর দলে ভিড়ে কোন উন্নতি হবে না তোমার। দক্ষিণ পর্যন্তই ওর যত জারিজুরি।'

নেলসন একটা ফালতু লোক জানা হলো রানার। আবারও চেষ্টা করল ও। 'আমাকে অবাক করলে তুমি। আমি শুনেছিলাম নেলসন শহরের বিগবয়দের একজন।'

ঘাড় লম্বা করে মেঝেতে ঘৃণাভরে থুথু ফেলল টেলর। 'পাগল,' বলল ও।

'আর্চার কে?'

খোশমেজাজ ফিরে পেল আবার টেলর। 'ও-ই তো আসল লোক। রোহাস তোমার একটা না একটা ব্যবস্থা করেই দেবে।'

রানার হাত থেকে খানিকটা স্কচ ছলকে পড়ে গেল। 'ওর নাম কি আর্চার রোহাস?'

সায় জানাল টেলর। 'শহরটা ওর হাতের মুঠোয়।' বলতে গিয়ে নিজের

অজান্তেই খুদে ডান মুঠোটা পাকিয়ে ফেলেছে ও। 'বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বেশ,' বলল ও, 'তোমাকে আমার গাইড মানলাম।'

টেলর উঠে দাঁড়িয়ে গেলাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'অল্প একটু কাজ বাকি আছে আমার, তারপর ওদের সাথে দেখা করতে যাব আমরা। তুমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করো। যে গরম পড়েছে অযথা ঘোরাফেরার কোন অর্থ হয় না।'

ও চলে গেলে, রানা চোখ বুজে মাথা খেলাতে লাগল। রহস্যের ঢাকনা খুলতে লেগেছে ও যতটা ভেবেছিল তার চাইতেও দ্রুতগতিতে। এখন কেবল সাবধানে পা ফেলে যাওয়া।

হঠাৎ সামান্য দমকা বাতাস গায়ে লাগতে চোখ খুলল ও। স্বর্ণকেশী ঘরে এসেছিল এবং এখন আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিচ্ছে। তালায় চাবি ঘুরানোর শব্দ পেল রানা।

টেলর যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটা থেকে রানা দোল খাইয়ে নামিয়ে আনল পা, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল।

'বসে থাকো,' বলল স্বর্ণকেশী, এগিয়ে এল। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

বসে পড়ল রানা আবার। 'নাম কি তোমার, হানি?' বলল ও, সময়ক্ষেপণ করছে।

'হেলগা,' বলল মহিলা। 'ব্লন্ডি বলে ডাকে সবাই।'

'চমৎকার নাম, ব্লন্ডি,' বলল রানা। 'তা তোমার মতলবখানা কি?'

টেলরের চেয়ারে বসল মহিলা। 'তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও,' গলা খাদে নামিয়ে বলল ও। 'এ শহরে আমদানী করা টাফ গাই বেশিদিন টেকে না।'

ভ্রূ উঠে গেল রানার। 'কে বলেছে তোমাকে আমি টাফ গাই?'

'বলার দরকার পড়ে না। তুমি এখানে এসেছ খড়ের গাদায় আগুন দিতে, অস্বীকার করতে পারো? কিন্তু কোন লাভ হবে না। এ শহরের মস্তানরা বিদেশী কমপিটিশন সহ্য করে না। ভালয় ভালয় সরে না পড়লে ক'দিনের মধ্যেই কুকুরের পাতে উঠবে তুমি।'

কথাগুলো মর্মস্পর্শ করল রানার। 'তুমি বড় মায়াবতী মেয়ে গো,' বলল ও। 'কিন্তু তোমার কথা রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত। পেটের দায়ে এখানে কপাল ঠুকতে এসেছি আমি, এবং এর শেষ দেখে তবে যাব।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল ব্লন্ডির। 'জানতাম এটাই বলবে তুমি,' বলল ও, উঠে পড়ল। 'নিজের ভাল বুঝতে পারলে সরে পড়তে। যাকগে, সাবধান থেকো। আমি ওদের কাউকেই বিশ্বাস করি না। টেলরকে তুমিও বিশ্বাস কোরো না। দেখতে বোকাসোকা হলে কি হবে, জাত খুনী।'

চেয়ার ছাড়ল রানা। 'মনে থাকবে,' বলল। 'ও তোমাকে এখানে দেখে ফেলার আগেই কেটে পড়ো।' দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল ব্লন্ডিকে।

'তোমাকে এসব কথা বলার কারণ তুমি একজন হ্যান্ডসাম পুরুষ। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো সেটা আমি চাই না।'

মুচকি হাসল রানা, এবং ব্লন্ডির কাঁধ চাপড়ে দিল। 'আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল ও।

রানার দিকে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল ব্লন্ডি, মুখখানা তুলে ধরেছে; সুন্দরী মেয়েটিকে হতাশ করতে মন চাইল না ওর, তাই গাঢ় আন্তরিক চুম্বন করল। গলা পেঁচিয়ে ওকে আঁকড়ে ধরল ব্লন্ডি। দু'জনে ক'মিনিট থাকল ওভাবে, তারপর ওকে মৃদু ঠেলা দিল রানা।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ব্লন্ডি, হাপরের মতন ওঠানামা করছে বুক। 'ছি, ছি, এ কি করলাম আমি,' বলল সে, রক্তাভায় ছেয়ে গেছে মুখ।

কলারের ভেতর দিকটায় একবার আঙুল ঘুরিয়ে আনল রানা। 'দোষ তোমার একার নয়, ব্লন্ডি,' বলল ও। 'আমারও আছে। পালাও এখন, নইলে আবার কি করে বসি দু'জনে।'

ত্বরিত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল ব্লন্ডি। রুমাল বের করে হাত দুটো মুছে নিল রানা। এরপর ফিরে গিয়ে জানালার পাশে চেয়ারটায় বসল আবার।

রানাকে পেছনে নিয়ে ফ্ল্যাগলার হোটেলের জনাকীর্ণ লবি পেরোল জন টেলর। 'লোকটা রাজার হালে আছে,' মন্তব্য করল রানা।

এলিভেটর ডোরের সামনে থেমে অটোমেটিক বাটনে বুড়ো আঙুল দাবাল টেলর। 'সে আর বলতে,' বলল ও, 'কি বললাম তোমাকে? দলনেতা হিসেবে রোহাসই সেরা। যোগ দিলে ওর দলেই দেয়া উচিত।'

গেটের পেটা লোহার কাজ পরখ করল রানা। 'এখন বুঝতে পারছি।' বলল ও।

কেজটা নেমে এলে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। পঞ্চমতলার বোতামটা টিপে দিল টেলর, এবং খাঁচাটা ঝট করে উঠে গেল ওপরে।

'কথা যা বলার আমি বলব,' লিফট থামতে বলল টেলর। 'হয়তো তোমার কোন উপকার না-ও হতে পারে, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা তো করবই।'

মাথা দুলিয়ে বেঁটে লোকটিকে করিডর ধরে অনুগমন করল রানা। ৪৫ নম্বর রুমের দরজায় তিনবার দ্রুত ও দুবার ধীরে করাঘাত করল রানার ওস্তাদ। এটা গোপন সঙ্কেত বুঝতে বেগ পেতে হলো না ওর।

দরজা খুলে যেতে খাটোকায় এক কিউবানকে দেখা গেল, শোকরঙা স্যুট পরা লোকটা ওদের আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। শিস দেয়ার ভঙ্গিতে গোল হয়ে গেল রানার ঠোঁট, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়ে কোন শব্দ করল না।

টেলর তার মোলায়েম কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে বলল, 'কোন অসুবিধা নেই।'

কিউবান এবার ঢুকতে দিল ওদের। লোকটা দরজা লাগাতে তার হিপ পকেটের স্ফীতিটা দৃষ্টি কাড়ল রানার। সুবিশাল এক হলরুম এটা, ওদের মুখোমুখি তিনটে দরজা।

'ছেলেরা এসেছে?' প্রশ্ন করল টেলর।

সায় জানাল কিউবান। ফ্রন্ট ডোরের পাশে আর্মচেয়ারে বসে খবরের

কাগজটা আবারও টেনে নিল ও।

মাঝখানের কামরাটায় গিয়ে ঢুকল টেলর। চারজন লোক শুয়ে-বসে আছে ঘরটায়। সবার পরনে শার্ট স্লীভ এবং প্রত্যেকেই ধূমপান করছে। দেখা গেল এদের মধ্যে দু'জন খবরের কাগজের আগ্রহী পাঠক, একজন রেডিওর মনোযোগী শ্রোতা, এবং চতুর্থজন পিস্তলবাজ—পিস্তলের নল পরিষ্কারে ব্যস্ত সে। টেলরের প্রতি চকিত চাহনি বুলিয়ে সবাই তাদের নিষ্প্রাণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রানার ওপর।

পিস্তলওয়ালা ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'কে এ?' বলল। দাঁত বন্ধ রেখে কথা বলার অভিনব এক কায়দা রপ্ত করেছে লোকটা। সাদা স্যুট, কালো শার্ট ও সাদা টাই পরে রয়েছে সে। পাকানো তারের মত কালো চুল তার উলোঝুলো. হলদে-সবুজ ঠাণ্ডা চোখজোড়ায় রাজ্যের সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

'এ হচ্ছে মরিস,' বলল টেলর। 'নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে। গার্ডনার চেনে ওকে। কোন ঝামেলা নেই।' রানার দিকে এরপর ফিরল সে। 'ও হলো রিঙ্কন।'

নীরস হাসি উপহার দিল রানা। লোকটার দৃষ্টি, ভাব-ভঙ্গি পছন্দ হয়নি ওর।

নড করল রিঙ্কন। 'কি খবর,' বলল, 'এখানে অনেকদিন থাকছ?'

হাত দোলাল রানা। 'ওই লোকগুলো তোমার বন্ধু, নাকি নিছক ঘরের ডেকোরেশন পিস?'

জ্বলে উঠল রিঙ্কনের চোখ। 'কি জিজ্ঞেস করলাম, এ শহরে অনেকদিন থাকছ?'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চাইল রানা। 'প্রথমবারই শুনেছি। এ ব্যাপারে তোমার নাক না গলালেও চলবে।'

টেলর একটা হাত রাখল রানার কব্জিতে। মুখে কিছু বলল না ও, কিন্তু বোঝা গেল এটা এক নম্বর বিপদ সঙ্কেত। রানার সঙ্গে চোখে চোখে লড়াই করার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর শ্রাগ করল রিঙ্কন। 'রেডিওর পাশে ওটা রয় রামোস। ডানদিকে এডবার্গ। আর বাঁয়ে ওয়েন।'

লোক তিনটে রানার উদ্দেশে নড করল। একজনকেও বন্ধুভাবাপন্ন মনে হলো না।

রানার আচরণ একদম সহজ স্বাভাবিক। 'গ্ল্যাড টু নো ইউ,' বলল ও। 'আমি তোমাদের ড্রিঙ্ক অফার করব না। তোমরা মনে হয় ওসব ছুঁয়েও দেখো না।'

ঝট করে টেলরের দিকে ফিরে চাইল রিঙ্কন। 'এটা কি?' গর্জে উঠল ও। 'এই লাউডস্পীকারটাকে কোত্থেকে ধরে এনেছ?'

চর্বির ডিপো ওয়েন তার অকালপ্রাপ্ত টাকে হাত বুলিয়ে বলল, 'ছাইয়ের গাদায় শালাকে কুড়িয়ে পেয়েছে হয়তো।'

চোখের পলকে লোকটার কাছে হেঁটে গেল রানা। টাশ, টাশ পিস্তলের শব্দ তুলল দুটো চড়। এক লাফে সত্যিকারের পিস্তল উঠে এসেছে টেলরের হাতে 'তোমরা গোলমাল পাকিয়ো না—গোলমাল পাকিয়ো না, প্লীজ।'

টেলরের কথা গায়ে মাখবে লোকগুলো ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি রানা, কিন্তু মাখল। সবকজন লোক যেন জমে গেছে বরফের মত। খানিকটা কুঁকড়ে গেছে এমনকি রিঙ্কনও।

'চলে এসো,' রানাকে বলল টেলর। হিমশীতল কণ্ঠস্বরটার হুমকি অগ্রাহ্য করার সাহস পেল না রানা। ব্লন্ডি ঠিকই বলেছিল এ লোক জাত খুনী।

ওয়েনের কাছ থেকে সরে এসে দু'হাত পকেটে পুরল রানা।

'আমি এসব সহ্য করব না,' গুরুগম্ভীর এখন টেলরের কণ্ঠ। 'আমি যাদের এখানে নিয়ে আসি তারা আমার বন্ধু। তাদের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করা হবে সেটাই কাম্য। এর অন্যথা করতে হলে আগে বাক্সের মাপটা দিয়ে রেখো।'

হেসে উঠল রানা। 'তুমি বড় পাকা ব্যবসায়ী, জন,' বলল ও। 'যেতেও কাটো, আসতেও কাটো। নিজেই খতম করে আবার বাক্সও বেচবে। হাঃ হাঃ হাঃ...'

টেলর ওর পিস্তল সরাতে অস্বস্তি দূর হলো সবার।

মুখে জোর করা একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল রিঙ্কন। 'এই গরমে মাথার ঠিক থাকে বলো?' পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে বলল। একটা কাবার্ডের সামনে গিয়ে ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করল সে।

রিঙ্কনের কাছ ঘেঁষে বসেছে রানা। ওর ধারণা, এ-ই হচ্ছে গোটা দলের নিকৃষ্টতম সভ্য, থুড়ি অসভ্য, এবং এর সঙ্গেই মোকাবিলা করতে হবে ওকে। 'যে গরম, নিজের ওপরও ঘেন্না ধরে যায়,' শান্ত সুরে বলল ও।

রিঙ্কনের চোখ থেকে সন্দেহ তখনও দূর হয়নি। 'বাদ দাও,' বলল ও। 'এখানে এসেই যখন পড়েছ এটাকে নিজের ঘর মনে করবে।'

গেলাসের কানায় নাক ঠেকাল রানা। 'আর্চার আছে?'

চোখ ফুটল রিঙ্কনের। 'মেহমানদের সঙ্গে তার দেখা করার সময় নেই,' বলল সে। 'আমি জানিয়ে দেব খন তুমি এসেছিলে।'

গেলাসটা নিঃশেষ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। টেলর নড়ে উঠতে ইঙ্গিতে ওকে থামতে বলল। প্রত্যেককে পালা করে দেখে নিল ও। 'যাক, এখানে এসে ভালই হলো,' বলল। 'ভেবেছিলাম প্রাণবন্ত একটা দল দেখতে পাব, কিন্তু কিসের কি। তোমাদের দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। আলসে, ঢাউস বেলুন একেকটা। কল্পনার রাজ্যে আছ তোমরা, ভাবছ শহরটা পকেটে ভরে ফেলেছ। নেলসনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করব আমি। ও নাকি দক্ষিণের রাজা, ওকে কিভাবে উত্তরের সাম্রাজ্যটাও পাইয়ে দেয়া যায় দেখব আমি। তোমাদের মত লোকেদের সাথে মেলামেশার চাইতে বরং সেটাই বেশি উপভোগ্য হবে আমার জন্যে।'

কোটের ভেতর সড়াৎ করে চলে গেছে রিঙ্কনের হাত, কিন্তু টেলরের পিস্তল ইতোমধ্যেই বেরিয়ে এসেছে। 'থামো,' বলল ও।

ওরা চারজন নিথর বসে; ওদের ক্রুদ্ধ মুখগুলো দেখে হাসি পেল রানার।

'আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি,' বলল টেলর। 'আমাদেরকে ওর পছন্দ না হলে ও নিজের রাস্তা দেখবে। গার্ডনারের বন্ধু মানে আমারও বন্ধু।'

'তোমাদের সঙ্গে আবার একসময় দেখা করে যাব,' বলল রানা।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ও, পাশ কাটাল কিউবানটাকে। লোকটা উপেক্ষা করল ওকে। এলিভেটরে চড়ে সোজা নিচে নেমে এল সে।

গেটকীপারটাকে দেখে মাথায় ঘিলু আছে মনে হলো রানার। নেলসনকে

কোথায় পাওয়া যাবে তার কাছে জানতে চাইল ও, লোকটা জানাল ডুভাল স্ট্রীটে একটা অফিস আছে নেলসনের, এবং হাত-ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডেকে দিল। ওর হাতে দুটো ডলার গুঁজে দিল রানা।

দরজা মেলে ধরে ক্যাবে ঢুকতে ওকে সাহায্য করল দ্বাররক্ষক।

একটা দোকানের ওপরে নেলসনের অফিস। লম্বা এক সার সিঁড়ি ভাঙার পর ফ্রস্টেড গ্লাস-প্যানেলড দরজাটার দেখা পেল রানা। ও ভেতরে ঢুকতে, চেহারায় শেষ তিরিশের ছাপযুক্ত এক সমতলবক্ষা মহিলা টাইপরাইটারের ওপাশ থেকে সন্দেহের চোখে ওকে নিরীখ করতে লাগল।

'নেলসন আছে?' জিজ্ঞেস করে ভুবনভোলানো হাসি হাসল রানা, এতে কাজ হবে আশা করছে ও।

'উনি এখন ব্যস্ত আছেন,' বলল মহিলা। 'আপনার নামটা?'

'নাম? গিয়ে বলুন মরিস। মরিস রেনর। বলবেন আমি সেলসম্যান নই এবং তার সাথে এখুনি দেখা করাটা খুবই জরুরী।'

উঠে দাঁড়িয়ে পেছনের একটা দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল মহিলা। তাকে একটু এগিয়ে থাকার সুযোগ দিয়ে, লম্বা লম্বা দু'কদমে ধরে ফেলল রানা এবং রুমে প্রবেশ করল প্রায় একই সঙ্গে।

তামাটে গায়ের রং নিয়ে স্ফীতোদর মাঝবয়সী লোক নেলসন। চিবুকটা তার দুটোর সমান, নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মত বাঁকা। চোখ তো নয় যেন সাপের ফণা। রানাকে দেখে নিয়ে তারপর মহিলাটির দিকে হীনদৃষ্টিতে চাইল সে। 'কে এই লোক? কি চায় এখানে?' খেঁকিয়ে উঠল।

চরকির মতন ঘুরে দাঁড়াল মহিলা, রানাকে দেখে চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। 'আরি! আপনি এখানে কেন? বাইরে যান!' বলে উঠল।

মহিলার পাশ ঘেঁষে প্রকাণ্ড ডেস্কটার সামনে চলে এল রানা। নেলসনের ভেস্টে অগুনতি স্পট লক্ষ করল ও। কালো কালো নখ ও নোংরা হাত দুটোও ওর দৃষ্টি এড়াল না। টেলর ঠিকই বলেছিল। এ লোক পাতে তোলার যোগ্য নয়।

'মরিস রেনর আমার নাম,' বলল রানা। 'হাউ ডু?'

মহিলার উদ্দেশে নেলসন মাথা ঝাঁকুনি দিতে সে বেরিয়ে গেল, তীক্ষ্ণ 'কট' আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো দরজাটা। 'কি চাই তোমার?' চোখ পাকিয়ে জবাব চাইল নেলসন।

ডেস্কে দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকে এল রানা। 'আমি এ শহরে একটা ঘাঁটি চাই। রোহাসের ওখান থেকে আসছি। বনিবনা হলো না। তুমি আমার লিস্টির দু'নম্বরে আছ, তাই এখানে আসা।'

'এসেছ কোত্থেকে?' বলল নেলসন।

'গার্ডনার।'

ময়লা নখগুলো পরখ করে দেখছে পেটকু নেলসন। 'তো রোহাস তোমাকে কাজে লাগাতে পারেনি। কেন, পারল না কেন?' ওর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট ব্যঙ্গ।

'রোহাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ওর লোকগুলোকে দেখেই ঘেন্না ধরে গেছে। ওদের কথা-বার্তাও পছন্দ হয়নি আমার।'

'আমার কাছে কেন?'

দাঁত বের করে হাসল রানা। 'ওরা বলল তুমি নাকি রোহাসের কাছে একেবারে ছেলেমানুষ, ওর নাম শুনলে ভয়ে পেচ্ছাপ করে দাও। ভাবলাম কথাটা তোমাকে জানানো দরকার।'

রক্ত উঠে এসেছে নেলসনের মুখে। 'বটে? ওরা একথা বলেছে?'

'তবে আর বলছি কি। চাইলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওদেরকে বাঁদর নাচ নাচাতে পারো তুমি।'

'মানে?'

পা বাধিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল রানা। ডেস্কে রাখা সিগার বক্সটা নেড়েচেড়ে কিছুটা কালক্ষেপণ করল। নেলসন লক্ষ করছে ওকে। লোকটার চোখ এখন দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ ও উজ্জ্বল।

'ব্যাপারটা এভাবে বিচার করো,' বলল রানা, চেয়ারে গা এলিয়ে দিল; 'আমার দৃষ্টিকোণ থেকে। আমি গার্ডনারের লোক। আমিও তোমাদের মত সহজে কিছু টাকা কামানোর ধান্ধা করছি। গার্ডনার বলেছে হয় রোহাস আর নয়তো নেলসন। রোহাসের লোকেরা আমাকে পাত্তা দিল না। আমি এমনকি ওর সঙ্গে দেখাটাও করতে পারলাম না। অথচ তুমি—আমি এখানে আসতে-না আসতেই তোমাকে পেয়ে গেলাম: একটা বুক চ্যাপ্টা পাখিকে বাইরে পাহারায় লাগিয়ে দিব্যি পেট ফুলিয়ে বসে আছ। গার্ডনার তোমার কথা বলল কেন? তুমি একজন কেউকেটা না হলে নিশ্চয়ই বলত না। এই অফিসটা হয়তো তোমার একটা ফ্রন্ট। এখন ভেবে দেখো তুমি আর আমি মিলে ওদের একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারি কিনা।'

হালকা শ্রাগ করল পেটকু। মাথা নাড়ল। 'এ মুহূর্তে তা সম্ভব না,' বলল। 'গার্ডনারকে আমি চিনি না। কোনদিন নামও শুনিনি, এবং তুমি তার কাছ থেকে এসেছ তাও বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা তুমি একজন চাপাবাজ গানম্যান, চাপা পিটিয়ে কাজ বাগাতে চাইছ। তোমাকে দরকার নেই আমার এবং আশা করি কোনদিন দরকার হবেও না।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল রানা। 'বেশ,' বলল ও। 'আমি তাহলে এখন একটু বিশ্রাম নিইগে যাই। চিন্তা-ভাবনা করে দেখো, আমাকে প্যারাডাইস হোটেলে পাবে। টেলরের সঙ্গে জানাশোনা থাকলে কথা বলতে পারো, একটা ধারণা পাবে।'

নেলসনের উদ্দেশে নড করে অফিস ত্যাগ করল রানা। নিচে নেমে এসে ট্যাক্সি ডেকে সোজা হোটেলে ফিরে এল। রেস্তোরাঁয় ঢুকে বীফ স্টেকের অর্ডার দিল ও। মুখ চলছে এসময় টেলর এসে ওর উল্টোদিকে বসল।

মুখভর্তি খাবার নিয়ে বলল রানা, 'কি হে, বাক্স তৈরিতে মন নেই, নাকি ব্যবসা মন্দা?'

উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে টেলরকে। 'কাজটা মোটেও ভাল হয়নি—ওভাবে তাও দেখিয়ে চলে আসা।'

'তাই বুঝি?' নিরীহ মুখ করে বলল রানা। 'কিন্তু কি জানো, আমার সঙ্গে

কেউ অভদ্রতা করলে আমি অমনই করি। কেন, কি হয়েছে?'

'শোনো, রিঙ্কনকে অত সোজা পাবলিক পাওনি। ওর সঙ্গে বোকা ছাড়া আর কেউ এমন আচরণ করার সাহস পায় না।'

'থাক, আর বোলো না। ভয় করে!' চেহারায় কপট ভীতি ফুটিয়ে তুলল রানা। জেনে নিয়ে টেলরের জন্যে ব্রাউন ব্রেড, চীজ ও এক গেলাস দুধের অর্ডার দিল। খাবার না আসা পর্যন্ত সাদা টেবিলক্লথটার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখল টেলর, এবং ওয়েট্রেস চলে গেলে পর মুখ খুলল, 'আমার জন্যে ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেল। জানোই তো, এদের সঙ্গে ওঠবস করতে হয় আমাকে।'

ছুরি-কাঁটাচামচ নামিয়ে রাখল রানা। খাটোকায় লোকটির উদ্দেশে মৃদু হাসল ও। 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে,' বলল। 'এখন পর্যন্ত তুমিই একমাত্র আমার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছ। কথা দিচ্ছি, পস্তাবে না।'

হ্যাটের নিচ দিয়ে পিটপিট করে চাইছে টেলর। সূর্যের তেরছা আলো জানালার খড়খড়ি গলে এসে প্রতিফলিত হচ্ছে ওর গেলাসে। 'তুমি যদি আরও কোন ক্ষতি করে বসো?' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ও।

খাওয়ায় ফের মন দিল রানা। 'আরে ধ্যেত,' বলে উঠল। 'এত পুতুপুতু করছ কেন শুনি? কোন ভয় নেই তোমার, আমি আছি না? নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোও গে যাও।'

খাওয়া সেরে বিল মিটিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'চলি, দোস্ত,' বলল। 'দেখা হবে।'

'ওদের চেনো তো না, তাই এসব বলতে পারছ। যাকগে, তোমাকে শহরের হাল-চাল সম্বন্ধে একটু জানিয়ে রাখতে চাই। আমাদের একসময় বসা দরকার ' আশান্বিত শোনাল টেলরের গলা।

চুলে বিলি কাটল রানা। 'সে দেখা যাবে খন,' বলল ক্ষীণ সুরে। 'পরে কখনও সময় হলে।'

বেঁটে লোকটির উদ্দেশে নড করে অফিসে গিয়ে ঢুকল রানা। ডেস্কে ব্যস্ত ছিল ম্যানেজার। রানা ওর পাশ কাটাতে মুখ তুলে তেলতেলে হাসি হাসল।

সিঁড়ি ভেঙে নিজের রুমে উঠে এল রানা। দরজা লাগিয়ে লক করে দিল। তারপর কোট ও হ্যাট খুলে লম্বা হলো বিছানায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে তলিয়ে গেল ও, ঠোঁটের কোণে এক চিলতে সন্তুষ্টির হাসি নিয়ে।

ফোনের শব্দে ঘুম টুটল ওর। তড়াক করে উঠে বসে দেয়াল ঘড়িতে নজর বুলিয়ে নিল, পৌনে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে দেখে নিয়ে হাত বাড়াল রিসিভারের দিকে।

'এখুনি ফ্ল্যাগলার হোটেলে চলে এসো,' বলল একটি কণ্ঠস্বর। 'বস তোমাকে দেখতে চায়।'

চোখ পাকাল লোকটার উদ্দেশে রানা। 'তোমার বসকে বলো সকালে গেছি একবার। এক জায়গায় দু'বার যাই না আমি,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সজোরে।

বিছানায় সটান হয়ে চোখ বুজল ও। এক মিনিটও হয়নি রিং হলো আবার।

'আসলে ভাল করবে,' সেই একই কণ্ঠস্বর। 'রোহাস অপেক্ষা করতে পছন্দ করে না।'

'ঠেকা থাকলে রোহাসকে এখানে আসতে বলো, আর নয়তো জাহান্নামে যাক,' বলল রানা। মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতায় রিসিভারটা রেখে দিল ও, যেন এবার আর বেচারাকে ব্যথা দিতে চায় না।

ফোনটা আবারও বেজে উঠতে ধরার প্রয়োজন বোধ করল না ও। ছোট্ট বাথরুমটায় গিয়ে ধুয়ে নিল মুখ, তারপর হ্যাট ও কোট পরে নেমে এল নিচে।

বিকেল হলে হবে কি একেবারে চাঁদি-ফাটা রোদ। হোটেলের লবি জনশূন্য। হেঁটে গিয়ে এন্ট্রান্সের কাছে বসে পড়ল রানা। হ্যাটটা পাশে মেঝেতে রেখে চোখ রাখল বাইরের রাস্তায়। স্পষ্ট বুঝতে পারছে রানা, মেরী রেটনের বোনকে খুঁজে বের করতে না পারলে তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বা তেরো বাঙালী রহস্যের কোনটারই সুরাহা হবে না। পুলিস কিউবান দুটোকে এবং মেরীর দেহাবশেষ খুঁজে পেল কিনা কে জানে। রিয়া কি করছে? নির্জন, গনগনে তন্দুরের মতন রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে ও এখানে বসে। প্রকাণ্ড এক ট্যুরিং কার আচমকা উদয় হলো রাস্তায়, সগর্জনে হোটেলের সামনে এসে কিঁইইচ শব্দ তুলে থেমে দাঁড়াল।

বেতের লম্বা চেয়ারটায় শরীর ঢিল করে দিল রানা, হাত নামিয়ে হ্যাটটা তুলে মাথায় চাপাল।

গাড়িতে চারজন লোক। ড্রাইভার বাদে বাকি তিনজন নেমে পড়ল।

রিঙ্কন ও ওয়েনকে চিনতে পারল রানা, কিন্তু তৃতীয়জনকে আগে দেখেনি। অল্প ধাপ ক'টা ডিঙিয়ে বিদ্যুৎগতিতে উঠে এল ওরা এবং চারদিকে চোখ পিটপিটিয়ে চাইতে লাগল আঁধো অন্ধকারে। রিঙ্কন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেয়েছে রানাকে। এগিয়ে এল ও।

ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে নড করল রানা। 'রুম ভাড়া নেবে বুঝি?' সাধু সাজল। 'ক্লার্ককে তো দেখছি না। আছে কোথাও আশপাশে।'

'রোহাস তোমাকে চায়,' বলল রিঙ্কন। 'চলে এসো।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ভয়ানক গরম। অন্য কোন সময়।'

রিঙ্কনের সঙ্গী দু'জন কাছে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে রানাকে। চোখের ভাষা কুৎসিত ওদের। সামান্যতম প্ররোচনায় নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। 'আপসে যাবে, নাকি বয়ে নিয়ে যেতে হবে?' কোমল সুরে শুধাল রিঙ্কন।

উঠে দাঁড়াল রানা। এদেরকে আর বেশি ঘাঁটানো ঠিক হবে না। তাছাড়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে ওর। এরাই এখন যেচে পড়ে এদের ঘাঁটিতে ঢোকার সুযোগ করে দিচ্ছে। দেখাই যাক না, রোহাস কি বলে।

গাড়ির দিকে ওদের সঙ্গে পা বাড়াল রানা। হাত নিশপিশ করছে রিঙ্কনের টের পাচ্ছে ও। কিন্তু এ-ও জানে, রোহাস নিজে দেখা করতে চেয়েছে যখন, ওর সঙ্গে লাগার সাহস পাবে না ব্যাটা।

ফ্ল্যাগলার হোটেলে নিঃশব্দে এসে পৌঁছল ওরা, যাত্রাপথে কেউ মুখ খোলেনি। রিঙ্কন ও ওয়েনকে দু'পাশে নিয়ে বসেছিল রানা, এবং অপর লোকটা, যাকে ওরা টাইসন বলে সম্বোধন করছিল, ড্রাইভারের পাশে ছিল।

ওরা সবাই গিয়ে ছোট্ট এলিভেটরটায় চড়ল এবং হাজির হলো রুম ৪৫-এর সামনে। ঢোকার মুখে বলল রানা, 'সকালে দেখা করতে দিলে তোমাদের আর এই ল্যাঠা পোহাতে হত না।'

রিঙ্কন যেন ঠোঁটে তালা এঁটেছে। কামরাটা অতিক্রম করে, অন্য একটি দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। টাইসন রানাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকল।

মস্ত এক খোলা জানালার সামনে কাউচে শুয়ে আছে রোহাস। সিল্কের ক্রীম কালার ড্রেসিং গাউন গায়ে তার, বড় বড় লাল ফুলের ছাপা। সাদা একটা সিল্কের রুমাল ঢিল করে পেঁচিয়েছে গলায়, পায়ের কাছে লাল তুর্কী চটি।

মারিহুয়ানা সিগারেট ফুঁকছে সে, তার বাদামী লোমভর্তি কব্জি থেকে ঝুলছে একটা সোনার তৈরি ব্রেসলেট।

রোহাস একদম ছোকরা বয়সী। কত হবে, চব্বিশ কি বড়জোর সাতাশ। প্রাচীন পার্চমেন্টের মত রং ওর মুখের এবং ঠোঁটজোড়া যেন রক্তভরা কমলার কোয়া; দেখে মনে হয় কেউ বুঝি ক্ষুর দিয়ে গলা চিরে চিবুকের ওপর পর্যন্ত টেনে দিয়েছে ক্ষতটা। নাকটা ছোট হলেও ফুটোগুলো যেন একেকটা গুহা, কান দুটো সেঁটে রয়েছে মাথার সঙ্গে। বড় বড় চোখে কোঁকড়া কালো পাপড়ি তার। চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন। একজোড়া কালো, ভোঁতা কাঁচের টুকরো যেন বসিয়ে দেয়া হয়েছে ওখানে। মাঝখানে সিঁথি করেছে ঢেউ খেলানো রেশমী চুল। প্রথমদর্শনে সুদর্শন মনে হয় রোহাসকে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে ওর মুখটা ও লতিবিহীন দু'কান, এবং তখন আর সৌন্দর্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে চোখের দিকে চাইলে ও যে একটা নীচ, বাজে লোক এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

'এ হচ্ছে মরিস,' বলল রিঙ্কন এবং টাইসনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রোহাসের উদ্দেশে নড করে বসে পড়ল রানা। মারিহুয়ানার ধোঁয়া এড়াতে একটু সরে বসেছে ও।

ফাঁকা দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল রোহাস। 'কি ব্যাপার বলো।' কর্কশ সুরহীন কণ্ঠ লোকটার।

সকালের ঘটনাটা সংক্ষেপে সেরে রানা শেষ করল এই বলে: 'আমি এ ধরনের ব্যবহার পছন্দ করি না। কাজেই তোমার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহও অনেক কমে গেছে।'

মেঝেতে পা নামিয়ে আনল রোহাস। 'আমি সাবধানী লোক,' বলল। 'হতেই হবে। তুমি এসেছ শুনে লং ডিসট্যান্সে গার্ডনারের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি। তোমার সম্পর্কে আগে জেনে নিতে চেয়েছি—এটাকে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক বলবে না তুমি?'

চোখের পাতা সরু হলো রানার। 'না, তা কেন,' বলল ও।

'গার্ডনার বলল তুমি নাকি খাঁটি লোক।'

শ্রাগ করল রানা। 'তো?'

'আমি তোমাকে কাজ দিতে পারি। কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রমাণ করতে

হবে তুমি আমার টাইপের লোক।'

'ক'দিন যাক, হয়তো দেখা যাবে তুমিই আমার টাইপের লোক নও।'

হাসল রোহাস। নিষ্প্রাণ হাসি। 'তোমার আত্মবিশ্বাসে কোন কমতি নেই দেখছি। ভাল, এই-ই তো চাই।'

টান টান হয়ে দাঁড়াল রানা। 'এখন কি করতে হবে আমাকে?' সহসা প্রশ্ন করল।

কাউচ থেকে নামল রোহাস। 'ছেলেদের সঙ্গে কথা বলো যাও,' বলল ও। 'তারপর আমরা ওয়াটারফ্রন্টে যাব। ছোট্ট একটা কাজ আছে আমার। তুমি ইন্টারেস্ট পাবে।'

'আমাকে তোমার পে রোলে নিচ্ছ?' রানার প্রশ্ন।

'আপাতত এক হাজার ডলারে শুরু করো,' বলল রোহাস। 'ভালমতন জানাশুনো হোক তারপর দেখা যাবে।'

'জানাশুনোটা শিগ্‌গিরি হলে ভাল হয়,' বেরসিকের মতন হঠাৎ বলল রানা। 'কারণ তুমি যা বললে তাতে আমার সিগারেটের পয়সাও হবে না।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল ও।

রানা, রোহাস, রিঙ্কন ও টাইসন এক ঘণ্টা পরে একটা কফি শপে ঢুকল। দোকানটা জনাকীর্ণ। অসংখ্য কৌতূহলী চোখ ওদেরকে একটা পর্দা টানা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে দৃষ্টির আড়াল হতে লক্ষ করল।

টাইসন লোকটা আলাপী গোছের আবিষ্কার করল রানা। বেঁটে, দোহারা গড়ন তার, সামান্য আরেকটু ফুললেই লোকে মোটা বলতে শুরু করবে। বহুবর্ণ গোলাকার মুখটায় তার বৈঁচি ফলের মতন একজোড়া হাস্যময় চোখ, ঠোঁট দুটো সসেজের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পরস্পরকে ঘৃণা করছে রানা ও রিঙ্কন, এবং দু'জনেই সেটা জানে। রোহাসের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে রিঙ্কন, ওদের অনুগমন করছে রানা ও টাইসন। ছোট্ট এক ফালি প্যাসেজ পার হয়ে এক সার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল ওরা। অন্ধকারাচ্ছন্ন প্যাসেজটা যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনি নীরব। সিঁড়ির গোড়ায় একটা দরজা। তালা খুলে ভেতরে পা রাখল রোহাস।

কামরাটা বিশাল, এবং রানা লক্ষ করল, টাইসনকে যথেষ্ট বলপ্রয়োগ করতে হলো দরজাটা ঠেলে লাগাতে। মজবুত দরজাটা ধপ করে আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো। দূরপ্রান্তে দুটো উজ্জ্বল বাতি ছাড়া অন্ধকারই বলা চলে ঘরটাকে। চারধারে নজর বুলাতে বেশ কয়েকটা বড় বড় বাক্স দেখতে পেল রানা। কিসের বাক্স এগুলো? রোহাসকে মারিহুয়ানা টানতে দেখেছে মনে পড়ল। রোহাস আর রিঙ্কন আলো দুটোর উদ্দেশে এগিয়ে গেলে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। টাইসনের প্রতি জিজ্ঞাসু চোখে চাইল ও।

মুখ বাঁকা করল টাইসন। 'এটা ওর অফিস,' অনুচ্চ স্বরে বলল ও

'আমরা কি এভাবে দাঁড়িয়েই থাকব?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল টাইসন।

মস্ত এক টেবিলে একটা আলোর নিচে বসেছে রোহাস। 'নিয়ে এসো ওকে,' বলল রিঙ্কনকে।

আঁধারে মিশে গেল রিঙ্কন, দরজার তালা খুলছে শুনতে পেল রানা। মিনিট খানেকের মধ্যে এক লোককে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে আসতে দেখা গেল ওকে। কোটের সামনেটা ধরে এমনভাবে টানছে যেন মানুষ নয়, কয়লার একটা বস্তা লোকটা, ওর দিকে ভুলেও চাইছে না, একজনকে টেনে যে আনছে সে খেয়ালই যেন নেই। রোহাসের পাশের চেয়ারটায় নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল।

একটু সামনে এগিয়ে গেল রানা। লোকটাকে দেখে বাঙালী মনে হলো। ময়লা, পুরানো কালো স্যুট পরা লোকটা জবুথুবু হয়ে বসে রয়েছে চেয়ারে, দু'হাত বগলের নিচে এবং দেহটা দুমড়ে রয়েছে সামনে।

টাইসনের দিকে রানা চাইতে লোকটাকে আবারও মুখ বাঁকা করতে দেখল, তবে এবার মুখে কিছু বলল না।

বাঙালী লোকটার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা পেছনে ঝটকা মেরে টেনে ধরল রিঙ্কন।

এক পা আগে বেড়ে কি ভেবে আবার থমকে দাঁড়াল রানা। উদ্ভাসিত আলোয় চকচক করছে লোকটার মুখ। টানটান চামড়ার কারণে করোটির মতন দেখাচ্ছে ওর চেহারাটা। ঠোঁট সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে লোকটার, এবং চোখের জায়গায় শুধু দুটো কালো ছায়া।

'কি, চিঠি লিখবে এবার?' বলল রোহাস।

লোকটা বসে রইল নিঃসাড়ে। চুল খামচে ধরে ইচ্ছেমত ওর মাথাটাকে সামনে-পিছে ঝাঁকাতে লাগল রিঙ্কন।

হাসি ফুটল রোহাসের মুখে। 'ব্যাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার, কি বলো, রিঙ্কন?' একটানে একটা ড্রয়ার খুলে কি যেন বের করল ও, এবং সেটা রাখল টেবিলে। 'টেবিলে ওর হাত রাখো।'

লোকটার কঙ্কালসার কব্জি চেপে ধরে টান দিল রিঙ্কন। বগলের নিচ থেকে কিছুতেই হাত সরাবে না লোকটা এবং রানা লক্ষ করল কী প্রাণপণ চেষ্টাই না করছে সে হাত দুটো ওখানে ধরে রাখতে। রিঙ্কন যতক্ষণ যুঝল ততক্ষণ ঘরের মধ্যে অসীম মৌনতা বজায় রইল। একটু একটু করে অভয়াশ্রম থেকে বেরিয়ে আসছে একটা হাত দেখতে পেল রানা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে লোকটার সারা মুখে, এবং দাঁতের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছে এক জাতীয় অসহায় গোঙানির নিচু শব্দ।

'এসব কি হচ্ছে?' টাইসনের উদ্দেশে বলল রানা।

হাত দোলাল টাইসন, জবাব দিল না। টেবিল ঘিরে বসা লোকগুলোর দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতন নিবদ্ধ তার দৃষ্টি, যেন বাক্যহারা হয়ে গেছে।

চিংড়ির দাঁড়া সদৃশ চিকন হাতটা ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিগোচর হলো, এবং রিঙ্কন ঠোঁটে নিষ্ঠুর, বাঁকা হাসি ধরে রেখে টেবিলের ওপর গায়ের জোরে নিয়ে এল ওটা। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে রানা লোকটার একাধিক আঙুলে রক্তাক্ত পট্টি দেখতে পেল।

রোহাস সস্তাদরের একটা নোটপেপার প্যাড, খাম, আর একটা কলম ঠেলে দিল লোকটার উদ্দেশে। 'লেখো,' আদেশ করল ও।

লোকটা কিছু বলল না, তার হাতও সরল না।

রানার উদ্দেশে চাইল রোহাস। 'এদিকে এসো,' বলল, 'তোমার এটা দেখে রাখা দরকার।'

'এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে,' পাল্টা বলল রানা।

শ্রাগ করল রোহাস। দেরাজ থেকে বের করা জিনিসটা তুলে নিয়ে লোকটার একটা আঙুলে যেনতেনভাবে পরিয়ে দিল সে।

লোকগুলোর দিকে আস্তে ধীরে পিঠ ফিরিয়ে টাইসনের বাহুতে একটা হাত রাখল রানা। 'এসবের কি অর্থ জলদি বলো, নইলে বাধা দেব আমি,' রুক্ষ স্বর ফুটল ওর গলায়।

সবুজ পনির যেন টাইসনের মুখটা। 'দেশে বুড়োর তিন তিনটে জোয়ান ছেলে আছে,' বলল ও। 'রোহাস চায় বুড়ো ওদের এখানে আসতে বলুক। মাথা পিছু বিশ হাজার ডলার করে পায় সে। তিনটেকে আনতে পারলে পাক্কা ষাট হাজার।'

কামরার ওপ্রান্ত থেকে সহসা একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল। ঘাড় ফেরাল রানা। লোকটা লিখতে শুরু করেছে। উঠে দাঁড়িয়েছে রোহাস, কলমের প্রতিটি আঁচড় খুঁটিয়ে লক্ষ করছে ভোঁতা চোখে। চিঠি লেখা শেষ হলে চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল লোকটা।

রোহাস কোটের ভেতর হাত ভরে একটা ·২৫ বের করে আনল। অসুস্থ লোকটার দিকে তড়িৎগতিতে এক পা বাড়িয়ে, পিস্তলের মাজল তার বাহুতে ঠেকিয়ে টিপে দিল ট্রিগার। নিস্তব্ধ কামরাটার ভেতর ভয়ানক জোরাল শোনাল গুলির শব্দটা। যন্ত্রণায় কাতরে উঠে জ্ঞান হারাল দুর্বল লোকটা। কোটের বাহুতে রক্তের তাজা দাগ ক্রমেই বড় হচ্ছে।

রোহাসকে পিস্তল বের করতে দেখেই দৌড় শুরু করেছিল রানা, চিৎকার করে থামতে বলেছিল লোকটাকে। কিন্তু পরোয়া করেনি রোহাস, এবং রানা ওর কাছে পৌঁছনোর আগেই অপকর্মটা সেরে ফেলেছে।

পিস্তলটা ঢুকিয়ে রেখে টেবিলের কাছে ফিরে গেছে রোহাস। চিঠি ও খাম তুলে নিল ও, সযত্নে ভাঁজ করে রেখে দিল ওয়ালেটে।

'টিটেমির শাস্তি। একে বোধহয় শেষপর্যন্ত টেলরের কাছে না পাঠিয়ে উপায় থাকবে না,' বলল রোহাস। 'ঠিকানা ঠিক থাকলে বেঁচে গেল, নইলে সোজা যমের বাড়ি,' রিঙ্কনের উদ্দেশে বলল। রানার দিকে এরপর ঘুরে সরাসরি চাইল। 'আমার কাজ-কারবার কেমন বুঝলে?'

রানার হাত নিশপিশ করছে ব্যাটার গলা টিপে ধরতে। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে আশ্চর্য মৃদু স্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই কোন যুক্তি আছে তোমার কাজে, যদিও খালি চোখে ব্যাপারটা খুব নিষ্ঠুর দেখাল।' মনে মনে বলল, দাঁড়াও, তোমায় মজা দেখাব; শপথ নিল জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলবে ও লোকটার দু'নম্বরী কারবার। তেরো বাঙালীর সঙ্গে কোনভাবে কি জড়িত রোহাস? মোটেই অসম্ভব নয়। কী ওয়েস্ট

থেকেই তো চিঠি গিয়েছিল মেরী রেটনের কাছে, সেখানে নেলসন ও রোহাসের উল্লেখ ছিল। সময় এলে সব রহস্যেরই সমাধান হবে, একটু ধৈর্য ধরো, রানা।

হেসে উঠল রোহাস। 'ওপরে চলো। তোমাকে সব খুলে বলব।'

প্রাণবন্ত কফি-শপটায় কোন অস্বাভাবিকতা নেই, কিন্তু নিচতলার ওই টর্চার চেম্বার দেখলে কে বলবে সে কথা। এক কোণে একটা ছোট টেবিলে বসে তিনবার বুক ভরে গরম বাতাস টানল রানা। ওর উল্টোদিকে বসেছে রোহাস। আহত বাঙালী লোকটাকে আবারও বন্দী করে রেখে আসা হয়েছে। টাইসন ও রিঙ্কন বাইরে বেরিয়ে মিশে গেছে জনারণ্যে।

পাউচ বের করে সিগারেট রোল করছে রোহাস। তামাকটা কেমন আঁশাল ও হলদে-বাদামী। এক বর্ণসঙ্কর তরুণী ছোট দু'কাপ ভর্তি কড়া ব্ল্যাক কফি এনে রাখল টেবিলে। ও চলে গেলে মুখ খুলল রোহাস: 'এখেলায় এখন তুমিও একজন খেলোয়াড়। ভাল না লাগলে বলে ফেলো, আমরা তোমাকে ঠেকাব না। আর থাকতে চাইলে কিভাবে কি হয় সবই জানানো হবে। একবার জানা হয়ে গেলে কিন্তু আর ছুটতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ?' নিরানন্দ হাসি হাসল ও।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি থাকছি,' বলল।

'হুট করে রাজি হয়ে যেয়ো না,' বলল রোহাস। 'গোমর জেনে যাওয়ার পর কেউ বেরিয়ে যেতে চাইলে তার কপালে খারাবি থাকে।'

'তোমার এ নিয়ে ভাবতে হবে না। থাকা না থাকা আমার ব্যাপার।'

কফিতে চুমুক দিয়ে ক্যাফের দূরকোণে ফাঁকা দৃষ্টি প্রসারিত করল রোহাস। তারপর হঠাৎ বলে উঠল: 'ওয়েস্ট কোস্টে অবৈধ সস্তা শ্রমিকের খুব চাহিদা। আর সেজন্যে দলে দলে বাংলাদেশীদের নিয়ে আসছি আমি। সরকার এদেরকে চায় না বলে গোপনে এদেরকে আমেরিকায় ঢোকাচ্ছি আমি। এটাই আমার কাজ। এজন্যে বাড়তি একটা পয়সাও নিই না, আর তাই আগ্রহী লোকেরও কোন অভাব হয় না। দেশে ভাত পায় না, ফলে আমেরিকায় ঢোকার সুযোগ পেলে বর্তে যায়। জমি-জমা, বাড়ি-ঘর বেচে নাচতে নাচতে চলে আসছে এদেশে।'

'মানুষ পাচার?'

'বলতে পারো। এই উপকূলে কয়েকশো ফাঁক আছে যেখান দিয়ে লোক পাচার করে আনি আমি। কোস্টগার্ডরা আমার জন্যে কোন সমস্যাই না। মাঝেমধ্যে কপাল খারাপ থাকলে হয়তো এক-আধটা চালান ধরা খেয়ে যায়।'

মাথায় একবার আঙুল বুলিয়ে নিল রানা। 'খুব কি পয়সা আছে এই লাইনে?'

দেঁতো হাসল রোহাস।

'তুমি অ্যাঙ্গেলটা ধরতে পারোনি,' বলল ও। 'বুঝিয়ে বলছি। প্রথমত, বাংলাদেশীরা এখানে ঢোকার জন্যে পাগল। ফকিরা দেশ জানোই তো! বাহামায় আমার লোক আছে, তার সাথে যোগাযোগ করে ওরা। তার কাজ মালের চালান উপসাগর পার করে দেয়া। কোনমতে একবার বাহামার অ্যান্ড্রোস আইল্যান্ড পর্যন্ত পৌছনোর যা খরচ তারপর ওদের আর কোন চিন্তা করতে হয় না। আমার

নিজস্ব অনেকগুলো বোট আছে এদের পার করে আনার জন্যে। নিরাপদে পৌঁছে গেলে ওয়েস্ট কোস্টে ওদেরকে বেচে দিই আমি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে রানার।

'নিজের কাজে লাগাও না?' প্রশ্ন করল ও।

মাথা নেড়ে না বলল রোহাস।

'কেন লাগাব? একেকটার জন্যে বিশ হাজার ডলার করে পাই। এই তো, গত সপ্তাহেই বিরাশি জনকে ঢুকালাম।'

বিদ্যুতের ঝিলিক দিল যেন রানার মাথার ভেতর। আচ্ছা, আমেরিকার নানা প্রান্তে যে অবৈধ ড্রাগস বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ছে, মারা পড়ছে বাঙালীরা তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তো? রোহাস যাদের কাছে ওদের বেচে দিচ্ছে, তারা হয়তো বাধ্য করছে অসহায় মানুষগুলোকে এই ভয়ঙ্কর পথে পা দিতে। অবৈধ উপায়ে প্রবেশ করেছে বলে জেল-জরিমানার ভয়ে পুলিসের কাছেও যেতে পারছে না তারা, মুখ বুজে সহ্য করছে যা বলা হচ্ছে সব, জড়িয়ে পড়ছে ভয়ানক এক চক্রান্তের ফাঁদে। ভিটে-মাটি বিক্রি করে বিদেশ-বিভূঁইয়ে এসে প্রতিপলে প্রাণ হাতে করে বেড়াচ্ছে নিঃস্ব-দরিদ্র মানুষগুলো।

'বুড়োকে চিঠিটা লিখতে বাধ্য করলে কেন?' জবাব চাইল রানা।

ওর দিকে চাইল রোহাস। 'হাঁড়ির খবর সব বলে ফেলছি, কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?'

লোকটার চোখে চোখ ফেলল রানা। 'আমাকে যা-ই বলো না কেন তোমার ক্ষতি হবে না, এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি।' অকৃত্রিম শোনাল রানার কথাগুলো।

'বুড়োর তিন ছেলে আছে বাংলাদেশে। তাদেরকে এখানে আসতে বলার কথা লিখিয়ে নিয়েছি। ও যে এখানে কত সুখে আছে, কত টাকা কামাচ্ছে সেকথা লেখানো হয়েছে। ঠিক সুড়সুড় করে চলে আসবে ওরা, ধার-দেনা করে হোক যেভাবে হোক।'

'কিন্তু ওদের মনে সন্দেহ জাগবে না, বাবা এত ভাল থাকলে এদেশে আসার টাকা পাঠায় না কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'তারও জবাব আছে। বুড়ো লিখেছে আমেরিকায় সে একটা ব্যবসা প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছে, সেজন্যে হাতে নগদ টাকার অভাব। আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার করে শুধু বাহামা পর্যন্ত পৌঁছনোর খরচাটা তুলতে পারলেই চলবে, তারপর আমেরিকায় একবার পৌঁছে গেলে চাই কি সুদে-আসলে তার দ্বিগুণ টাকা শোধ করতে পারবে।'

এসবক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনরা সহযোগিতাই করে, জানে রানা, কারণ তাদের ঘরেও উপযুক্ত জোয়ান ছেলেরা বেকার বসে রয়েছে—এদের হাতে রাখলে পরে তাদেরও যদি আমেরিকা যাওয়ার একটা সুযোগ জুটে যায় এই আশায়। ধন্য আশা কুহকিনী!

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল রানা। 'এর মধ্যে আমি ঢুকছি কিভাবে?'

'তুমি হয়তো প্রণালীর ওদিক থেকে কিছু চালান এনে দিলে। দু'একদিনের মধ্যেই লোক পাঠাচ্ছি আমি।'

সায় জানাল রানা। 'বেশ, আমি রাজি,' বলল। 'খোঁজ নেব প্রতিদিন। তোমার জয়েন্টটা এতই বিশাল যে অস্বস্তি বোধ করি আমি। প্যারাডাইস হোটেলেই থাকতে চাই আপাতত কিছুদিন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রোহাস। 'তোমার যেমন ইচ্ছে,' বলল। 'টাইসন যোগাযোগ রাখবে তোমার সাথে।'

ঘাড় কাত করে সায় জানিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা।

রাস্তায় যখন বেরিয়ে এল ও, রোহাস তখনও বসে রয়েছে টেবিলে।

টাইসন হঠাৎ কোত্থেকে যেন উদয় হয়ে পিছু নিল রানার। মাথা ফেরাতে ওকে দেখতে পেয়ে থেমে দাঁড়াল রানা। টাইসন ওর কাছে চলে এলে একসঙ্গে হাঁটা ধরল দু'জনে।

'বিরাট বড় একটা চক্র গড়ে তুলেছে রোহাস, কি বলো?' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল টাইসন। 'রুই-কাতলাদের জন্যে ঠিক আছে,' বলল ও নিরুত্তাপ কণ্ঠে। 'কিন্তু আমার কোন ফায়দা হচ্ছে না।'

আড়চোখে লক্ষ করল ওকে রানা, চোখে সন্দেহ। 'কিছুই হচ্ছে না?'

'হচ্ছে, হচ্ছে,' ত্রস্ত কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আমার কোন অসন্তোষ নেই।'

ওয়াটারফ্রন্ট ধরে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাফেরা করল ওরা। টাইসন লোকটাকে দেখে সরল-সাদাসিধে মনে হয়। একটু বাজিয়ে দেখলে ক্ষতি কি?

'কত পাচ্ছ তুমি?'

'এক হাজার ডলার,' বলল টাইসন।

'চায়ের পয়সা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাই বা কে দেয় বলো?'

আপত্তি করতে পারল না রানা।

ওয়াটারফ্রন্টে উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটাহাঁটি করছে ওরা, শিপিং লক্ষ করছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। ছোট্ট জেটির অদূরে বাঁধা বিশাল এক বিলাসবহুল মোটর-লঞ্চের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি ওর। 'দেখার মত, তাই না?'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টাইসন। 'হ্যাঁ,' বলল, ভাবালুতা পেয়ে বসেছে ওকে। 'অমন একটা ডোঙা আমার হলে মন্দ হত না।'

কৌতূহলী চোখে ওকে জরিপ করল রানা। 'ওটা দিয়ে কি করতে শুনি?'

এবার দীর্ঘশ্বাস চাপল টাইসন। 'কি করতাম? বাছা বাছা একদল সুন্দরীকে তুলে নিয়ে ভেসে পড়তাম যেদিকে দু'চোখ যায়।'

টাইসনের কথায় কান দিচ্ছে না রানা, প্রকাণ্ড কেবিনটা থেকে এইমাত্র বেরিয়ে আসা মেয়েটির দিকে সমস্ত মনোযোগ ওর। স্বর্ণকেশী যুবতীটির দেহসৌষ্ঠব সত্যিই মনোলোভা, পা দুটো দীর্ঘ, এবং লম্বা, সরু পায়ের পাতা। সাদা ট্রাউজার, লাল স্যান্ডেল ও গলাবন্ধ একটা লাল রঙা জার্সি পরে রয়েছে। ধক করে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। কে এই মেয়ে বুঝে গেছে ও। সাদৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। এ হচ্ছে মেরী রেটনের সেই হারানো বোন।

টাইসনও লক্ষ করেছে মেয়েটিকে। মৃদু শিস বাজাল ও। 'মাল বটে একখান! ঠিক যেমনটা আমার বোটে চাই।'

'চেনো নাকি?' প্রশ্ন করল রানা।

'আমি? হাসালে দেখছি। চিনলে কি আর তোমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম?' সপ্রশংস দৃষ্টি সরাতেই পারছে না টাইসন।

ওর কথা কানে যায়নি রানার। বোটের গায়ে লেখা নামটা পড়ল ও, হিলারী জেড, এবং তারপর পা বাড়াল। 'তুমি সঙ্গে আছ বলে বাধ্য হয়ে নিজেকে সামলে নিলাম,' বলছে টাইসন। 'নইলে একা হলে ঠিকই গিয়ে পরিচয়টা সেরে নিতাম। যদিও তাতে চড় খাওয়ার ভয়টা থাকত, হাজার হলেও উঁচু তলার মেয়ে। আমাদের মত লোকের জন্যে খরচা করার মত সময় নেই এদের।'

একটা বারের দিকে ওকে নিয়ে এগোল রানা। 'তাহলেও, দোস্ত, আমি একটা চান্স নেব,' বলল ও।

বারম্যান অর্ডার নিতে এলে, বলল রানা, 'বোটটা ভারি চমৎকার।'

বার্টেন্ডার খোলা দরজা দিয়ে ফাঁকা চোখে বাইরে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'কি নেবেন?' জানতে চাইল।

দুটো জিন অর্ডার দিল রানা। বার্টেন্ডার ফিরে এলে চেষ্টা করল আবার, 'কার ওটা?'

বার্টেন্ডার মাথা চুলকে নিয়ে বলল, 'নাম কি?'

'হিলারী জেড।'

'হ্যাঁ, খাসা বোট ওটা। টনি উইনাল্ডার। টাকার কুমীর লোকটা।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল টাইসনের। 'টাকার কুমীর না হলে ওরকম একটা মেয়েমানুষ বাগাতে পারে?'

'উইনাল্ডা? কি করে লোকটা?' আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইছে রানা।

শ্রাগ করল বার্টেন্ডার। 'দু'হাতে টাকা ওড়ায়, আর কিছু জানি না। আরেক দোদি ফায়েদ আরকি।'

'এখানেই থাকে নাকি?'

'অমন একটা বোট থাকতে কোন্ দুঃখে এখানে পড়ে থাকবে?'

অর্ধেকটুকু জিন গলায় ঢেলে দিল রানা। 'মেয়েটা কে?'

দেঁতো হাসল বারম্যান। 'সবার নাম মনে রাখা কি সম্ভব?' বলল ও। 'ক'দিন পরপরই তো নতুন মুখ দেখতে পাই উইনাল্ডার সঙ্গে। সরকার মনে হয় পারমিট দিয়েছে ওকে সুন্দরীদের পরীক্ষা করার জন্যে।'

'আহারে,' হাহাকার করে উঠল টাইসন। 'আমার কাছে কেন সাহায্য চায় না ব্যাটা? ওর খাটুনি একটু হালকা করে দিতাম...'

'কোথায় পাওয়া যাবে ওকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক নেই। তবে নেলসনের ক্যাসিনোতে ঘন ঘন যায়।'

'ও, নেলসনের তারমানে একটা ক্যাসিনো আছে?' টাইসনের উদ্দেশে প্রশ্নটা করল রানা।

তাচ্ছিল্য ঝরল টাইসনের কণ্ঠে। 'ওই ব্যাটা দক্ষিণের বাহাদুর।'

কাউন্টারে গেলাস নামিয়ে রাখল রানা। 'কথাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আমি,' বলে টাইসনের বাহুতে বাহু জড়াল, এবং বেরিয়ে এল বাইরের উজ্জ্বল

সূর্যালোকে।

অলিভিয়া ও ওয়াইটহেডের এক কিনারে আর্নস্ট হেমিংওয়ের বাড়ি ঘেঁষে নেলসনের ক্যাসিনো।

ক্যাব থামিয়ে হেমিংওয়ের বাসাটা এক ঝলক দেখে নিল রানা। তারপর গেল ক্যাসিনোতে।

রোদের তেজ বড় কড়া, চারদিকে কোলাহলমুখরতা, বাতাসে ভুরভুর করছে নদীর গন্ধ। একটা দৃষ্টিকাড়া বাগানের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ক্যাসিনোটা, অর্ধচক্র ড্রাইভটা গিয়ে যুক্ত হয়েছে প্রকাণ্ড জোড়া ফটকে। জোড়া বারান্দা ও ধনুকের মতন বাঁকা জানালার হলদে শাটার বিশাল বাড়িটাকে একটু যেন ব্যতিক্রমী বিশেষত্ব দান করেছে।

এক গাদা গাড়িকে ড্রাইভ দিয়ে ঢুকে, প্যাসেঞ্জার নামিয়ে, ফিরে যেতে দেখল রানা রাস্তায়।

ক্যাবের ভাড়া চুকিয়ে চওড়া দীর্ঘ পাথুরে ধাপগুলো ভাঙতে লাগল রানা। ফ্রন্ট ডোর খোলা ছিল, সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতে উদ্ভাসিত আলোয় আলোকিত লবিটা নজর কাড়ল।

দরজার পাশে দাঁড়ানো লোক দু'জন কঠোর চোখে চেয়ে ওর দিকে। নিশ্চয়ই নেলসনের মাসলম্যান হবে, ভাবল রানা। লবি পার হয়ে মস্ত এক রূমে এসে ঢুকল ও, দুটো টেবিলকে সক্রিয় দেখতে পেল এখানে। ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল রানা এদিক সেদিক, চোখ খোলা রেখে আশা করছে বোটের সেই মেয়েটার দেখা পাবে।

এ ঘরে এসেছে রানা পাঁচ মিনিটও হয়নি ইভনিং ড্রেস পরা এক বেঁটে কিউবান সামনে এসে দাঁড়াল। 'মি. মরিস?' বিনয়ী কণ্ঠে বলল।

'কি ব্যাপার?' রানা পাল্টা বলল।

'অফিসে এক মুহূর্তের জন্যে একটু আসবেন?'

মুচকি হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে। 'এখানে এসেছি এনজয় করতে,' বলল ও। 'অফিসে আমার কি কাজ?'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটো সহসা জনতার ভিড় ঠেলে ওর দু'পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে হাসি ওদের, যদিও তা চোখ স্পর্শ করছে না।

'আসুন,' মৃদু স্বরে বলল কিউবান।

শ্রাগ করে পা বাড়াল ওর সঙ্গে রানা। রূমটা পেরিয়ে, লবিতে চলে এল ওরা এবং শেষ পর্যন্ত বাঁয়ের ছোট্ট একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পায়চারি করছিল নেলসন, বুকের কাছে নুয়ে রয়েছে মাথা, বিরাট এক সিগার ওর দাঁতের ফাঁকে লটকানো। রানা ভেতরে পা রাখতে ঝট করে মুখ তুলে চাইল ও।

কিউবান ভেজিয়ে দিয়েছে দরজাটা, অপর লোক দুটোকে বাইরে রেখে।

রানার চোখে নেলসনকে এখন বেহ্‌তর দেখাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং টাক্সিডোটাও চমৎকার ফিট করেছে।

'এখানে কি করছ?' নেলসনের প্রশ্ন।
'এটা পাবলিক প্লেস, নয় কি? কিসে কামড়াচ্ছে তোমাকে?'
'রোহাসের লোকজনকে আমরা এখানে অ্যালাউ করি না।'
হেসে উঠল রানা। এগিয়ে গিয়ে একটা লেদার আর্ম-চেয়ারে জাঁকিয়ে বসল। 'ডোন্ট বি আ মাগ,' বলল ও।
কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নেলসন। 'তুমি বেরিয়ে গেলে ভাল করবে...'
একটা হাত তুলেছে রানা। 'আগে বাঁদরটাকে খেদাও—তোমার সাথে কথা আছে।'
সামান্য দ্বিধার পর, ইঙ্গিতে কিউবানটাকে বেরিয়ে যেতে বলল নেলসন।
'রোহাসের সঙ্গে বাজাবাজি করে বেশিদূর যেতে পারবে না তুমি,' বলল রানা, পা ছড়িয়ে দিল। 'মাথা খেলাচ্ছ না কেন?'
'কি বলতে চাও তুমি?' বলল নেলসন। 'তোমার মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা আমার পছন্দ না। সত্যি করে বলো তো তোমার খেলাটা কি?'
'জানি না,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'কিন্তু তৈরি থেকো। হাতে তাস ঠিকমত পড়লে এ শহরটা ফাটিয়ে দেব আমি। তখন হয়তো তোমাকে কাজে লাগবে আমার। রোহাসকে পছন্দ করি না আমি, এবং ওর কাজ কারবারও আমার ভাল ঠেকেনি। মনে হয় শেষ পর্যন্ত ওকে ভাসিয়ে না দিয়ে উপায় থাকবে না।'
অট্টহাসি হাসল নেলসন। 'পাগল না পেট খারাপ! রোহাস মশা-মাছির মত মারবে তোমাকে।'
মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখন তাই-ই মনে হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপার ঘটবে অন্যরকম। ও দূর হলে খুশি হবে তুমি, কি, হবে না?'
ইতস্তত করে মাথা নাড়ল নেলসন। 'হব বৈকি,' বলল, 'কিন্তু সেটা দেখে যাওয়ার ভাগ্য আমার হবে না।'
জুতোর আগা পরখ করল রানা। 'চেলা-চামুণ্ডারা রেডি আছে? আমি চাইলে সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারবে?'
টেবিলের পেছনে এসে বসে পড়ল নেলসন। 'আছে,' বলল সাবধানী কণ্ঠে। 'কিন্তু ওরা রোহাসের লোকেদের নখের যোগ্যও না। গোলমাল শুরু করতে ভয় পাবে।'
দেঁতো হাসল রানা। 'রোহাস যখন কাদায় পড়বে তখন ভয় পাবে না। তোমার গুণ্ডা পার্টিকে ঠিক তখনই কাজে লাগাব আমি।'
দু'হাতের আঙুলগুলো খাঁজে খাঁজে বসিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল নেলসন। কামরায় দীর্ঘ নিস্তব্ধতা বিরাজ করল লোকটা ধ্যানমগ্ন হতে। এরপর বলল ও, 'তুমি খুব চালবাজি করছ। রোহাসের সাথে আমার বোধহয় কথা হওয়া দরকার।'
শ্রাগ করল রানা। 'কোন্ দুঃখে? সবই পেতে পারো তুমি শুধু গ্যাঁট মেরে বসে থেকে। শহরটা ধুয়ে-মুছে সাফ-সুতরো করার দায়িত্ব আমার।'
'বেশ। গো অ্যাহেড। আমার সাহায্য তখনই পাবে যখন দেখব সত্যি সত্যি একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছ। ভুলেও ভেব না আমার এক তিল ক্ষতি

করতে পারবে তুমি। একটু বেচাল দেখেছি কি স্রেফ ফৌত করে দেব।'

সটান হলো রানা। 'আমরা এখন এ নিয়ে ভাবব না,' বলল ও। 'পরে এ ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।'

সন্দেহের মেঘ ঘনাল নেলসনের চোখে। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না, মরিস, তুমি বড্ড ঘোলাটে লোক।'

'উইনাল্ডা কে?' হঠাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল রানা।

'উইনাল্ডা? ওর সাথে তোমার কি?' গরম ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আচমকা নেলসনের চোখ।

'বিকেলে ওর বোট দেখলাম, দারুণ জিনিস। শুনলাম এখানে এসেছে ও। তাই ভাবলাম একটু দেখে যাই।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে হেঁটে এল নেলসন। 'ওকে এখানেই পাবে।'

মেইন হলে ওকে অনুসরণ করে এল রানা। 'দেখিয়ে দাও,' বলল। 'ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

ভিড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটছে নেলসন, ডানে-বাঁয়ে চেয়ে শেষমেষ বলল, 'তিন নম্বরে খেলছে ও। সোনালী চুলো মেয়েটার পাশে বসা।'

মেয়েটিকে লক্ষ করল রানা। আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। স্বর্ণকেশে নরম আলোর প্রতিফলন পড়েছে, চোখের ছায়া তার ফলে সুগভীর এবং গাঢ় লাল ঠোঁট দুটো চকচকে রূপ পেয়েছে। পরনের কালো ড্রেসটায় চমৎকার মানিয়েছে মেয়েটিকে।

'কে ওই মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করল রানা দায়সারা কণ্ঠে।

'রীটা হিউস্টন। ডানাকাটা পরী, কি বলো?' মুখে রক্ত উঠে এসেছে নেলসনের, নীল চোখজোড়া তার ছলছল করছে। কৌতূহলী চোখে ওর দিকে চাইল রানা। বলে চলেছে নেলসন, 'উইনাল্ডার সঙ্গে দেখা করতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। খেলায় বাধা পড়লে বিরক্ত হয় ও।'

'ঠিক আছে। কি করে ওই রীটা মেয়েটা?'

মাথা ফিরিয়ে রানার দিকে চাইল নেলসন। 'এত আগ্রহ কিসের?'

'এটা একটা প্রশ্ন হলো? লোকে অপ্সরার প্রতি আগ্রহী হবে না তো কি তোমার প্রতি আগ্রহী হবে?'

কণ্ঠে অবজ্ঞা ঝরাল নেলসন। 'তুমি কিছুক্ষণ একা থাকো। কাজ পড়ে আছে আমার,' বলে হাঁটা দিল ও।

ওর চলে-যাওয়া-দেহটার দিকে চেয়ে রইল রানা, লোকটার হঠাৎ এহেন আচরণের কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে কামরার শেষপ্রান্তে ছোট্ট বারটার দিকে পা বাড়াল। একটা কোকের অর্ডার দিয়ে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। এখান থেকে রীটার মাথা ও কাঁধ দেখতে পাচ্ছে শুধু। উইনাল্ডার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল রানা, লোকটা বিশালদেহী, রোদে পুড়ে তামাটে রং ধরেছে ওর গায়ে, এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল। চায়না-ব্লু চোখ ও লম্বা পাতলা নাকটা সুদর্শন করেছে ওকে।

রীটার দিকে আবারও চাইতে মেয়েটিকে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখল রানা। চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে রানা, অদ্ভুত মিলগুলো নিয়ে ভাবছে।

এই যুবতী মেরী রেটনের বোন না হলে, ও নিজে একটা তিনপেয়ে ঘোড়া।

উইনাল্ডা একটু ঝুঁকে পড়ে কথা বলল মেয়েটির সঙ্গে, এবং রানার দিকে চাইল সে। রানা নিশ্চিত নয়, কিন্তু ওর মনে হলো রীটা যেন মুচকি হাসল ওর উদ্দেশে। আলোর কারসাজি হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু হাসিটা ঠিক যেন কাছে-এসো টাইপের লেগেছে রানার চোখে। চোখ সরাল না রানা, কিন্তু রীটা আর একবারও ওর দিকে তাকাচ্ছে না। এভাবে ক'মিনিট পার করল রানা, তারপর মেয়েটিকে উইনাল্ডার সঙ্গে কি যেন কথা বলে সিধে হতে দেখল। ক্ষুব্ধ দেখাল উইনাল্ডাকে, কব্জী চেপে ধরেছে সঙ্গিনীর, কিন্তু মেয়েটি মাথা দুলিয়ে ওর মুখের ওপর হেসে উঠে টেবিল ছাড়ল। ঘাড় কাত করল উইনাল্ডা যুবতীকে দেখার জন্যে, তারপর ফের মন দিল খেলায়।

বারের সামনে হেঁটে এল মেয়েটি। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আরও দু'জন লোক ও খাটোকায় কিউবান ম্যানেজারটি। 'একা একা ড্রিঙ্ক করা একটা যন্ত্রণা,' বলল রানা। 'আপনিও একটা কিছু নিন না।'

ওর দিকে তাকাল না মেয়েটি, ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগটা খুলে একটা বিশ ডলার বের করল। 'আমি যন্ত্রণা ভালবাসি,' শান্ত সুরে বলে একটা জিন স্লিঙের অর্ডার দিল। রানার দিকে পিঠের তিন-চতুর্থাংশ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। কানের লতি ও চিবুকের দৃঢ় রেখা ছাড়া ওর আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা।

কোকটা তড়িঘড়ি শেষ করে বার্টেন্ডারকে ইঙ্গিতে আরেকটার অর্ডার দিল রানা। রীটার পিঠটা চিন্তিত চোখে লক্ষ করছে ও, মাথায় কিলবিল করছে নানা ভাবনা। পালিশ করা চকচকে কাঠের ওপর বারম্যান ওর অর্ডারটা নামিয়ে রেখে সরে যেতে, বলল রানা, 'মিস রীটা, আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।'

ঝট করে মাথা ফেরাল যুবতী। 'আমার সাথে?'

'হ্যাঁ। নামটা তো আপনারই, তাই না?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটির দৃষ্টির সামনে কেমন এক অস্বস্তি বোধ হচ্ছে রানার। হঠাৎ করে মনে হচ্ছে ওর অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে যেন যুবতী। এ ধরনের অনুভূতি শেষ কবে হয়েছে মনে করতে পারল না ও। বিভ্রান্ত বোধ করছে ও।

'আমার নাম মরিস। প্যারাডাইসে উঠেছি। আমি—' থেমে গেল ও। ত্বরিত পদক্ষেপে এদিকে আসছে উইনাল্ডা। ভ্রূ কুঁচকে রাখায় আঁধার হয়ে রয়েছে মুখটা ওর, দ্রুত ও লম্বা লম্বা পা ফেলে বারের কাছে চলে এল সে। রীটার উদ্দেশে বলল, 'কথা না বললে ড্রিঙ্ক হজম হয় না তোমার, না?'

হেসে উঠল রীটা। স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল, 'সবার সাথে কথা বলি না আমি, জানোই তো। যাকে আমার মনে ধরে—'

'হয়েছে, হয়েছে,' কথা কেড়ে নিল উইনাল্ডা, অস্বস্তি নিয়ে চাইল রানার দিকে। 'চলে এসো,' শ্বাসের নিচে বলল সে।

'ওর মত সুপুরুষ আমার চোখে আর পড়েনি,' তোয়াক্কা না করে বলে চলেছে রীটা। 'ওর হাত দুটো দেখো। জাস্ট সাইজটা লক্ষ করো। ঘাড়ের পেশী দেখেছ—'

রুমাল বের করে হাত দুটো মুছে নিল রানা। কোকটা শেষ করেছে ও।

কিউবান ম্যানেজার মাপছে ওকে, শীতল ঘৃণা তার মুখের চেহারায়।

'লোকের শরীর নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না,' হিংস্র কণ্ঠে বলে উঠল উইনাল্ডা।

'ওকে একটা ড্রিঙ্ক নিতে বলো। কি হ্যান্ডসাম না দেখতে! ও আমাকে কি বলেছে জানো? বলেছে, "একা একা ড্রিঙ্ক করা একটা যন্ত্রণা"।' ঘাড় ফিরিয়ে রানার উদ্দেশে মধুর হাসল রীটা।

'অ্যাই, ভাগো এখান থেকে,' রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল উইনাল্ডা।

খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ল রীটা। 'কি, হিংসে হচ্ছে বুঝি? একজন হ্যান্ডসাম যুবকের সাথে এভাবে কথা বলাটা কিন্তু ঠিক নয়।'

'মুখ সামলে কথা বলো, প্লেবয়,' কঠোর সুরে বলল রানা। 'এত নরম শরীরে বড় বড় কথা মানায় না। এক চড়ে প্লেবয়গিরি ছুটে যাবে টেরও পাবে না।'

উইনাল্ডা এক পা বাড়তে, কিউবান ম্যানেজার দু'জনের মাঝখানে সেঁধিয়ে পড়ে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল। অনুচ্চ স্বরে উইনাল্ডাকে কি যেন বলল সে। কিউবানটার মাথার ওপর দিয়ে চেয়ে চোখের আগুনে রানাকে ভস্ম করে দিল ক্ষিপ্ত লোকটা; তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে, রীটাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রানা বলল কিউবানের উদ্দেশে, 'খুব সুন্দর মেয়ে, যাই বলো।'

'তুমিও চলে গেলে ভাল করবে,' বলল লোকটা, এবং ঘুরে অন্যদিকে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা, তারপর আঙুল ফুটিয়ে ঘর ত্যাগ করল। এক দৌড়ে লবিটা পেরিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে এল ও। ঘ্যাঁচ করে এন্ট্রান্সের কাছে এসে থামল একটা ক্যাব, ঘটাং করে খুলে গেল দরজা। 'ওয়াটারফ্রন্ট,' ভেতরে চড়ে বসতে বসতে বলল রানা।

ক্যাবটা দ্রুত পৌঁছলে কি হবে, হিলারী জেডের ডেকে ইতোমধ্যেই উঠে পড়েছে উইনাল্ডা। ড্রাইভারের ভাড়া মেটানোর সময় কেবিনে আলো ঝলসে উঠেছে দেখতে পেল রানা। জনশূন্য ওয়াটারফ্রন্টের সামনে-পিছে চকিত চাহনি বুলিয়ে নিল রানা, এবার দৌড়ে জেটি পেরিয়ে ডেকে গিয়ে উঠল। নিঃশব্দে পা চালিয়ে কেবিনের সামনে এসে পৌঁছল ও। সটান শুয়ে, গ্লাস প্যানেল ভেদ করে চোখ রাখল ভেতরে, আধখোলা ছিল ওটা।

কেবিনের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে রীটা, উইনাল্ডার দিকে চেয়ে কব্জী রগড়াচ্ছে, দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো লোকটা। 'এবার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক,' বলল সে। ওর কণ্ঠ স্পষ্ট কানে আসছে রানার। 'অনেকদিন তো বোকা বানিয়ে রাখলে।'

ওর দিকে পিঠ ফেরাল রীটা। 'একবার খালি এখান থেকে বেরোতে দাও,' বেসুরো শোনাল ওর গলা। 'আর কোনদিন তোমার মুখ দেখব না।'

সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে একটা ড্রিঙ্ক ঢালল উইনাল্ডা। হাত কাঁপছে বলে খানিকটা লিকার ছলকে পড়ল চকচকে মসৃণ তাকের ওপর। 'তোমার জন্যে কি না করেছি আমি,' বলল ও। 'কিন্তু কোন লাভ হয়নি তাতে। জানি তোমার মাথায়

ছিট আছে, কিন্তু তাই বলে একটু চেষ্টাও কি করবে না? দুঃখটা সেখানেই আমার, তুমি মানিয়ে নিতে সামান্য চেষ্টাও করছ না।'

ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল রীটা। খাঁচাবন্দী জানোয়ারের কথা মনে হচ্ছে রানার ওকে দেখে।

'তোমার জন্যে বারবার দুঃখ পেতে হয় আমার,' বলল উইনাল্ডা।

পাঁই করে ঘুরল যুবতী। 'তুমি একটা পাগল। কি ভাবো তুমি, তোমার দুঃখে কিছু এসে যায় আমার?'

'কারও দুঃখই কোনদিন স্পর্শ করেনি তোমাকে। তোমার মধ্যে মানুষের জন্যে কোন ফিলিংস আছে?'

'আছে। তুমি বললেই হবে নাকি?'

'আমি যে ফিলিংসের কথা বলছি সেটা নেই।'

শক্ত হাতে গেলাসটা ধরে রয়েছে উইনাল্ডা। আঙুলের গাঁটগুলো ওর সাদা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছে রানা। 'আজই শেষ, তোমার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। এরকম আরেকটা সন্ধ্যা আমার জীবনে আর আসছে না।'

হঠাৎ হেসে উঠল রীটা। 'আমি তোমাকে খেদিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমাকে খেদাচ্ছ না। শুনবে, কেন?'

'দরকার নেই, শুনতে শুনতে কান পচে গেছে।'

'তবু তোমার আক্কেল হয়নি,' বিদ্বেষের সুর রীটার কণ্ঠে। 'কারণ তুমি ভাল লোক নও। কোনদিনই ছিলে না। তুমি একটা অপদার্থ-আহাম্মক। কিচ্ছু জানো না তুমি, কিন্তু ভানটা করো জানো।'

টেবিলে সযত্নে গেলাসটা নামিয়ে রাখল উইনাল্ডা। রীটার কাছে হেঁটে গিয়ে ওর দু'কাঁধে হাত রাখল। মুখটা রক্তশূন্য ওর। 'এগুলো তোমার মনের কথা নয়, মিথ্যে কথা, বলো ঠিক না?' বলল।

ঝাড়া দিয়ে কাঁধ থেকে হাত ফেলে দিল রীটা। 'মিথ্যে কথা বলতে বলতে হেৰসে গেছি আমি, টনি,' বলল ও। 'এসব আর ভাল্লাগে না। একটা সময় ছিল যখন তোমার ঝুটো অহঙ্কারটুকু মেনে নিতাম। কিন্তু এখন আর আমি কেয়ার করি না।'

চটাস করে একটা চড় পড়ল ওর গালে।

মাথার পেছনে হ্যাটটা একটুখানি সরিয়ে দিয়ে সামান্য আগে বাড়ল রানা।

'তোমাকে খুন করে ফেলব আমি।' রাগে কাঁপছে উইনাল্ডার কণ্ঠস্বর।

গালে হাত বুলাল রীটা। 'একটা পিঁপড়ে মারার সাহসও নেই তোমার।' পাল্টা খেঁকিয়ে উঠল ও। 'তোমার ওটা মাথা তো না, একটা হ্যাট স্ট্যান্ড। এক ছটাক ঘিলুও নেই ওটার ভেতর। তোমাকে আর সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। চলে যাচ্ছি আমি।'

মড়ার মতন ফ্যাকাসে হয়ে গেল উইনাল্ডা। 'ও, ওই লোকটাকে মনে ধরেছে না?' বলল ও। গেলাসটা ছুঁয়ে এক পর্যায়ে তুলে নিল ওর হাত।

'মাথায় পানি ঢালো,' বিদ্রূপ করল রীটা। 'নইলে ভিরমি খেয়ে পড়ে যেতে পারো।'

রীটা দরজাটা খুলতে, উইনান্ডা গেলাসটা ছুঁড়ে মারল ওর উদ্দেশে। মাথার গজ খানেক দূরে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে গেল ওটা।

কেবিনের স্কাইলাইট থেকে সরে এসে সটান হলো রানা। এদেরকে যথেচ্ছ মারামারির সুযোগ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, বোট থেকে নেমে হোটেলের দিকে পা চালাল ও।

তিন

পরদিন সকালে টেলরের ওয়র্করুমে তখন রানা, খর্বকায় লোকটিকে একটা বাক্স রং করতে দেখছে, এসময় রিঙ্কন এসে ঢুকল।

'তোমার জন্যে একটা কাজের খবর এনেছি,' বলল রিঙ্কন। 'তোমাকে এখান থেকে ঠিক রাত আটটায় তুলে নেব।'

টেলরের দিকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল রানা, 'কি কাজ?'

'গেলেই দেখবে।'

'শোনো, রিঙ্কন, আমার সাথে হেঁয়ালি করবে না। হয় সোজাসাপ্টা জবাব দেবে আর না হয় আমার আশপাশে ঘেঁষবে না—এসব আমি একদম পছন্দ করি না। কাজটা কি?'

বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মুখের একটা পাশ চুলকে নিল রিঙ্কন। 'বাংলাদেশীদের একটা চালান আসছে। আজ রাতে ওদের পার করছি আমরা।'

'বেশ,' বলল রানা, 'যাব আমি।'

বেরিয়ে গেল রিঙ্কন।

'তোমার এই দোস্ত,' টেলরকে বলল রানা, 'কেন জানি মনে হয় ওর সঙ্গে একটা টক্কর লাগবে আমার।'

উদ্বিগ্ন চোখ তুলে চাইল টেলর। 'তুমি ওর সাথে ঠিক আচরণ করছ না,' বলল ও, মাথা দোলাল। 'লোকটা খুবই বদ। সাবধান থেকো।'

কফিনের একটা ঢাকনার মাথায় দু'হাতের আঙুলে তাল ঠুকল রানা; একটা 'হুঁ' দিল। তারপর টেলরের উদ্দেশে নড করে নেমে এল নিচে। ডেস্কে বসে একটা লেজারে মন দিয়ে কিসব যেন লিখছিল ব্লন্ডি। রানা ওর পাশ কাটাতে আশান্বিত চোখ তুলে চাইল।

'হাই বেবি,' থমকে দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'বাহ্, অপূর্ব একটা মুখ আর ফিগার পরে বসে আছ দেখছি।'

বড় বড় চোখ আরও প্রসারিত হলো ব্লন্ডির। 'এসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, সাহেব,' বলল ও।

'নাই বা ভিজল। কিন্তু যদি ভেজে তখন দারুণ একটা সারপ্রাইজ হবে।'

কলমের মাথাটা বাঁ হাতের আঙুলে খুঁটছে ব্লন্ডি। রানার দিকে চিন্তিত চোখে চাইল। 'তুমি বুঝি ঢুকে পড়েছ এই ব্যবসায়?' প্রশ্ন করল।

সায় জানাল রানা।
'রোহাসের সাথে দেখা হয়েছে?'
'হ্যাঁ।'
দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্লন্ডি। 'ওকে নিশ্চয়ই খুব ভাল লেগেছে?'
'তা লাগেনি। ওর কথা তুমি খুব ভাব, তাই না?'
'আমি কি ভাবি না ভাবি তাতে কি এসে গেল?' তেতো কণ্ঠে বলে উঠল ব্লন্ডি।
হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল রানার মাথায়। ডেস্কের কিনারে চড়ে বসল ও। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হেসে বলল। 'রোহাসের প্রতি তোমার কোন দুর্বলতা নেই তো?'
'কারও প্রতিই আমার কোন দুর্বলতা নেই,' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল ব্লন্ডি। 'আমার ব্যাপারে তোমার নাক না গলালেও চলবে।' কিন্তু ওর চোখ রানাকে অনেক কিছু বলে দিল।
রানা সিধে হয়ে মুচকি হাসল। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বলল। 'আমাকে ভুল বুঝো না। ভেবেছিলাম তোমার সুন্দর মাথাটা আমার কাঁধে রেখে হয়তো একটু সুখ-দুঃখের আলাপ করতে চাইবে। তাতে কিন্তু আর যাই হোক, মনটা হালকা হত।'
'তোমার ধারণা ঠিক নয়,' দাবড়ানি দিল ব্লন্ডি। 'আমার কোন দুঃখ নেই।'
দেঁতো হেসে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা। ব্যাপার তাহলে এই। রোহাসের প্রতি হৃদয় দুর্বলতা আছে ব্লন্ডির কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। নোংরা ইঁদুরটার প্রেমে পড়ল কি করে ওর মত একটা মেয়ে? প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, মনে মনে বলল রানা।
সংকীর্ণ অলিগলি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটল রানা, তারপর আবার ফিরতি পথ ধরে একটা বারে গিয়ে ঢুকল; পুরোটা সময় লক্ষ রাখল পেছনে ফেউ লেগেছে কিনা। লাগেনি নিশ্চিত হয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে ফের হাঁটা ধরল।
ফেডারেল বিল্ডিঙের কাছাকাছি পৌঁছে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে লাগল রানা, সতর্ক দৃষ্টি রাখল রাস্তার ওপর; তারপর এক ফাঁকে সাঁৎ করে বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকে পড়ে এলিভেটর নিয়ে উঠে এল ফেডারেল ফিল্ড অফিসে।
ফেডারেল এজেন্টটির নাম হপকিন্স। ডেস্কের পেছনে উঠে দাঁড়িয়ে ভেজা একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।
হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে ধপ করে ওর উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা। ভেতরের পকেট থেকে কিছু কাগজ-পত্র বের করে এগিয়ে দিল ও। নিজের ও এজেন্সীর পরিচয় দেয়ার পর বলল, 'আমার এক মক্কেলের কেস নিয়ে এখানে এসেছি, এবং আপনাকে কিছু তথ্য জানিয়ে যেতে চাই।'
কাগজ-পত্রগুলো মন দিয়ে লক্ষ করল হপকিন্স। 'আপনার নাম তো আমি অনেক শুনেছি,' বলল সে। 'সি.আই.এ, নুমার হয়ে অনেকবার অনেক কঠিন সব কাজ করে দিয়েছেন।' দৃষ্টিতে সম্ভ্রম ও মুগ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে ওর। 'বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।'

'সব তথ্য এখন আমার নিজেরও জানা নেই, তবে আমি একটা মেয়েকে খুঁজছি। রোহাস কোন না কোনভাবে আমার কেসটার সঙ্গে জড়িত। ভুয়া পরিচয়ে রোহাসের দলে যোগ দিয়েছি আমি। আপনাকে জানানোর কারণ পরে যাতে আপনাদের ছেলেদের সাথে আমার কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। আজ রাতে রিঙ্কনের সাথে বাংলাদেশীদের একটা দলকে পাচার করে আনতে যাচ্ছি। আটটার দিকে রওনা দেয়ার কথা। আপনাকে তাই জানিয়ে গেলাম।'

মুখের চেহারা থমথমে হয়ে গেছে হপকিন্সের। 'কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনি জানেন না,' বলল ও। 'রোহাস জানতে পারলে রক্ষে থাকবে না। এই উপকূলে ওর চাইতে বিপজ্জনক ইঁদুর আর একটাও নেই।'

শ্রাগ করল রানা। 'ঝুঁকি নিয়েই কারবার আমার,' বলল। 'তবু সাবধান থাকব। আমি যে এখানে এসেছি কেউ মনে হয় দেখেনি। আপনারা গ্যাংটাকে বিনাশ করে দিচ্ছেন না কেন?'

'কোন প্রমাণ থাকলে তো। দু'নম্বরী লোক, কি কাজ করে সবই জানি, কিন্তু একবারও ধরতে পারিনি হাতেনাতে। প্লেন, বোট সবই আছে আমাদের উপকূল পাহারা দেয়ার জন্যে, কিন্তু প্রতিবারই কিভাবে যেন ফাঁক গলে বেরিয়ে যায় শয়তানটা। একবার আটকেছিলাম ওর বোট, কিন্তু একটা পিঁপড়েও পাইনি। খুবই সংগঠিত গ্যাং ওদের। আমি বাজি ধরে বলতে পারি আমাদের গার্ড বোট দেখতে পেয়ে লোকগুলোকে পানিতে ফেলে দিয়েছিল ওরা।'

চুলে আঙুল চালাল রানা। 'আজকে ওর বোট আক্রমণ করলেও আমি যাতে ধরা না পড়ি লক্ষ্য রাখবেন। রিঙ্কনকে জেলের ভেতর দেখতে পেলে খুশি হব আমি, কিন্তু তদন্তের স্বার্থে আমার বাইরে থাকা দরকার। হয়তো ভাবতে পারেন ধরে এনে তারপর আমাকে ছেড়ে দিলেও তো হয়। ওটা করতে যাবেন না, প্লীজ। ওদের সন্দেহ হবে। আমাকে বরং সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান।'

'সে ব্যবস্থা করা যাবে,' বলল হপকিন্স। 'কিন্তু কেসটা কি আমি জানতে পারি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখনও জানানোর সময় আসেনি,' বলল ও। 'ফাইনাল মোকাবিলার সময় হয়তো আপনার সাহায্য দরকার হবে আমার, তখন সবই জানতে পারবেন।' উঠে দাঁড়াল রানা।

হ্যান্ডশেক করল ওরা। 'আজ রাতের কোর্স জানেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল হপকিন্স।

মাথা নাড়ল রানা। 'না,' বলল, 'আমাদের আপনারা খুঁজে নেবেন।'

'তা তো বটেই। আজকে স্ট্রেইটে গিজগিজ করবে আমাদের বোট।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে ওয়াটারফ্রন্টে গেল রানা এবং ওখান থেকে পাকড়াও করল টাইসনকে। ফ্ল্যাগলার হোটেলে এরপর গেল ওরা।

রোহাসকে একাই পাওয়া গেল তার রুমে। রানাদের দেখে নড করল সে, টাইসনের উদ্দেশে বলল, 'বাইরে গিয়ে বিশ্রাম নাওগে যাও।'

হকচকিয়ে গেছে টাইসন, কিন্তু আদেশ পালন করল। রানার দিকে চাইল রোহাস। তারপর বলল, 'কাল রাতে নেলসনের ওখানে কেন গেছিলে?'

'তোমার লোকেদের সঙ্গে কাজ করছি আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার খেলতেও হবে এমন তো কোন দাসখত করিনি।'

'ওখানে খেলোনি তুমি,' বলল রোহাস। 'নেলসনের অফিসে গেছিলে—কেন?'

দ্রুত ভেবে নিল রানা। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রোহাস, কোটের সামনের দিকে ভেসে রয়েছে ওর ডান হাত। 'খেলতেই গেছিলাম, কিন্তু নেলসন ডেকে পাঠিয়ে বেরিয়ে যেতে বলল। তোমার কোন লোকজনকে ও অ্যালাউ করতে রাজি নয়।' বলল রানা।

'তুমি রীটা হিউস্টনের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছ, কেন?'

'কেন আবার?' রানা টের পেল শক্ত জমিতে দাঁড়াতে লেগেছে বিপদটা। 'যে কোন পুরুষ মানুষ ওরকম একটা সুন্দরী মেয়ে দেখলে খাতির জমাতে চাইবে। ওকে একা দেখে ভাবলাম বন্ধুত্বটা পাতিয়েই ফেলি। ওর ব্যাপারে কি জানো তুমি?'

জ্বলে উঠল রোহাসের চোখ। 'ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার চালচলন পছন্দ হচ্ছে না আমার, মরিস। দুটো যুক্তিই কেমন খেলো তোমার।'

শ্রাগ করল রানা। 'তুমি নার্ভ লুজ করছ,' ঘৃণাভরে বলল ও। 'কি, নেলসনকে ভয় পাও নাকি?'

মাথা ঝটকাল রোহাস। 'যেতে পারো এখন,' বলল, হেঁটে গেল জানালার কাছে।

মাথায় চিন্তার জট নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। যা ভেবেছিল ততটা সহজে ধুলো দেয়া যাবে না এর চোখে। হাতের তাস সাবধানে ফেলতে হবে ওকে। 'আমি এখুনি আসছি, এক সেকেন্ড,' টাইসনকে বলল ও। 'হোটেলে একটা ফোন করে জানিয়ে দিই রাতে ফিরছি না।'

একটা বুদে ঢুকে নেলসনকে ফোন করল ও। বাইরে অপেক্ষা করছে টাইসন। গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল রানা, 'নেলসন? মরিস বলছি। শোনো, তোমার আস্তানায় রোহাসের চর আছে। আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে এবং তারপর কি কি ঘটেছে সব সে জানে। তোমার ওই কিউবান ম্যানেজারটা—কতদিন ধরে আছে ও?'

'দুই মাস।' উদ্বিগ্ন শোনাল নেলসনের কণ্ঠস্বর। 'আমি ওকে চেক করব।'

'হ্যাঁ, করো,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আমি শিগ্‌গিরিই রোহাস ব্যাটাকে খসাচ্ছি।' ফোন রেখে দিল ও। বুদ থেকে বেরিয়ে টাইসনের বাহু ধরল। 'চলো, দোস্ত, একটু ফুর্তি করে আসি,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে রাতে খাটুনি পড়বে।' চোখ বুজে হাসল ও।

পা বাড়াল ওর সঙ্গে টাইসন। নিচু, গোপন সুরে বলল, 'আজকে ডেট আছে আমার।'

আটটার দু'মিনিট আগে টেলরের ওয়র্কশপে দেখা দিল রানা। রিঙ্কন ও ওয়েন

ইতোমধ্যেই পৌঁছে গেছে। তেল দিচ্ছে ওয়েন একটা সাব-মেশিনগানে। টেলরের পিছু পিছু রানা ওয়র্করুমে ঢুকতে দু'জনেই চোখ তুলে তাকাল।

'বৃষ্টির গন্ধ পাচ্ছি,' বলল রানা।

ঘোঁৎ করে উঠল রিঙ্কন, কিন্তু বানোয়াট বন্ধুসুলভ কণ্ঠে ওয়েন বলল, 'বাহ্, তাই তো চাইছি আমরা।'

রানার উদ্দেশে গলা নামাল টেলর, 'সঙ্গে রড আছে তো?'

মাথা নাড়ল রানা।

টেলর একটা দেরাজের কাছে গিয়ে, ভেতর থেকে ভয়ঙ্করদর্শন এক অটোমেটিক বের করল। মাথা ঝাঁকি দিল রিঙ্কন। 'ওর রডের দরকার নেই।'

টেলর ওর কথা কানে তুলল না। পিস্তলটা রানার হাতে দিল ও। রিঙ্কনকে এসময় মহা উত্তেজিত মনে হলো। 'বললাম না, ওর রড লাগবে না,' উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

রানা ঠাণ্ডা চোখে চাইল লোকটার দিকে। 'মাথা গরম কোরো না,' বলল ও। 'সাথে অস্ত্র থাকলে সেফ ফীল করি আমি।'

পরস্পরের দিকে ক'মুহূর্ত দৃষ্টি স্থির থাকল ওদের, তারপর শ্রাগ করে রিঙ্কন বসে পড়ল আবার।

অদ্ভুত এক টুকরো হাসি দেখা গেল টেলরের ঠোঁটের কোণে। 'তুমি রড রাখা ছেড়ে দিয়েছ নাকি?' রানাকে জিজ্ঞেস করল। 'আমি তো শুনেছি পিস্তলে তুখোড় নাকি তোমার হাত।'

হাতে অটোমেটিকটা ব্যালান্স করছে রানা, চিন্তামগ্ন। 'চলনসই,' এক কথায় সেরে দিল ও।

গোদা কব্জিতে বেমানান খুদে হাতঘড়িটায় চোখ রাখল ওয়েন। 'চলো, যাওয়া যাক,' বলল। ডাস্ট-কোটে মেশিন-গানটা মুড়ে হ্যাটটা তুলে নিল।

দরজার দিকে পা বাড়াল রিঙ্কন। 'পাখি দুটোর ওপর চোখ রেখো,' রানার উদ্দেশে শান্ত সুরে বলল টেলর।

দোকানের বাইরে প্রকাণ্ড এক সেডান পার্ক করা। রিঙ্কন ড্রাইভিং হুইল সামনে নিয়ে বসতে, ওয়েন ও রানা পেছনে উঠে বসল। গাড়িটা সাঁৎ করে বেরিয়ে যেতে টেলরের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। টেলরের পেছন থেকে ব্লন্ডিকে চেয়ে থাকতে দেখল এক পলকের জন্যে। ওর মুখের চেহারার আবছা আউটলাইনটুকু শুধু ধরতে পেরেছে রানা।

'রোহাস এদিকে আসে-টাসে না, কেমন?' ওয়েনকে বলল রানা।

'কেন আসবে?' কাটখোট্টা জবাব দিল ওয়েন।

ডানে সাঁ করে গাড়ির মুখ ঘোরাল রিঙ্কন। 'সব সময় এত প্রশ্ন কিসের তোমার?' বলল ও।

বাকি পথটুকু মৌন রইল ওরা। ওয়াটারফ্রন্টে পৌঁছে গাড়িটা পার্ক করা হলো এবং দ্রুত পায়ে হেঁটে তিনজনে ছোট্ট জাহাজগুলোর সারির কাছে চলে এল। চল্লিশ ফুটী একটা বোটের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল টাইসন ও দীর্ঘদেহী এক নিগ্রো। ওদেরকে আসতে দেখেই নিগ্রোটা বোটে চড়ে ঢুকে পড়ল এঞ্জিন

রুমে। এদিকে নৌকা ভাসাতে প্রস্তুত টাইসন।

ওয়েন বোটে চাপলে রানার উদ্দেশে বলল রিঙ্কন, 'ওরা পাশাপাশি না আসা পর্যন্ত কিছু করতে যেয়ো না। ওরা নৌকায় উঠতে শুরু করলে নজর রাখবে। একজনের কাছেও যেন অস্ত্র না থাকে। সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হচ্ছে নৌকায় ওঠামাত্র ওদের কাপড় খুলিয়ে নেয়া। সময় লাগে এতে, কিন্তু তাতে অসুবিধা নেই। কারও কাছে অস্ত্র পেলে এক মুহূর্ত দ্বিধা না, কেড়ে নেবে। বাধা দিলে হাত চালাবে। তোমার কাছ থেকে পার হওয়ার পর ওয়েন ওদেরকে ফরোয়ার্ড কেবিনে ঠুসে দেবে।'

'শিয়োর,' বলে রিঙ্কনকে অনুসরণ করে নৌকায় চড়ল রানা। টাইসন নোঙর তুলে রিঙ্কনের দিকে বোলাইন ছুঁড়ে দিল। রানার উদ্দেশে হাত নাড়ল ও। 'নাইস ট্রিপ,' বলল।

নিগ্রোটা এঞ্জিন চালু করতে অল্প অল্প কাঁপতে লাগল বোট। ককপিটে এরমধ্যেই বসে পড়েছে ওয়েন, হুইলে হাত তার।

'ছাড়ো,' রিঙ্কন বলল, এবং বোটটা দৌড়ের কেরামতি দেখাতে শুরু করল।

ফোরডেকের ছোট অথচ শক্তিশালী সার্চলাইটটার কাছে চলে এল রিঙ্কন। ওটার পেছনে জড়সড় হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল। আড়ষ্ট ওর পিঠের ভঙ্গি, বিরাগপূর্ণ, রানা তাই সযত্নে ওকে উপেক্ষা করল। ককপিটে নেমে এসে ওয়েনের পাশে জাঁকিয়ে বসল ও।

'মাল তুলবে কখন?' জিজ্ঞেস করল।

'এই তো, দশটা নাগাদ,' বলল ওয়েন।

বোট খোলা সাগরের দিকে এগোতে, হঠাৎ করে জেঁকে বসল ঠাণ্ডা এবং সে সঙ্গে শুরু হলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। চাঁদ পালিয়ে রয়েছে বলে সামনেটা ক্ষীণ দৃশ্যমান।

শিউরে উঠল রানা। 'তোমার অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে,' বলল ওয়েন। 'শীত করলে এঞ্জিন-রুমে যাও। জায়গাটা এখানকার চেয়ে গরম।'

ওয়েনের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থেকে তারপর এঞ্জিন-রুমে গেল রানা। লক্ষ করল রিঙ্কন তখনও সার্চলাইটের পেছনে বসা, নিস্পন্দ।

ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে বেশ ভালরকমই দুলছে নৌকাটা। নিগ্রোটার মুখে টুঁ শব্দটি নেই। একটু পরপরই চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রানার দিকে চাইছে, কিন্তু ঠোঁটের তালা খুলছে না।

খানিকক্ষণ পর ওয়েন চেঁচিয়ে উঠতে রানা ককপিটে চলে এল। আঙুল-ইশারা করল ওয়েন। বহুদূর থেকে একটা সবিরাম আলোর ঝলকানি আসছে। কোর্স পাল্টে সোজা আলোটাকে লক্ষ্য করে বোট ছোটাল ওয়েন। রানা বুঝল এদেরই লোক সঙ্কেত দিচ্ছে।

রিঙ্কন হঠাৎ তার সার্চলাইটের সুইচ অন করল, এবং প্রায় তখুনি আবার অফ করে দিল।

অ্যারোপ্লেনের ক্ষীণ গোঁ গোঁ শব্দটা কান এড়ায়নি রানার। আঁধারে এক টুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। আওয়াজটা ওয়েনও শুনতে পেয়েছে।

রিঙ্কনের উদ্দেশে গর্জন ছাড়ল ও, 'একটা প্লেন আসছে।'

রিঙ্কন সটান দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে চোখ রাখল। এবার ত্রস্ত হাতে রানিং লাইটগুলো নেভাতে শুরু করল ও। আঁধারের পর্দা ভেদ করে ছুটে চলেছে বোট।

'কোস্টগার্ড শালারা আর সময় পেল না,' বুনো কণ্ঠে গর্জাল ওয়েন।

একঘেয়ে গোঙানি তুলে এগিয়ে আসছে প্লেনটা, এরপর, ক'মিনিট পর দূরে মিলিয়ে গেল। সার্চলাইট আবার জ্বালল রিঙ্কন, আলোর রশ্মি আঁধার চিরে দিলে ওটা বন্ধ করে দিল ফের। অন্য বাতিটা দপদপ করে তখনও আলো দিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই কাছে থেকে আরও কাছে চলে আসছে ওটা।

রানার হাতে একটা টর্চ ধরিয়ে দিল ওয়েন। 'সামনে যাও,' বলল, 'আমরা এসে গেছি প্রায়।'

টর্চ হাতে ককপিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওয়েন স্পীড কমাতে দুলে উঠল বোটটা।

রিঙ্কন, অনেকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, হাঁক ছাড়ল, 'কিল ইট,' এবং আকস্মিক দমকের পর থেমে গেল এঞ্জিন। রানার কাছে হেঁটে এসেছে রিঙ্কন, বোটের নাচানাচির ফলে সাবধানে পা ফেলে। 'রড বের করো,' খেঁকিয়ে উঠল, 'লক্ষ্য রেখো এদের ওপর।' হাতে সাব-মেশিন গান ধরা ওর। 'তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। অস্ত্র নেই শিয়োর হয়ে, ওয়েনের কাছে চালান করে দেবে।'

কালিলেপা অন্ধকারে চেয়ে রয়েছে ওরা দু'জনেই। হঠাৎ একটা খুদে টর্চ জ্বলে উঠল রিঙ্কনের হাতে। ওর লকের ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ কানে গেছে তার।

ছোট দাঁড়টানা একটা নৌকা মৃদু ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। আটজন লোককে ওটায় গাদাগাদি করে বসে থাকতে দেখল রানা এবং দু'জনকে দেখা গেল দাঁড়ে; রিঙ্কন এবার ওর টর্চ নিভিয়ে দিল।

'প্লেনের শব্দ শোনা যায় কিনা কান খাড়া রাখো,' বিড়বিড়িয়ে রানাকে বলল রিঙ্কন। রো-বোটটা দুলতে দুলতে পাশে চলে এলে টর্চটা জ্বালল আবার।

এক রোগাপটকা কিউবান উঠে এল রানাদের বোটে। 'আটটা আছে এখানে,' রিঙ্কনকে বলল ও। 'বাকিগুলোকে আরও তিন নৌকায় আনব।'

'স্পেশ্যালটার কথা মনে আছে তো?'

'নিশ্চয়ই, সবার শেষে আনব ওটাকে।'

'নাও, শুরু করো,' রানাকে বলল রিঙ্কন।

পিছু হটে অপেক্ষা করছে রানা। বাংলাদেশীরা একে একে উঠে আসছে বোটে। বেশিরভাগের গায়েই ঢাকার বঙ্গ বাজারের পোশাক লক্ষ করল রানা। রিঙ্কন গুনে গুনে তুলছে ওদের, একজন একজন করে উঠতে দিচ্ছে, রানা ওয়েনের কাছে পাচার করবে বলে সময় নিচ্ছে। ওয়েন লোকগুলোকে ফরোয়ার্ড কেবিনের দিকে পরিচালনা করছে। রানার সামনে ভেড়ার মতন দাঁড়িয়ে থাকছে ওরা, সে ওদের দেহ চাপড়ে নিশ্চিত হয়ে ওয়েনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

দুটো নৌকায় আরও চালান এলে বেশ কিছুটা সময় বেরিয়ে গেল। টিংটিঙে কিউবানটা এতক্ষণ রিঙ্কনের ডানপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বলল, 'এখন

স্পেশ্যালটার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।'

রিঙ্কন বলল ওয়েনকে, 'বাঙালীগুলোকে আটকেছ?' ওর কণ্ঠস্বরের অস্বস্তি কান এড়াল না রানার।

'বল্টু মেরে দিয়েছি,' আশ্বস্ত করল ওয়েন।

'স্পেশ্যাল' বলতে কি বোঝাল চিন্তা খেলছে রানার মাথায়। নিরীহ লোকগুলোর জন্যে দুঃখ হচ্ছে ওর। কত আশা নিয়ে স্বপ্নের দেশে ভাগ্যান্বেষণে এসেছে এরা, ঘুণাক্ষরেও জানে না কী বিপদ অপেক্ষা করছে সামনে। দরিদ্র স্বদেশবাসী বিদেশ যেতে পারলে বর্তে যায়, অগ্রপশ্চাত বিবেচনা করে দেখে না একটিবারের জন্যেও। কতবার বিভিন্ন ট্র্যাভেল এজেন্সীর সামনে ধস্তাধস্তি, আহাজারি চোখে পড়েছে ওর। আদম ব্যাপারীদের নিষ্ঠুর প্রতারণার ফাঁদে পড়ে, সর্বস্ব খোয়ানো যুবকের পাগলপ্রায় দশা ওর নিজের চোখে দেখা। বুকটা টনটন করে উঠল রানার। আর কিছু না পারুক, রোহাসের এই শয়তানের ঘাঁটি ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে ও। অসহায় মানুষগুলোকে যেভাবে হোক বাঁচাতেই হবে ওকে। কাঁচা পাকা একজোড়া ভুরু এমুহূর্তে কল্পনায় ভেসে উঠে বুকে সাহস জোগাচ্ছে ওর।

ওয়েন ও রিঙ্কনের মধ্যে সহসা একটা চাপা উত্তেজনা গজিয়ে উঠেছে টের পাচ্ছে রানা। ওরা সবাই আঁধারে অপেক্ষমাণ, নৌকাটার ফিরে আসার জন্যে কান খাড়া সবার। শেষ অবধি দাঁড়ের মৃদু ছলাৎ ছলাৎ ভেসে এল। রিঙ্কনের টর্চ জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে এবং সে একটা বোট-হুক বাড়িয়ে ধরতে স্থিরতা পেল নৌকাটা।

শুকনো কিউবানটা উঠে এল রানাদের বোটে। ওর নিচু হয়ে বাড়ানো হাতে দাঁড়ি ছোট্ট একটা দেহ তুলে দিল। একটানে 'বিশেষ মাল'টা উঠে এসেছে ডেকে।

রানার হাতের টর্চ জ্বলে উঠে আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলল স্পেশ্যাল জিনিসটিকে। মৃদু আর্তস্বর বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। একটা কিশোরী। বেশি হলে তেরো কি চোদ্দ বছর বয়স হবে, বাঙালী ও রূপসী। নিষ্পাপ মুখখানায় ভীরু হরিণীর চাউনি, ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে মনে হলো। সস্তা দরের সালোয়ার-কামিজ পরনে ওর।

অশ্লীল একটা খিস্তি ঝেড়ে, বাড়ি মেরে টর্চটা রানার হাত থেকে ফেলে দিল রিঙ্কন। 'সঙের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ, যাও,' কথাগুলো ওর দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরোল। 'ওয়েন, মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখো।'

কিউবানটার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল রিঙ্কন, লোকটা অয়েলস্কিনে মোড়া একটা প্যাকেট ওর হাতে গছিয়ে দিয়ে নিজের নৌকায় গিয়ে চড়ল এবং হারিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

'আমাকে আগেই জানানো উচিত ছিল,' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল রানা।

'কি? কি জানানো উচিত ছিল?' তেড়ামির সুর রিঙ্কনের গলায়।

'তোমরা নারী পাচার করছ আমাকে বলোনি। জানো এর শাস্তি কি?'

'চোপরাও, ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না,' ধমকে উঠল রিঙ্কন। 'মেয়েছেলে দিয়ে ড্রাগ ব্যবসা আরও লাভজনক। পুলিস এদের সহজে সন্দেহ করে না।'

রানা নীরব রইল, ককপিটে যেতে বাধা দিল না রিঙ্কনকে। যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন হলো সে। মেরী রেটনের বোনকে কী ওয়েস্টে দেখা গেল, তারপর রোহাসের এই বাঙালী পাচারের ব্যবসা। মেরী বলেছিল তেরো বাঙালীর সাথে ওর বোনের কি সম্পর্ক তদন্ত করে বের করতে। আদৌ কোন যোগসূত্র আছে কি ওর বোনের সাথে এসব অসহায় বাঙালীর? নাকি দুটো আলাদা রহস্য? এখনও জানে না রানা।

'চলো রওনা দিই,' চিৎকার ছাড়ল রিঙ্কনের উদ্দেশে ওয়েন। 'সারা রাত এখানে বসে বসে মশা মারব নাকি?'

'তা তো বটেই, নিগারটাকে বলো, স্টার্ট দিক,' বলল রিঙ্কন।

এঞ্জিন লাফিয়ে উঠে জীবন পেতে কেঁপে উঠল বোটটা। রানা ককপিটের ছাদের দিকে পেছন ফিরে অনুসন্ধানী চোখ রাখল অন্ধকারে। কান খাড়া ওর, প্যাট্রল বোটের শব্দ শুনতে পাবে যে কোন মুহূর্তে আশা করছে। যদিও কিছুই দেখতে বা শুনতে পায়নি ও এখন পর্যন্ত।

রিঙ্কন চেঁচিয়ে উঠল আচমকা। 'মরিস—কোন্ নরকে তুমি? অ্যাই, মরিস!'

ককপিটে এসে ঢুকল রানা। 'ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?' পাল্টা বলল, 'ভয় করছে অন্ধকারে? ডুডু খাবে?'

'গালচালাকি কম করো, মালগুলোকে শিকল পরাওগে যাও। শিকল ওই যে ওখানে পাবে। আর মুখগুলোও বেঁধে দেবে।'

একগাদা হ্যান্ডকাফ মরচে ধরা শিকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে এক কিনারে। 'কি দরকার?' বলল ও।

'কি দরকার মানে? সাবধান হতে হবে না? কোন প্যাট্রল বোট পিছু নিলে ইঁদুরগুলোকে ফেলে দেয়া হবে। ভারী চেইন পরানো থাকলে সবকটা একসঙ্গে টুপ করে ডুবে যাবে।'

'আমি ওসব পারব না,' বলে রিঙ্কনের হাত থেকে হুইলটা কেড়ে নিল রানা।

নেভিগেশন ল্যাম্পের ম্লান আলোয় একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইল রিঙ্কন। 'তোমাকে দিয়ে কখনোই কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না।' শিকল ও হাত-মুখ বাঁধার কাপড় নিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল ও।

মরুক শালা! দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা। আর বেশিক্ষণ এদের সহ্য করা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। ইনফর্মেশন যতখানি দরকার ছিল পেয়ে গেছে প্রায়। এখন ওই রীটা হিউস্টন কি বলে তার ওপর নির্ভর করছে বাকিটুকু। মেয়েটির কাছ থেকে আশাপ্রদ সহযোগিতা পাওয়া মাত্র আঘাত হানতে পারে ও সর্বশক্তিতে এবং তছনছ করে দিতে পারে রোহাসের সাধের সাম্রাজ্য।

পিস্তলের গুলির ভোঁতা শব্দে এক ঝটকায় বোটের প্রতি মনোযোগ ফিরে এল রানার। কান পাতল ও, কিন্তু চোখ পিটপিট করে সামনে চেয়ে কিছু দেখতে পেল না। খানিকক্ষণ চারদিক সুনসান, তারপর ককপিটে ফিরতে দেখা গেল রিঙ্কনকে

রিঙ্কন হুইলটা বুঝে নিতে ওর দিকে এক ঝলকের জন্যে চাইল রানা

কঠোর ও নিস্পৃহ দেখাচ্ছে লোকটার মুখের চেহারা। 'সমস্যা?' বলল রানা।

দেঁতো হাসল রিঙ্কন। 'শালারা শিকল পরতে রাজি না। একটার ঠ্যাঙে গুলি করতে তবে চেঁচামেচি থামল।'

চুলে আঙুল চালাচ্ছে রানা। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু ঠাণ্ডা কমেনি।

'যাও, ছুঁড়ীটাকে দেখে রাখতে বলোগে ওয়েনকে,' একসময় বলল রিঙ্কন। 'শান্ত শিষ্ট মনে হলে কি হবে, হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিলে নরক নেমে আসবে জাহাজে।'

জাহাজের পেছন দিকে ছোট্ট কেবিনটার উদ্দেশে পা বাড়াল রানা। কেবিনের ভেতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল ও। কিশোরী মেয়েটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে ওয়েনের বাচ্চা। নিঃশব্দে যুঝছে মেয়েটি, তার নাক ও ঠোঁট থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

এক পা আগে বেড়ে ওয়েনের কলার চেপে ধরল রানা। হ্যাঁচকা টানে মেয়েটির কাছ থেকে ছিটকে চলে এল সে। একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে দু'মণী একটা ঘুসি ঝাড়ল রানা লোকটার নাকের ওপর, একই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত পা-ও চালিয়েছে। ছোট্ট কেবিনটার ওদিকে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল ওয়েন। বেশি না, চেতনা লোপ পাওয়ার জন্যে রানার দুটো মারই যথেষ্ট। অচেতন লোকটার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনল রানা কেবিন থেকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল কিশোরীর উদ্দেশে।

ককপিট থেকে গলা বাড়িয়েছে রিঙ্কন। 'কি হচ্ছে ওদিকে?' গর্জাল ও।

গ্রাহ্য করল না রানা। স্কাপারে ঠুসে দিল ও ওয়েনকে।

ইতোমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছে ওয়েন, দু'হাতে মাথা ধরে আছে। সারা মুখ রক্তাক্ত ওর। অস্পষ্ট সুরে প্রলাপের মতন কি সব খিস্তি খেউড় আওড়াচ্ছে। ফিরেও চাইল না ওর দিকে রানা; ককপিটের দিকে এগিয়ে নেমে পড়ল নিচে।

'কি হচ্ছে কি?' জবাব চাইল রিঙ্কন।

গলা সংযত রাখতে বেগ পেতে হলো রানাকে। 'ওয়েন শয়তানটা মেয়েটার ওপর চড়াও হয়েছিল। উচিত শাস্তি দিয়েছি।'

শ্রাগ করল রিঙ্কন, মুখে কিছু বলল না।

রানাও চুপ করে রইল। বোটের বাঁদিকের চলমান খুদে বাতিটার দিকে লক্ষ্য ওর। রিঙ্কন কিছু সন্দেহ করে বসার আগেই দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল ও। ওটাই প্যাট্রল বোট কিনা ভাবছে রানা।

ওয়েন, টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ওটাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে হুঁশিয়ারি দিল। ওদিকে চোখ পড়তেই চরকির মতন হুইলটা ঘুরে গেল রিঙ্কনের হাতে।

'কোস্টগার্ড,' বলল ও, 'হয়তো স্পট করতে পারবে না আমাদের।'

বোটটা তখনও আলো নিভিয়ে ছুটে চলেছে, কিন্তু চাঁদ এখন মেঘের চাদর সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে, ফলে সাদা প্রকাণ্ড ওয়াশটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

বাতিটা লক্ষ করছে রানা, ওটাকে সামান্য বাঁক নিয়ে ওদের উদ্দেশে

এগোতে দেখল। 'দেখে ফেলেছে,' শান্ত স্বরে বলল ও।

ওয়েনের উদ্দেশে গলা ছাড়ল রিঙ্কন, যতখানি সম্ভব বাড়িয়ে দিল বোটের গতি। টলতে টলতে ককপিটে নেমে এল ওয়েন। খুনে দৃষ্টিতে রানাকে একবার দেখে নিল ও, কিন্তু দাবড়ানি খেল রিঙ্কনের। 'হুইল ধরো। আমি পিস্তলের ব্যবস্থা করছি।'

ওয়েন হুইল নিতে পেছনদিকে উধাও হলো রিঙ্কন। রানা ককপিট থেকে উঠে এসে ওর পিছু নিল। আলোটা নিকটবর্তী হচ্ছে ক্রমশ, এবং চাঁদের আলোয় সাগর ভেসে যেতে বোটটার অবস্থান জানা হয়ে গেল রানার। প্রচণ্ড দ্রুত গতি ওটার। পানির ওপরে উঁচিয়ে রয়েছে সামনের দু'পাশ।

'ধরে ফেলবে মনে হচ্ছে,' রিঙ্কনকে বলল রানা।

এঞ্জিন-রুমের উদ্দেশে রিঙ্কন চিৎকার ছাড়তে নিগ্রো লোকটা একটা থম্পসন গান চালান করল। রানার হাতে ওটা দিয়ে, নিগ্রোর কাছ থেকে আরেকটা নিল রিঙ্কন।

'তুমি বাঁদিকটা দেখো,' বলল রিঙ্কন, দেহ মিশিয়ে শুয়ে পড়েছে। 'গুলি চালাতে থাকবে।'

শুয়ে পড়ল রানা। দুটো গুলি করল ও, সতর্ক রইল যাতে বুলেট বোটটার অনেক ওপর দিয়ে যায়। প্রায় সমান্তরালভাবে ফায়ার করল রিঙ্কনও। রানা শুয়ে থেকেই দেখতে পেল, ধাবমান বোটটার অগ্রভাগ থেকে ফুলকির মতন ছড়িয়ে পড়ল সাদা কাঠের টুকরো।

কোস্টগার্ড পাল্টা জবাব দিলে মাথা নোয়াল রানা। দীর্ঘ, হলদেটে ঝলকানিগুলো দৃষ্টি কাড়ল ওর এবং কানে এল বোটের পাশে কামড় বসানো গুলির ধুপ ধাপ শব্দ। কোস্টগার্ডদের ভারী ফায়ারিঙের সামনে রানা কেন রিঙ্কনেরও মাথাচাড়া দিয়ে পাল্টা গুলি চালানোর সাধ্য হলো না।

ককপিটের আড়াল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করে আর্তচিৎকার ছাড়ল ওয়েন। 'দোহাই তোমাদের, একটু কিছু করো। ওরা যে এক্ষুণি এসে পড়বে!'

নিজের কভারের পেছন থেকে উঁকি দিল রিঙ্কন, শত্রুপক্ষের বোটটাকে ছ'ফিটের মধ্যে দেখল ও এবং কাঠের চলটা ছিটকে উঠতে মাথা নামাল আবার।

মাথা ফিরিয়ে চাইল রানা। রিঙ্কনকে ডেকের একটা অংশ বলে মনে হলো ওর; এমনই চমৎকারভাবে শরীরটাকে মিশিয়ে দিতে পেরেছে। 'সাবধান, মাথা ধরে যাবে,' রানার উদ্দেশে হাঁক ছেড়ে কাত হলো রিঙ্কন এবং বলের মতন ছোট্ট একটা জিনিস ছুঁড়ে দিল প্রতিপক্ষের বোটের ওপর।

চোখ ধাঁধানো আলো ও ভয়াবহ একটা বিস্ফোরণের পর একপাশে হেলে পড়ল কোস্টগার্ডদের বোটটা।

'চালো,' ওয়েনের উদ্দেশে চেঁচাল রিঙ্কন, এবং উঠে বসল বিপক্ষের বোটটাকে দাউদাউ আগুনের মাঝে বিস্ফোরিত হতে দেখার জন্যে। হাঁচড়েপাঁচড়ে রানার কাছে চলে এল ও। 'এ জিনিস এবারই প্রথম কাজে লাগালাম। বুদ্ধি বটে রোহাসের। আনারসটা বোটে না থাকলে বাংলাদেশীগুলো এখন হাঙরের পেটে যেত, ব্যর্থ হত ট্রিপটা।'

ঘোঁৎ করে উঠল রানা। জ্বলন্ত বোটটা থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছে না ও, আঁধারে খুব দ্রুত একটা ক্ষুদ্র লাল আভায় পরিণত হচ্ছে ওটা। আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। রিঙ্কন ইতোমধ্যে সামনে চলে গেছে। দূরে থেমে থেমে জ্বলা একটা সবুজ বাতির দিকে নির্দেশ করছে সে। হুইল খানিকটা ঘুরাল ওয়েন।

'মাল বুঝে নেবে ওরা,' রানাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাল রিঙ্কন। 'আমাদের কাজ খতম।'

দাঁড়িয়ে থেকে সবুজ বাতিটাকে ক্রমশ কাছে আসতে দেখল রানা। এখন ওর কাজে নামার পালা। অনেক সময় দেয়া হয়ে গেছে রোহাসকে।

রাত দুটোর দিকে হোটেলে ফিরল রানা। বাতি জ্বালার আগেই টের পেয়েছে কেউ একজন আছে এঘরে। কোন শব্দ না পেলেও একাকী নয় ও পরিষ্কার উপলব্ধি করছে। ভেতরে পা রাখল রানা, ম্লান আলোয় খোলামেলাভাবে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তিবোধ করছিল। বাতাসে কি যেন ভাসছে, সেন্টের সুবাস। কোটের ভেতর হাত ভরে পিস্তলটা বের করল ও, তারপর দেয়াল হাতড়ে সুইচটা খুঁজে পেয়ে অন করল।

খাটের পায়ার কাছে মেয়েলী কাপড়চোপড় স্তূপাকারে পড়ে আছে। একটা কালো ড্রেস, একগাদা লেস ও ক্রেপ ডি চাইনে আর একজোড়া জুতো।

রানার বিছানায় উঠে বসল রীটা হিউস্টন। দুটো নগ্ন বাহু বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রেখেছে বেডশীটটাকে। রানাকে দেখতে পেয়ে শুয়ে পড়ল আবার ও, শীটের বাইরে হাত দুটো রানার বালিশে তার স্বর্ণকেশ পরিপাটী করতে ব্যস্ত।

পিস্তল সরাল রানা। মাথায় একটাই ভাবনা খেলা করছে ওর, সে ক্লান্ত এবং এই মেয়ে দূর হলে পর বিছানার চাদর-টাদর সব ফেলে দিতে হবে। এই শীট ব্যবহার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ঘুমকাতুরে হাসি উপহার দিল রীটা ওর উদ্দেশে।

ফ্লোর ল্যাম্পের কাছে গিয়ে ওটা জ্বালল রানা এবং নিভিয়ে দিল সিলিং ল্যাম্প। আলোটা অপেক্ষাকৃত নরম, কিন্তু ঝকঝকে করে তুলল মেঝেটাকে। কার্পেটে দুটো ছোট ছোট লাল দাগ চোখে ধরা পড়ল ওর, আগে এগুলো দেখেনি। লাল দাগগুলো থেকে রীটার জুতোর দিকে নজর গেল ওর। ঘরের আরেকটু ভেতরে হেঁটে এল রানা। জুতোয় লালচে চিহ্ন, তারমানে রীটা মাড়িয়ে এসেছে কিছু। কিন্তু জুতোজোড়া না তুলে নিশ্চিত হতে পারল না রানা। রক্তের দাগ চিনতে ভুল হয়নি ওর, কিন্তু মেয়েটিকে এখনও জানতে দিতে চায় না দেখে ফেলেছে সে।

'এখানে কেন এসেছ?' রানা জবাব চাইল।

'তোমার জন্যে। তুমি বলেছিলে প্যারাডাইস হোটেল, কথা নাকি বলতে চাও। বসে থাকতে থাকতে হয়রান হয়ে শেষে শুয়ে পড়েছি। ভেবেছিলাম আজ বুঝি আর ফিরছ না তুমি।'

'কখন এসেছ?'

'কখন মানে?' নীলাভ চোখজোড়া একটু ঠাণ্ডা হয়ে গেল রীটার।

'কোন্ সময়টায়?'

'নটায়। এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর বিছানায় উঠেছি।'

'কেউ দেখেছে তোমাকে এখানে আসতে?'

মাথা নাড়ল রীটা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারা। অস্থিরচিত্তে নড়েচড়ে উঠল বিছানায়। পাতলা শীটের নিচে ওর পা দুটোর লম্বা আউটলাইন দেখা গেল। বাহাদুরির ভাব অনেকটাই পালিয়েছে তার। 'পুলিসের মত জেরা করছ কেন?' বলল ও।

নিরাসক্ত হাসল রানা। 'তোমাকে একটু ঝালিয়ে দিচ্ছি আর কি, বেবি,' বলল। 'অ্যালিবাই মনে হয় তেমন কিছু নেই তোমার, ঠিক না?'

তড়াক করে উঠে বসল বিছানায় রীটা। 'ক্ক-কি বলছ তুমি এসব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কভার নাও। তুমি তো আর ছোট্ট খুকীটি নও।'

একটানে শীটটা গায়ে তুলল রীটা, কিন্তু শুলো না আর। 'কি বলতে চাও তুমি—অ্যালিবাই?'

সামনে বেড়ে ওর এক পাটি জুতো তুলে নিল রানা। গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করল ওটা। শুকনো রক্তে শুকতলী ঢাকা পড়ে আছে। মেয়েটির কোলে ছুঁড়ে দিল জুতোটা ও। 'উ' করে আর্তধ্বনি তুলে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রীটা। তারপর চিত হয়ে শুয়ে, দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কাবার্ড থেকে স্কচের বোতল বের করে একটা ড্রিঙ্ক নিল রানা। হ্যাট আর কোট খুলে ফেলল ও। আগুন জ্বলছে যেন ঘরের মধ্যে। খোলা জানালাটার কাছে হেঁটে গিয়ে ফাঁকা রাস্তাটায় চোখ রাখল। 'আমাকে সব খুলে বলো,' বলল ও।

'আমি এর কিছুই জানি না।'

বিছানায় ফিরে এসে এক কোণে বসল রানা। 'সেক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি তুমি এ ঘর থেকে দূর হবে তত বেশি খুশি হব আমি। খুনের দায়ে ফাঁসার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

ফোঁপানির ফাঁকে বলতে পারল রীটা: 'আমি খুঁজে পাই ওকে। ও পড়ে ছিল মেঝেতে। কেউ গুলি করে রেখে গেছে।'

চুলে আঙুল চালাল রানা। 'কার কথা বলছ?' শান্ত সুরে প্রশ্ন করল।

'টনি—উইনাল্ডা, আমি যার সাথে ছিলাম।'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। 'কোথায় সে?' শেষমেষ বলল।

হাত সরিয়ে নিয়েছে রীটা। আঁতকে উঠতে হলো রানাকে। এক ফোঁটা পানি নেই ওর চোখে। অভিনয় করছিল এতক্ষণ। 'ওর বোটে,' বলল।

'কখন খুঁজে পেয়েছ?'

'এখানে আসার এই একটু আগে।'

চোখ রগড়ে নিল রানা। সিধে হয়ে কোট ও হ্যাট পরে নিল আবার। 'এখানে অপেক্ষা করো,' বলল ও। 'আমি একবার দেখে আসি।'

'আমিও যাব,' আদুরে কণ্ঠে বলে উঠল রীটা।

মাথা নাড়ল রানা। 'তুমি এতে জড়িয়ো না। এখানে থাকো। ফিরে এসে কথা বলব তোমার সাথে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা ওয়াটারফ্রন্টে চলে এল রানা।

হিলারী জেড খুঁজে নিয়ে ডেকে উঠে পড়ল ও, গিয়ে ঢুকল মেইন কেবিনে। মিশমিশে অন্ধকার। পাওয়া গেল না উইনাল্ডাকে। গোটা বোটে তন্নতন্ন করে তল্লাশী চালিয়েও কিচ্ছু পেল না। পোর্টহোল বন্ধ করে স্লীপিং কেবিনের আলোটা জ্বালল ও। ইতস্তত ছড়ানো ছিটানো কাপড়চোপড় দেখে ধারণা করল উইনাল্ডা নিশ্চয় এখানেই ঘুমিয়েছে।

চেস্ট অভ ড্রয়ারগুলো সাবধানে পরীক্ষা করল ও।

একমাত্র বিস্ময়কর যে জিনিসটা আবিষ্কার করল সেটা হচ্ছে ব্লন্ডির একটা ছোট্ট ছবি, দেখে মনে হলো বেশ ক'বছর আগেকার তোলা। ওয়ালেটে স্থান দিল রানা ছবিটাকে। তারপর ড্রয়ার বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে দিল।

মেইন কেবিনে আবারও ফিরে গিয়ে কার্পেটটা নিরীখ করল ও। গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করার পরই কেবল ধরতে পারল কার্পেটের ছোট একটা অংশ সম্প্রতি ধোয়া হয়েছে। সটান উঠে দাঁড়াল ও। উইনাল্ডা বোটে নেই এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ এখন রানা।

উইনাল্ডা কি মারা গেছে? রীটার কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? লোকটা খুন হয়ে থাকলে লাশটা সরাল কে আর কার্পেটই বা সাফ করল কে? রীটা নিজেই কি হত্যা করেছে ওকে? বোটে এদের দু'জনের মধ্যে যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ শুনেছিল রানা তাতে অসম্ভব নয় কাজটা।

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে রানার, কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। জেটিতে পা রাখতে, ওয়াটারফ্রন্টের ওদিকটাতে বাতি নেভানো মস্তবড় এক সেডান এসে থেমেছে লক্ষ করল। এক ঝলক ওটাকে দেখে নিয়েই মাটিতে লম্বা হলো রানা পরমুহূর্তে একটা চাপা গর্জন ভেসে এল গাড়িটা থেকে এবং বুঝতে বেগ পেতে হলো না ওকে লক্ষ্য করে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ছোঁড়া হয়েছে। পিস্তলটা বের করে যেমনকে তেমন শুয়ে রইল রানা। গাড়ির এঞ্জিন চালু হলো এবং বালুময় রাস্তায় চাকার ঘর্ষণে সপাং করে একটা শব্দ উঠল। তারপর মোড় ঘুরে বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল গাড়িটা

উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়ল কাপড় থেকে রানা। জটিল হয়ে উঠছে গোটা ব্যাপারটা হেঁটে প্যারাডাইসে ফিরল ও, ছায়ার আড়াল নিয়ে এবং পেছনদিককার রাস্তাগুলো ব্যবহার করে।

রীটা তেমনি শুয়ে রয়েছে। মুখের চেহারায় ব্যঙ্গ ওর, ঠোঁটের কোণে বাঁকা একটু হাসি

রানা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। 'তুমি যখন দেখেছ ও কি তখন মেইন কেবিনে ছিল?' কোন রকম ভণিতা ছাড়া জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, যেন এটাই আশা করেছিল। 'ওকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' বলল ও। 'কেন করল কাজটা জানি না, কারণ কাউকে বলির পাঁঠা বানাতে চাইলে তোমাকে বানাতে পারত। হয় তুমি ওকে খুন করে লাশ পানিতে ফেলে দিয়েছ কিংবা ওসব কিছুই করোনি। খুনী নিজস্ব কোন কারণে ফিরে এসে

লাশটা সরিয়ে ফেলেছে। কি, কাজটা তোমার নাকি?'

লম্বা লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে দিল রীটা। 'আমার দ্বারা সম্ভব? ওরকম দানবের মতন একটা লোককে—'

কেবিনে উঠে-যাওয়া প্রায় খাড়া সিঁড়িটার কথা স্মরণ করল রানা, মাথা দোলাল। 'না,' বলল, 'ঠিকই বলেছ।'

মুখে রং ফিরে আসাতে রীটাকে এখন আর অতটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে না। 'ওরা লাশ লুকিয়ে ফেললে,' বলল সে। 'কারও বোঝার সাধ্য নেই ও মারা গেছে, তাই না?'

হাই তুলল রানা। 'হুঁ।'

বিছানায় গুটিয়ে শুলো রীটা, তাকিয়া থেকে টেনে নিল বালিশটা। 'আমাকে দেখতে কেমন লাগছে? অ্যাই, বলো না গো।' বলল রীটা, চোখে ছিনালি ভর করেছে আবার।

'তোমার বোন মেরী কোথায়?' ফস করে প্রশ্ন করল রানা।

ও লাফ দিয়েছে এক ইঞ্চিও হবে না, কিন্তু দেখে মনে হলো কয়েক গজ। সামনে ঝুঁকে পড়ে টেনে নিজের দিকে ওর মুখ ফেরাল রানা। চোখে হতচকিত দৃষ্টি মেয়েটির। 'তোমার বোন কই?' পুনরাবৃত্তি করল রানা।

'ওর ব্যাপারে কি জানো তুমি? কিভাবে জানো?' বলল রীটা।

ওর পাশ ঘেঁষে বসল রানা। 'তোমরা অবিকল দুটো মটর দানার মতন,' বলল ও। 'এমন মিল সচরাচর চোখে পড়ে না।' পকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে মেরীর ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা চিঠিটা বের করে আনল ও। 'দেখো এটা।'

শূন্য দৃষ্টিতে চিঠিটা পড়ে তারপর মাথা ঝাঁকাল রীটা। 'জানি না,' বলল, 'রোহাস কে? নেলসনই বা কে?'

টেবিলের সামনে গিয়ে একটা নোটপেপার প্যাড ও পেন্সিল নিয়ে ফিরে এল রানা। 'চিঠিটা লেখো তুমি,' বলল ও।

রীটা ছটফটিয়ে উঠে বসতে, দ্রুত বলল, 'দাঁড়াও' কাবার্ড থেকে ওর পায়জামা জ্যাকেট বের করে এনে ছুঁড়ে দিল মেয়েটির দিকে। তারপর বাথরুমে গিয়ে ক'সেকেন্ড অপেক্ষা করল। ফিরে যখন এল মেয়েটি তখন কোটের লম্বা হাতাগুলো গুটাচ্ছে।

'কেন, লিখতে বলছ কেন?' প্রশ্ন করল রীটা।

'লেখো।' কাটখোট্টা জবাব দিল রানা।

খসখস করে প্যাডে চিঠিটা লিখে বাড়িয়ে ধরল রীটা। দুটো হাতের লেখা মিলিয়ে দেখল রানা। কিচ্ছু মিল নেই। প্যাডটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে ধীর পায়ে পায়চারি করতে শুরু করল ও। নার্ভাস চোখে ওকে লক্ষ করছে মেয়েটি।

'তোমার একটা বোন আছে, কেমন?' শেষ পর্যন্ত বলল রানা।

আমতা আমতা করে তারপর বলল রীটা, 'হ্যাঁ; কিন্তু বহু দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।'

'কতদিন? কেন?'

'চার-পাঁচ বছর হবে, ঠিক মনে নেই। মেরীর সঙ্গে বনিবনা হত না আমার।

আমি কিভাবে চলব না চলব সে ব্যাপারে মাতব্বরী ফলাতে চাইত ও। ঝগড়া হয়নি কখনও, কিন্তু ওর সেকেলে ধ্যান-ধারণার সাথে মানিয়েও নিতে পারিনি। শেষে বাবা মারা যাওয়ার পর আলাদা হয়ে গেলাম।'

'মিথ্যে কথা,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'এতদিন দেখা নেই, তাহলে তুমি হারিয়ে গেছ এই গপ্পো নিয়ে আমার কাছে কেন এসেছিল সে?'

ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল রীটার দু'গাল। 'জানব কিভাবে ও তোমার কাছে গেছিল? যাকগে, তুমি কে আগে সেটা বলো।'

'আমি যে-ই হই সেটা তোমার ভাবতে হবে না। মেরীকে শেষ কবে দেখেছ তুমি?'

বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল রীটা। 'টনির সাথে নিউ ইয়র্কে ছিলাম আমি। তখন হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায়। তা ধরো দু'সপ্তা হবে। বেড়াতে গেছিলাম আমি। ওর হোটেলে ডেকেছিল আমাকে মেরী। সে এমনই ঝুলোঝুলি যে যাব কথা দিয়েছিলাম। টনি ছিল আমার সাথে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর লাগছিল। টনিকে সহ্য করতে পারবে না মেরী, তাই আমি আর দেখা না করে পালিয়ে চলে এসেছি ফ্লোরিডায়।'

রানা বিছানার কিনারে এসে বসল। 'হয় তুমি মিথ্যের বেসাতি খুলে বসেছ, আর নয়তো কিছু একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে।' বলল ও।

দু'পাশে মাথা নাড়ল রীটা 'আমি সত্যি বলছি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও 'মিথ্যে বলে আমার কি লাভ বলো?'

'তেরো বাঙালীর সম্পর্কে বোনকে কখনও কিছু বলেছিলে তুমি?'

'তেরো বাঙালী? না, কেন বলতে যাব?'

'বারবার খালি প্যাল্টা প্রশ্ন কোরো না তো,' ঝাঁঝিয়ে উঠল রানা। 'আমি কনফিউযড হয়ে যাই।'

যে তিমিরে ছিল রানা, এই মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরও, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। একটু ভেবে নিয়ে বলল ও, 'হিউস্টন কেন? রেটন নয় কেন?'

'বিয়ের পরে হিউস্টন হয়েছে,' বলল মেরী। 'এক বছর আগে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

'তোমার স্বামী কোথায়?'

মাথা নাড়ল রীটা। 'জানি না,' বলল সে। 'কেন?'

জবাব দিল না রানা। তার বদলে বলল, 'গত সপ্তায় ব্রুকলীনের একটা বাড়িতে খুন হয়েছে তোমার বোন।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'আমি বিশ্বাস করি না,' শেষ পর্যন্ত বলে উঠল রীটা। ওর চোখের দৃষ্টি রানার মুখের ওপর ওঠা-নামা করছে।

শ্রাগ করল রানা। 'কোরো না,' বলল, 'কিন্তু খুন সে ঠিকই হয়েছে। মেয়েটাকে ভাল লেগেছিল আমার। সাহায্যের আশায় আমার কাছে এসেছিল বেচারী। ওর এমন নির্মম পরিণতি মেনে নেব না আমি, খুনীর শেষ দেখে তবে ছাড়ব।'

রানার কোট চেপে ধরল রীটা। কোটটা মোচড় মেরে ঝাঁকুনি দিল রানাকে।

'মেরী মারা গেছে?' বলল ও, 'এমন নিষ্ঠুরের মতন বসে বসে একথা শোনাতে পারলে আমাকে? আমার জন্যে সামান্য করুণাও কি হলো না তোমার পাষাণ হৃদয়ে? মেরী—মেরীরে—'

রীটার কব্জীতে হাত রেখে এক ঝটকায় সরিয়ে নিল রানা। 'হচ্ছে না,' বলল ও। 'খুব কাঁচা অভিনয়। মেরীর জন্যে কিচ্ছু এসে যায় না তোমার।' ঢাকাই সিনেমাতেও কোনদিন চান্স পাবে না তুমি, মনে মনে বলল।

ওর দিকে চেয়ে খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ল রীটা। মুখে একটা হাত চাপা দিয়েছে সে, চোখে বিস্মিত চাহনি। 'আমার এরকম করা একদম উচিত হয়নি,' বলল ও। 'আহারে, বোনটা আমার!' বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজল ও। দমকে দমকে হাসছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। রীটার মাথায় একটা হাত রেখে ওকে বালিশে ঠেসে ধরল, এবং অন্য হাতে শীটটা টেনে নামিয়ে দিল। মেয়েটাকে ওভাবে ধরে রেখে, কাঁধের ওপর হ্যাঁচকা টানে তুলে দিল পায়জামা জ্যাকেকটা এবং মন দিয়ে পিঠটা পরীক্ষা করে দেখল। তারপর জ্যাকেট নামিয়ে শীটটা টেনে দিয়ে, পেছনে সরে এল।

মোচড় খেল রীটার দেহ, জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'কেন—কেন করলে এটা?' কৈফিয়ত চাইল।

'তোমার বোনের পিঠ ভর্তি কালসিটে ছিল, তা জানো?' বলল রানা।

'তুমি সবজান্তা, না?' বলে কেঁদে ফেলল রীটা। ওর চোখ বেয়ে পানি গড়াতে দেখে জানালার কাছে হেঁটে গেল রানা। ভয়ানক ক্লান্তি বোধ করছে ও। 'কাল দেখা হবে,' আকস্মিকভাবে বলে দরজার দিকে পা বাড়াল। নিচতলা পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করল রীটার ফোঁপানি। শীঘ্রি একটা কিছু না ঘটলে পাগল হয়ে যাব, আত্মগতভাবে বলল রানা। নাইট ক্লার্কের কাছে গেল ও আরেকটা রুমের ব্যবস্থা করতে।

খড়খড়ির ফাঁক গলে কড়া রোদ ঘরে ঢুকে, রানার বিছানায় জেলের গরাদের নকশা এঁকেছে।

নিচতলার দেয়াল ঘড়িটায় দশটার ঘণ্টা বাজতে অস্থিরচিত্তে নড়েচড়ে উঠল ও। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছে ও, উইচিতায় ড্রাগ বিক্রি করছিল এক বাঙালী, তাকে তাড়া করছে পুলিস। ছেলেটার মুখ অবিকল ওর বন্ধু রাশেদের ছোটভাই মিজানের মত। 'মাসুদ ভাই, বাঁচান, বাঁচান,' করে মরণ চিৎকার করছিল ছেলেটা। খবরের কাগজের প্রভাব, কাল বেরিয়েছিল এ ধরনের একটা খবর। সোলেমান আলী না কে এক বাঙালী যুবক মারা পড়েছে পুলিসের গুলিতে। ড্রাগস। তবে ছেলেটা বাংলাদেশী হলেও মিজান নয়, এটুকুই স্বস্তি। এমনি আরও অনেক উদ্ভট স্বপ্ন দেখে রাতটা কাবার করেছে ও। অষ্টম ঘণ্টাটা পড়তে চোখ পিটপিট করে 'হ্যাত' করে উঠল রানা। সারা শরীরে ক্লান্তি লেপ্টে আছে, অল্প অল্প ব্যথা করছে মাথাটাও। দিনের আলোর কথা আবছাভাবে মনে পড়লেও চোখ মুদল আবার। তারপর একসময় মনটা ঘুমের হাত থেকে ছটফটিয়ে বেরিয়ে এলে

বিছানার পায়ের কাছে কেউ বসে রয়েছে টের পেল ও এবং নাকে এল সেন্টের হালকা গন্ধ। ও গুঙিয়ে উঠতে খিলখিল জলতরঙ্গ শোনাল রীটা। আধবোজা চোখে ওর দিকে চাইল রানা, এবং ওর অর্ধসচেতন ইন্দ্রিয় জানান দিল অসম্ভব সুন্দরী দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। শরীর ভাঁজ করে বসে রয়েছে রীটা, হেলান দিয়েছে খাটের কিনারে, লম্বা-লম্বা পা দুটো জোড় করে চিবুক রেখেছে তার ওপর, হাঁটু জড়িয়ে ধরে আছে দু'হাতে। উজ্জ্বল চোখে রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে।

'ঘুমালে তোমাকে খুব কিউট লাগে, মনে হয় এত ভালমানুষ আর হয় না,' বলল রীটা। 'কিন্তু আসলেই কি তাই?'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানা বিছানায়। চুলে আঙুল চালাচ্ছে। বিশ্রী একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর।

'এখন এসো, কেমন?' ধৈর্য ধরে বলল। 'যখন তোমাকে দরকার হবে আমি নিজেই জানাব। এখন একটু ঘুমোতে দাও।'

দুষ্টু হাসল রীটা। 'তুমি খুব সুন্দর গো, সরল কণ্ঠে বলল।

কাতরে উঠল রানা। উঠে বসাতে খচ করে একটা কামড় খেয়েছে মাথায়। 'পালাও,' বলল ও, 'ঝেড়ে দৌড় দাও! কি হলো?'

দু'পাশে হাত ছুঁড়ে দিল রীটা। ওর আশ্চর্য নীল চোখজোড়া দ্যুতি ছড়াচ্ছে। 'আমাকে ভাল লাগে না তোমার? কেন, আমি কি দেখতে খারাপ?'

'গেলে তুমি?' দাবড়ানি দিল রানা।

বিছানা থেকে পিছলে নেমে পড়ল রীটা। রানার পায়জামায় হাস্যকর দেখাচ্ছে ওকে। বস্তার মতন ঝুলছে ওটা ওর শরীরে।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ডাস্টবিন থেকে বেড়ালে টেনে এনেছে বুঝি। আল্লার ওয়াস্তে ঘরে গিয়ে ড্রেস আপ করো না কেন, আমরা একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে পারতাম, কাজের কথাও হত।'

রিনরিনে হেসে ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগল রীটা। মেয়েলোকটাকে অবহেলা করা সত্যিই কঠিন, মনে মনে ওর রূপের প্রশংসা করতে বাধ্য হলো রানা।

'কি হলো, এখনও গেলে না?' গর্জে উঠল রানা, কনুইয়ে ভর দিয়ে বসেছে। 'এমুহূর্তে একটু একা থাকতে চাই আমি।'

'মন থেকে বলছ কথাটা?' বলল রীটা, চোখে সন্দেহ ঘনাল ওর। ধীরে ধীরে এক টুকরো মেঘ এসে যেন গ্রাস করল পূর্ণিমার চাঁদটাকে। বিছানার কাছে এসে রানার গা ঘেঁষে বসল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখন যাও তো, বোন,' বলল ও। 'পরে দেখা হবে।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো চড় কষাতে যাচ্ছে রীটা। কিন্তু তার পরিবর্তে সিধে হয়ে শ্লথ পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, দরজাটা খোলাই রইল। রানা বিছানা ছেড়ে উঠে, এক লাথিতে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ঘুম থেকে উঠে রীটার মুখ দেখতে হয়েছে, এখন দিনটা কেমন যায় কে জানে, মনে মনে আওড়াল রানা।

শাওয়ার নেয়ার পর ঝরঝরে লাগল শরীরটা এবং কফির জন্যে রিং দিল ও।

ওয়েটার কফি আনতে আনতে তৈরি হয়ে নিল ও। দু'কাপ গিলে চনমনে হয়ে উঠল মনটা, রীটার ঘরে চলে এল ও। রীটা তৈরিই ছিল। ওর কালো ইভনিং ড্রেসটা বেমানান লাগছে এই ঝকঝকে দিনের আলোয়। জানালায় বসে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল ও।

রানা ঘরে ঢুকে দরজাটা আলগোছে লাগিয়ে দিল। 'কি করবে ভেবেছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল।

রীটা ঘুরে তাকিয়ে হাসল ওর উদ্দেশে। একটু হকচকিয়ে মত গেল রানা। মেয়েটির চোখ বিস্ফারিত, সরল ও বন্ধুভাবাপন্ন। 'কি করতে পারি আমি?' বলল ও।

দেয়ালে হেলান দিয়ে চিন্তিত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল রানা।

'তোমাকে বোঝা শক্ত,' বলল শেষ পর্যন্ত। 'মনে হচ্ছিল প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হবে তোমাকে নিয়ে। অথচ এখন দেখতে পাচ্ছি ধারণাটা আমার ভুল ছিল।'

আধপাক ঘুরল রীটা, জানালার দিকে পিঠ দিয়ে। 'এখনও বলব তুমি সুন্দর, হে তুমি সুন্দর।' তারপর জুড়ে দিল, 'দেখব তুমি কতদিন ধরা না দিয়ে থাকতে পারো।'

রানার দৃষ্টি ওর পাশ দিয়ে রাস্তার দিকে সরে গেছে। নিচে দাঁড়িয়ে একটা কালো সেডান। গাড়িটা আগেও দেখেছে ও। রানা আগে বাড়তে যাবে একটা পুরুষালি হাত জানালার পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠল একটা পিস্তল। এই হঠাৎ ঝলকানিটুকু মুহূর্তের জন্যে অসাড় করে দিল রানাকে, দেরি করিয়ে দিল মাত্র দু'সেকেন্ডের জন্যে। ক্ষীণ একটা 'ফুট' শব্দের পর রীটার আর্তনাদে সংবিৎ ফিরল ওর। গগনবিদারী নয়, মৃদু, কর্কশ একটা আর্তধ্বনি। তারপর হাঁটু মুড়ে গেল মেয়েটির। রানা ধরতে পারার আগেই মেঝেতে ঢলে পড়ে গেল ও।

চোখের নিমেষে স্টার্ট দিয়েছে সেডানটা। ঘটনাটা এতই আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ঘটে গেছে যে রাস্তায় কেউ কিছু বুঝে ওঠারও সময় পায়নি। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রাখল রানা, দেখতে পেল মোড় ঘুরে পগার পার হয়ে গেল সেডানটা।

পিছিয়ে এসে ত্বরিত হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল ও। রীটাকে উল্টে দিতে, দেহের একপাশে একটা ভেজা অংশে ডান হাত ঠেকল ওর, নিতম্বের সামান্য ওপরে। ছাই বর্ণ ধারণ করেছে রীটার মুখের চেহারা, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। হাত বাড়িয়ে কাছের চেয়ারটা থেকে কুশন টেনে নিয়ে ওর মাথার নিচে পেতে দিল রানা। এরপর এক ছুটে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। পানিতে একটা হ্যান্ড বোল ভরে, ছোঁ মেরে সঙ্গে আনা ফার্স্ট এইড কেসটা তুলে নিয়ে ফিরে এল।

রানাকে আসতে দেখল রীটা, আতঙ্কে বিস্ফারিত ওর চোখ। 'কোন সাড়া পাচ্ছি না,' বলল ও। 'জখমটা কি গুরুতর?'

হাঁটু গেড়ে বসল রানা। 'টেক ইট ইজি,' বলল। 'দেখি কি অবস্থা।'

কেসটা খুলে একটা ছোট ছুরি বেছে নিল ও। 'তোমার সাধের ড্রেসটা

যাবে,' বলে, সযত্নে কেটে দিল সিল্কটা।

'ভাগ্যিস তুমি সঙ্গে ছিলে,' বলে কাঁদতে শুরু করল রীটা।

গাউনের ওপরটা কাটল রানা। 'ভয় পেয়ো না,' আশ্বাস দিল, ত্রস্ত হাতে কাজ করছে। 'মনে হয় না তেমন সিরিয়াস কিছু।' জখমটা পরীক্ষা করার পর হাসি ফুটল ওর মুখে। 'ধুর, কিচ্ছু হয়নি, একটু ঘষা খেয়েছে শুধু।' অভয় দিয়ে বলল।

'ভয় হচ্ছিল মরেই গেলাম বুঝি।'

নিপুণ হাতে ক্ষতটা ড্রেস করে দিল রানা। 'তবে যাই বলো, লোকটার টিপ বড় নিখুঁত,' বলল ও।

'ব্যথা করছে এখন,' মিহি সুরে বলল রীটা।

'তা তো একটু করবেই।' সটান দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইল রানা। 'ক'দিন শুয়ে থাকতে হবে তোমাকে। তাতে হয়তো তোমার কুফাটা কেটে যাবে। চলো, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই। কোথায় থাকো তুমি?'

চোখ সরিয়ে নিল রীটা, মুখটা ওর ফাঁকা দেখাল হঠাৎ করে, এবার ভঙ্গুর হাসতে শুরু করে কাতরে উঠল ব্যথায়। 'আমার কোন বাড়ি নেই,' পাশটা চেপে ধরে বলল ও।

'উইনাল্ডার সাথে থাকাথাকির আগে কোথায় ছিলে?'

ঝট করে চোখ তুলে চেয়ে তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রীটা। 'আমি ওর সাথে থাকতাম না—'

ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল রানা। 'আর কত মিথ্যে বলবে,' বলল। 'কাল রাতে বললে তুমি আর উইনাল্ডা একসাথে নিউ ইয়র্ক গেছ। আবার এখন বলছ ওর সাথে থাকতে না। যা বলার সোজা সাপ্টা বলো, কোন প্যাঁচ-ঘোঁচ নয়।'

'আমার স্থির বিশ্বাস তুমি একটা টিকটিকি,' তড়পে উঠল রীটা।

নাক দিয়ে বিরক্তির একটা শব্দ বেরোল রানার। 'শোনো, সুন্দরী, সারা দিন এভাবে মেঝেতে পড়ে থাকা কোন কাজের কথা নয়। তোমাকে কোথাও না কোথাও আমার পৌঁছে দিতে হবে। কোথায় থাকো বলে ফেলো, নয়তো অ্যাম্বুলেন্স ডাকি।'

'আমি এখানে থাকতে চাই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রীটা।

নীরস হাসল রানা। 'আমি তোমার জন্যে নার্সগিরি করতে পারব না,' বলল। 'প্রচুর কাজ পড়ে আছে আমার।'

'আমি এখানে অনেক নিরাপদ বোধ করছি,' বলল মেয়েটি।

থমকে গেল রানা, একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ও, আচ্ছা।' বিছানার কাছে এসে শীটটা নামিয়ে দিল টেনে। তারপর আলতো করে রীটাকে তুলে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। রীটা এতক্ষণ দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ব্যথা সহ্য করছিল। রানা এবার ছুরিটা নিয়ে ড্রেসটার দু'পাশ কেটে নামিয়ে দিল।

'উ মাগো,' বলে উঠল রীটা। ওর রক্তশূন্য মুখের চেহারা দেখে রানার ধারণা হলো মূর্ছাই যাবে বুঝি।

'হোল্ড ইট,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল রানা, এবং দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। 'মন শক্ত

করো।'

রানার গালে গাল ঠেকাল ও। 'তুমি খুব ভাল গো,' মৃদু কণ্ঠে বলল।

ঝটকা মেরে মাথা সরিয়ে নিল রানা। 'হয়েছে হয়েছে!' বলে উঠে পাঁজাকোলা করে বিছানায় নিয়ে এল যুবতীকে।

সোনালী মাথাটা বালিশে রেখে শুয়ে শুয়ে রানাকে লক্ষ করছে রীটা। সহসা মেয়েটিকে ছেলেমানুষ ও অসহায় লাগল রানার চোখে। 'অ্যাই শোনো,' ফিসফিসে শোনাল রীটার কণ্ঠ।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে চাইল রানা। 'একটা কথা ছিল,' বলল রীটা।

'বলো।'

'কাছে এসো, কানে কানে বলব।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ফের দুষ্টামি?'

দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রীটা। 'প্লীজ!'

রানা মাথা নামাতে ওকে চুমো খেল রীটা। নরম ঠোঁটের চুমোটায় একটা ছেলেমানুষী গন্ধ পেল রানা, ভাল লাগল ওর। সিধে হয়ে মাথার চুল এলোমেলো করে দিল রানা। 'চুপচাপ শুয়ে থাকো,' বলল ও। 'আমি কিছু কাজ সেরে নিই।' শীটটা রীটার চিবুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে, ওর কাপড়চোপড় ও অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিসপত্র বাথরুমের এক কোণে ফেলে, নিচে নেমে এল।

হোটেল ম্যানেজার কেমন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চাইল ওর দিকে। খানিকটা বিচলিত বোধ করল রানা। 'আমার গার্লফ্রেন্ড হঠাৎ করে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে,' বলল ও। 'ওকে রেস্ট নিতে হবে। কাউকে দিয়ে একটা স্লীপিং স্যুট আর ওর যা যা লাগে আনিয়ে দিলে ভাল হত। বিলে সমস্ত খরচা যোগ করে দেবেন।'

'আমরা এ ধরনের কাজ সাধারণত করি না—' গম্ভীর মুখে বলল ম্যানেজার।

'জানি,' রানা কথা কেড়ে নিয়ে বলল। 'কিন্তু তাই বলে করা যাবে না এমন কোন আইন আছে নাকি? যা বললাম করুন।'

টেলিফোন বুদে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল রানা। তারে ভেসে এল রুক্ষ একটা কণ্ঠস্বর।

'টাইসন?' প্রশ্ন করল রানা। 'শোনো, টাইসন। তোমার জন্যে একটা কাজ আছে। হ্যাঁ, ঠিক তুমি যেমনটা খুঁজছিলে। পিস্তলটা নিয়ে শিগ্‌গিরি আমার হোটেলে চলে এসো।'

বারে গিয়ে দু'আঙুল রাই অর্ডার দিল ও। এত সব উত্তেজনার পর প্রাণটা আনচান করছে একটা ড্রিঙ্কের জন্যে। টাইসনের জন্যে অপেক্ষার ফাঁকে একটা ভাবনা খেলল মাথায়। ওয়ালেটটা বের করল ও। ওটা খুলতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর। আরি, আজব তো, আনমনে বলল রানা।

ওয়ালেটের ডান দিকে সমস্ত টাকা-পয়সা ও কাগজপত্র, অথচ স্পষ্ট মনে আছে গতকাল কিছু ডানে কিছু বাঁয়ে এভাবে রাখা ছিল। কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও, টাকা গুনল। যদ্দূর মনে পড়ে কিছুই খোয়া যায়নি। ও, আচ্ছা, আত্মগতভাবে বলল রানা। ব্লন্ডির ছবিটা ওখানে থাকার কথা, কিন্তু নেই।

ওয়ালেটটা আরও একবার সযত্নে পরীক্ষা করল ও, নিশ্চিত হলো নেই ওটা। ওয়ালেটটা পকেটে পুরল চিন্তামগ্ন রানা এবং শেষ করল রাইটুকু।

ঘুমের মধ্যে কেউ যদি এসে না থাকে, রীটা ছাড়া আর কেউ, তাহলে ফটোটার জন্যে বেশিদূর যেতে হবে না। মরিস রেনার নামে আর পার পাবে না ও. এটা নিশ্চিত। রীটা, কিংবা আর যে-ই হোক, ওর লাইসেন্স পেপার দেখে ফেলেছে। রীটার কাছ থেকে এমুহূর্তে হাজার চেষ্টা করেও কিছু জানা যাবে না। সে ভান করবে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, এবং ব্যাপারটার ইতি ঘটবে সেখানেই। অগত্যা বসে বসে টাইসনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল রানা।

হাড় পাবে জানলে কুকুরের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে ঠিক তাই নিয়ে বারে প্রবেশ করল শ্রীমান টাইসন। বিবর্ণ গ্রে স্যুট পরনে তার, মাথায় তেল চিটচিটে হালকা ফেল্ট হ্যাট। বাটনহোলের শোভাবর্ধন করছে ওর একটা লাল টকটকে গোলাপ। ওটা ওখানেই জন্মেছে কিনা নিজের অজান্তেই ভাবতে লেগেছে আবিষ্কার করল রানা।

হাতের চেটোয় মুখ মুছে, সারিবদ্ধ বোতলের দিকে হাসিমাখা লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে টাইসন। বড়সড় একটা বীয়ার আনিয়ে ঘরের দূর কোণে টাইসনকে নিয়ে এল রানা। ওরা বসলে পর বলল রানা, 'শোনো, দোস্ত, আমার একটা কাজ করে দেবে?'

বৈঁচি ফলের মতন চোখ দুটো মেলে চাইল টাইসন। 'বুঝলাম না,' বলল।

'খুশি হয়ে করবে এরকম ছোট্ট একটা কাজ আছে। কাজটা তেমন কিছুই না, কিন্তু তার জন্যে দুশো ডলার পাবে। তুমি চাইলে আমার সাথে চলে আসতে পারো, কিন্তু সেক্ষেত্রে রোহাসকে টাটা দিয়ে আসতে হবে।'

'তুমি আর ওর হয়ে কাজ করছ না?'

রানা মাথা নাড়ল। 'না,' বলল। 'ওর কারবারটা পছন্দ হয়নি আমার। বড্ড দুর্গন্ধ।'

মাথা দোলাল টাইসন। 'রোহাস খেপে যাবে,' অস্বস্তির সঙ্গে বলল।

'ওর কথা ছাড়ো,' বলল রানা। 'আমার ইচ্ছে না কাজ করব না, ব্যস।'

'দুশো ডলার কামাচ্ছি কিভাবে?' পরম আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়েছে টাইসন।

'রসগোল্লা খেতে খেতে,' মজা করে বলল রানা। 'হিলারী জেডের ওই পরীটার কথা মনে আছে?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল টাইসন। 'থাকবে না আবার?' বলল ও। 'শালার মাল একখান!'

'ও এখন ওপরে, আমার বিছানায়।'

বিষম খেল টাইসন। চাঁদপানা মুখটায় ওর রাজ্যের বিস্ময়। 'বলো কি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'মরদ বটে তুমি!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ফেটে পড়ে আরকি টাইসন। 'ওকে বিছানায় তুলতে পকেট ফাঁক হয়ে গেছে বাজি ধরে বলতে পারি।'

আবার মাথা নাড়ল রানা। 'সত্যি বলতে কি, টাইসন, ওকে দূর করতে

রীতিমত যুদ্ধ করেছি আমি।'

ঠক করে বীয়ারটা টেবিলে নামিয়ে রাখল টাইসন। 'ঠাট্টা করছ না তো?' বলল। 'দেখো, এতবড় মিথ্যে কিন্তু খোদাও সহ্য করবে না বলে দিচ্ছি।'

'বললাম তো, ওপরে শুয়ে আছে ও।'

ধ্যানমগ্ন হলো টাইসন, তারপর গোপন আলোচনার ভঙ্গিতে কর্কশ, ফিসফিসে সুরে বলল, 'কায়দাটা আমাকে শিখি[illegible] দাও, দোস্ত, তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।'

ফালতু আলাপ অনেক হয়েছে, এবার কাজের কথা—সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'অতশত বলার সময় নেই,' বলল ও। 'কোন্ এক লো[illegible] গুলি করে মেয়েটার একপাশ থেকে খানিকটা মাংস খুবলে নিয়ে গেছে। আ[illegible]র হয়তো চেষ্টা করবে সে এবং তখন হয়তো জানটা নিয়ে যাবে। তোমাকে রড হাতে পাহারা দিতে হবে, যাতে কাজটা সে করতে না পারে।'

চাপা, ক্ষীণ কণ্ঠে বলল টাইসন, 'আর সেজন্যে তুমি দুশো ডলার দিতে চাইছ?'

'কেন, কম হয়ে গেল?' বিমূঢ় দেখাল রানাকে।

'হাসালে, বন্ধু। আরে আমি তো বিনে পয়সায় ওর চাকর খাটতে রাজি আছি। এই চান্সে যদি পটিয়ে ফেলতে পারি—'

উঠে পড়ল রানা। 'বেশ, এসো তবে। পরিচয় করিয়ে দিই। কিন্তু দেখো বাপু, প্রেম-ট্রেমের চিন্তা মাথায় এনো না। দরজার বাইরে বসে থাকবে তুমি, বুঝতে পেরেছ? মনে আছে, বলেছিলে ওর কাছে ঘেঁষতে গেলে চড় খাওয়ার ভয় আছে? বাণীটা তোমারই, মনে রাখলে খুশি হব।'

মুখটাকে প্যাঁচা করে রানার পিছু পিছু ওপরে উঠে এল টাইসন। দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। গোলাপী সিল্কের [illegible]ইটড্রেস প[illegible] শুয়ে রয়েছে রীটা, শুধু ফিতে ও ঝালর দিয়েই যেন বানানো হয়েছে ড্রেসটা। রানা ওর দিকে চেয়ে থমকে গেলে, খিলখিল করে হেসে উঠল যুবতী।

'দারুণ রুচি তোমার,' বলল রীটা। 'নিজে পছন্দ করে কিনেছ বুঝি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার জন্যে একজন বডিগার্ড নিয়ে এসেছি। এ হচ্ছে টাইসন। বদ লোকদের দূরে সরিয়ে রাখবে ও।'

হতবিহবল দৃষ্টিতে টাইসনের আপাদমস্তক জরিপ করল [illegible]টা। 'এ তো নিজেই একটা বদ লোক মনে হচ্ছে,' বলল ও। 'এসো, টাইসন, একজন অনন্য সাধারণ, অপরূপা সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচিত হও।'

দোরগোড়ায় মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে টাইসন, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে।

সামনে এগিয়ে, একটা চেয়ার টেনে প্যাসেজে নিয়ে গেল রানা। 'ও বাইরে বসে পাহারা দেবে,' গম্ভীর সুরে বলল। 'সেজন্যেই পয়সা দেয়া হচ্ছে ওকে।'

টাইসনকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে নড করল রানা রীটার উদ্দেশে। 'হাতের কাজটা সেরেই আসছি আমি, গল্প-গুজব হবে, কেমন?' তারপর মেয়েটি মুখ খুলতে পারার আগেই দরজাটা লাগিয়ে দিল। 'নাও, শুরু করে দাও,' টাইসনকে বলল। 'ভুলেও ও ঘরে নাক গলাবে না, বোঝা গেছে?'

'সে আর বলতে,' মাথা নেড়ে বলল টাইসন। 'মেয়েমানুষ তো নয়, আস্ত বিচ্ছু একটা। খোদা! মাথাটা কেমন জানি ঘুরছে আমার।'

হোটেল থেকে দূরে, একটা টেলিফোন বুদে ঢুকে ফেডারেল বিল্ডিঙের নম্বরে ডায়াল করল রানা। খানিক বিলম্বের পর লাইনে এল হপকিন্স। 'আমার বোটে বোমাটা কি আপনিই মেরেছিলেন?' প্রথমেই বোমা হামলা চালাল ফেডারেল এজেন্ট। ক্রুদ্ধ শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

'বাদ দিন তো,' বলল রানা। 'আপনার লোকেরাই সেধে ওটা হজম করেছে। বড্ড সেকেলে ওরা। অথচ এই রোহাস লোকটা যুগের সাথে কি সুন্দর তাল মিলিয়ে চলেছে। দেখবেন শিগ্‌গিরিই পয়জন গ্যাস মারছে আপনাদের ওপর।

হপকিন্স গর্জে উঠতে বাধা দিল রানা, 'আমি একটা কালো রঙের প্রকাণ্ড সেডানের খোঁজ করছি। তিনটে "আর" এবং দুটো "আট" আছে ওটার লাইসেন্স প্লেটে। খবরটা এখুনি দেয়া কি সম্ভব?'

'অফিসে চলে আসুন আপনি,' বলল হপকিন্স। 'আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে, বুদের ময়লা কাঁচ ভেদ করে রাস্তার দিকে চাইল রানা। 'আমি সুতোর ওপর দাঁড়িয়ে খেলছি,' বলল ও। 'আপনার ওখানে আর যাচ্ছি না। পরে না হয় অন্য কোথাও দেখা করব। সেডানটার কি হলো?'

'ধরে থাকুন।'

বুদের দেয়ালে ঠেস দিয়ে, সাদা পেইন্টওয়র্কে হিজিবিজি হস্তাক্ষরের অসংখ্য লেখাগুলো পড়তে লাগল রানা। হপকিন্স লাইনে এলে বলল ও, 'শহরটা সাফ-সুতরো হতে চায়। বুদগুলোর যা দশা করে ছেড়েছেন আপনারা—'

কথা কেড়ে নিল হপকিন্স, 'ও নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না। আপনার গাড়িটা মনে হচ্ছে পাওয়া গেছে। টনি উইনাল্ডার গাড়ি হওয়া কি সম্ভব?'

চোখ কুঁচকে ভেবে নিল রানা। 'হ্যাঁ, সম্ভব।'

'লিস্টিতে আরও অনেকে আছে, কিন্তু সেরা বাজিটা মনে হচ্ছে উইনাল্ডা।'

'অন্যরা মরুকগে। আমার এতেই চলবে। শুনুন, হপকিন্স, একটা প্লেটে করে যদি রোহাস এবং তার গুণ্ডা-পাণ্ডাদের আপনার হাতে তুলে দিই, আমার কিছু কাজ করে দেবেন?'

দেবে না মানে, হপকিন্স একশোবার দেবে।

'উইনাল্ডার সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব জানতে চাই আমি। রীটা হিউস্টন নামে এক মহিলা এবং তার বোন মেরী রেটন সম্পর্কে যা যা পারেন জানান আমাকে। তারপর ওই নেলসন, ওর ইতিহাসটাও জানতে চাই। হিউস্টন, মানে রীটার স্বামী সম্পর্কে কদ্দূর কি জানা যায় দেখুন। এগুলো হয়ে গেলে পর ব্লন্ডির খোঁজ নিন, টেলরের ওখানে কাজ করে মহিলা। উইনাল্ডা ওর ব্যাপারে কতটা জানে সেটাও বের করা দরকার।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে হপকিন্স। 'আপনি তো সাহেব

আচ্ছা লোক। খবর বের করতে পয়সা লাগে জানেন না?' গজর গজর করে বলল ও।

টিট্‌কিরি দিল রানা। 'এটুকুই যদি না পারেন তবে অতবড় সংগঠনটা তুলে দিচ্ছেন না কেন? খবর লাগান, বললামই তো রোহাসের পুরো দলটাকে আপনার পকেটে ভরে দেব। আর আপনার পাড়ার চ্যারিটি ফান্ডে যে দশ হাজার ডলার দান করব না তাই বা কে বলতে পারে?'

'আচ্ছা, বেশ,' গলা নামাল হপকিন্স। 'আমি দেখব। কিন্তু সময় লাগবে আগেই বলে দিচ্ছি।'

'তা লাগুক। বার্থ সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে সমস্ত ইনফর্মেশন চাই আমার।'

'সে তো গেল,' গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে কথার খেই ধরল হপকিন্স, 'কিন্তু ওই বোমাবাজির ব্যাপারটা কি হবে?' কিন্তু ততক্ষণ রানা ফোন ধরে থাকলে তো। বুদ ছাড়ল ও, রুমালে দু'হাত মুছে ডুভাল স্ট্রীটের দিকে পা বাড়াল। হনহন করে হাঁটার ফাঁকে হাজারো চিন্তা-ভাবনা মাথা কুটতে লাগল ওর মাথার ভেতর। তো সেডানের মালিক হচ্ছে উইনাল্ডা। চিন্তার খোরাক যোগায় ব্যাপারটা। গোটা ঘটনাটার মধ্যে মারাত্মক কোন অসঙ্গতি-অস্বাভাবিকতা না থেকে পারে না। এই রীটা মেয়েটা পাঁচ হাতে টেক্কা দিতে চাইছে। রোহাসের সঙ্গে কি কোন আঁতাত আছে ওর? মেয়েটার একটা মিথ্যে যখন ধরা পড়েছে, আরও থাকতে অসুবিধে কি? মেরী তেরো বাঙালীর কথা বলেছিল কেন, রীটা তাকে এ ব্যাপারে কখনও কিছু বলে না থাকলে? রীটা যদি চিঠিটা লিখে না থাকে, এবং রানার বিশ্বাস লেখেনি, তবে কে লিখল? কোন সন্দেহ নেই চিঠিটা ইচ্ছে করে তুলে দেয়া হয়েছে ওর হাতে গোটা রহস্যটা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার সুবিধার্থে। রহস্যের কিনারা করুক রানা চিঠির লেখিকা তাইই চেয়েছে। হাতের লেখাটা মেয়েলি। এখন পর্যন্ত আর একজন মাত্র মহিলাকে পাওয়া গেছে এই কেসে। সে হচ্ছে ব্লন্ডি। তবে কি ব্লন্ডি লিখেছিল ওটা? নাকি—ভাবনাটা এতই চমকে দিল ওকে যে থমকে দাঁড়াল রানা মাঝরাস্তায়—মেরী নিজেই?

একটা চালকুমড়োর সঙ্গে আরেকটু হলে গুঁতো লাগত রানার। হোঁতকা লোকটা ওর পাশ ঘুরে যাওয়ার সময় চোখ রাঙিয়ে গেল। টেলরের দোকানে হেঁটে গিয়ে ঢুকল রানা।

দরজা খুলতে বাযার বেজে উঠল। এবং পর্দার পেছন থেকে সহসা উদয় হলো রোহাস। ওর কাপড়চোপড় থেকে মারিহুয়ানার ক্ষীণ, অরুচিকর গন্ধ নাকে আসছে, মড়ার মতন রক্তশূন্য মুখে চোখ দুটোকে দেখাচ্ছে একজোড়া কাঁচের টুকরোর মত।

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে রানা। 'তোমার বাক্স পছন্দ করছ বুঝি?' সামলে নিয়ে খুশিয়াল কণ্ঠে বলল।

'এখানে কি চাই তোমার?' ঠাণ্ডা গলায় বলল রোহাস।

সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা। 'এই, টেলরের সঙ্গে একটু দেখা করতে এলাম,' বলল হালকা সুরে। 'ভাল লোক, কি বলো। তোমাকে তো এখানে আগে

কখনও দেখিনি? বুঝেছি, ব্লন্ডির কাছে এসেছ, ঠিক না?'

কাউন্টারে শরীরের ভ. চাপাল রোহাস। ঘরের বাতাবরণ এমুহূর্তে রীতিমত ভঙ্গুর। 'ওয়েন বলল ওকে তুমি বোটে মারধর করেছ,' বলল রোহাস, 'নিজেদের মধ্যে মারামারি আমার পছন্দ নয়।'

চোখ কপালে তুলল রানা। 'নয়? খুব খারাপ কথা। কিন্তু আমার সামনে কোন মেয়েকে অপমান করতে চাইলে বারে বারে মার খেতে হবে যে ওকে।'

পিটপিট করছে রোহাসের চোখ। 'রিঙ্কনও তোমার চাল চলন পছন্দ করতে পারছে না।'

মাথা নাড়ল রানা, জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল। 'এতে অবাক হওয়ার কি আছে, প্রথম থেকেই একে অন্যকে সহ্য করতে পারছি না আমরা।'

'তুমি বরং কিছুদিন ছুটি নাও।' নখ পরীক্ষা করছে রোহাস।

ওর কাছে হেঁটে এল রানা। 'বাহ্, তবে তো কথাই নেই।'

ঠোঁট বাঁকা করল রোহাস। এটাকেই হাসি মনে করে সে। 'এক কাজ করো, তুমি একটা বাক্স বাছাই করো না কেন। মরার পর সহি সালামতে থাকতে পারতে তাহলে।'

ওর গায়ের কাছে এখন রানা। 'ঘটনাটা ঘটবে বলছ? অ্যাক্সিডেন্ট বা ওরকম কিছু?'

কাঁধ ঝাঁকাল রোহাস। 'তুমি অনেক বেশি জেনে গেছ, ঠিক কিনা?' বলল। 'ঠোলাদের অবশ্য তাতে কোন ফায়দা হবে না। অফিস বদলে নিয়েছি আমি এবং তোমার জানা নেই কোত্থেকে তুলে কোথায় ডেলিভারি দেয়া হয়েছে বাঙালীগুলোকে, কিন্তু তারপরও, কিছু তো জানো।'

'আমি কোন চাল চালব না,' বলল রানা। 'সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

টাই ঠিকঠাক করে নিল রোহাস। 'সে তোমার ব্যাপার, আমি তোয়াক্কা করি না,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ও। হাত বাড়িয়ে ওকে এক ঝাঁকিতে মুখোমুখি করাল রানা।

'আমাদের সম্পর্কটা তোমাকে একটু বুঝিয়ে দিতে চাই,' বলল ও এবং রোহাসের গালের হাড়ে একটা মাঝারি পাল্লার ঘুসি ঝাড়ল। খুব জোরে না মারলেও ছিটকে পড়ে গেল রোহাস।

চিত হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে রইল ও। লোকটার মসৃণ সাদা চামড়ায় একটা কালচে দাগ ফুটে উঠেছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে সাপের মত হিসহিসানি বেরোচ্ছে ওর। গোক্ষুরের মতন ভয়ঙ্কর লাগল ওকে রানার চোখে।

'এখন জানলে তো,' বলল রানা। 'আমার মৃত্যু নিয়ে পরের মুখে বড় বড় বাত শুনতে ভাল লাগে না আমার। আমার সঙ্গে লাগতে চাইলে চেষ্টা করে দেখো, কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, আমি তোমাকে দেখে নেব। চামচাদের নিয়েও আমার কচুটা করতে পারবে না তুমি। হাত-পা ভেঙে নুলো করে ছাড়ব, ভিক্ষে করবে রাস্তায় শুয়ে শুয়ে।'

আস্তে ধীরে উঠে দাঁড়াল রোহাস। মুখে একটা হাত রাখতে সেটা প্রজাপতির পাখার মতন কাঁপতে লাগল। সুস্থির হতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও।

'দূর হও,' বলল রানা। 'বাড়ি গিয়ে কড়া এক ঢোক মারোগে যাও; কাজে লাগবে।'

বিনাবাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেল রোহাস, দরজাটা লাগিয়ে দিয়েছে পেছনে।

'মস্ত ভুল করলে,' বলল টেলর।

কতক্ষণ ধরে এ ঘরে দাঁড়িয়ে আছে ও জানে না রানা। চশমায় আলো পড়ার ফলে ঢাকা পড়ে গেছে চোখ দুটো, কিন্তু ওর মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে দেখতে পাচ্ছে রানা।

'এতই যখন দরদ শয়তানটাকে বুকে ধরে তুললেই পারতে,' বলল রানা।

সাদা, ধারাল দাঁত দেখাল টেলর। 'আমি ওকে এক পয়সাও দাম দিই না,' বলল, চিঁ চিঁ করে মিলিয়ে গেল ওর কণ্ঠস্বর। 'তারপরও বলছি, মস্ত ভুল—'

'রাখো,' রুখে উঠল রানা। 'কারও না কারও ওকে মাটিতে নামিয়ে আনা দরকার ছিল। শালা ভেবেছেটা কি, রাজা হয়ে গেছে শহরের?'

'ও তাই।'

'আচ্ছা! ওর সাথে কতখানি জড়িত তুমি?'

দামী একটা ভঙ্গি করল টেলর। হাতটা গোটা ঘরে অর্ধবৃত্তে ঘুরিয়ে এনে শ্রাগ করল। 'এ সমস্ত কিছু ওর। আমি শুধু ওর একটা ফ্রন্ট।'

'তোমার আর কোন উপায় নেই যে ওর সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে হলো?' বিরক্তি প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে।

মাথা নাড়ল টেলর। 'নেইই তো,' বলল। 'খেতে পরতে হবে না?'

'ব্লন্ডি? ওর ব্যাপারটা কি?'

কাঁচের ওপারে দপ করে জ্বলে উঠল দুর্বল চোখজোড়া। 'ওকে এর মধ্যে টেনো না।'

'ও রোহাসের প্রতি দুর্বল,' বলল রানা।

এলোমেলো দু'কদমে আগে বেড়ে, রানার চিবুকে বাঁ হাতি একটা ঘুসি ঝাড়ল টেলর। মোক্ষম হওয়া উচিত ছিল মারটা, কিন্তু টেলরের গায়ে জোর নেই। এক চুল নড়ল না রানা। 'ওয়েট ক্যাটাগরী আলাদা,' বলল রানা। 'ওজন বাড়িয়ে তারপর লাগতে এসো।' আরেকটা পাঞ্চ তুলে কি যেন ভেবে সিদ্ধান্ত পাল্টাল টেলর, হাতটা বিদ্যুৎ গতিতে চালান করল পকেটে। ওর পাঁজরে মুঠো বসিয়ে দিল রানা। হুঁক করে একটা শব্দ করে হাঁটু ভেঙে গেল টেলরের, একপাশে গড়ান দিয়ে পিস্তল বের করে আনল ও। নাচের ভঙ্গিতে একটা স্টেপ নিয়ে ওর কব্জিতে কষে এক লাথি মারল রানা। নকশা কাটা কাঠের মেঝেতে উড়ে গিয়ে ঠকাস করে পড়ল পিস্তলটা, তারপর লাফিয়ে চড়াও হলো পুরু কার্পেটের ওপর। ঝুঁকে পড়ে কলার ধরে টেনে তুলল টেলরকে রানা।

লোকটাকে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কোন মেয়েকে নিয়ে তোমার সাথে লাগালাগি করতে চাই না আমি। আমাকে ভুল বুঝো না, বন্ধু।'

দাঁতের ওপর থেকে ঠোঁট সরাল টেলর, কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, এবং রানার কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে রইল। রাগের বদলে হুঁশিয়ারি ওর মুখের চেহারায় জমাট বাঁধছে। পেছনে এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা।

টেলরের চশমার কাঁচে খুদে প্রতিমূর্তি দেখতে পেয়েছে লোকটার। একটা হাত শূন্যে উঠে যেতে দেখে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ও। কিন্তু মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ল সে। টেলরের কোটের বোতামে ঘষা খেয়ে নাকের চামড়া ছড়ে গেল রানার।

চার

জ্ঞান ফিরতে, সবার আগে ছাদ থেকে তারের ঝুড়িতে ঝুলন্ত, নগ্ন বাতিটা চোখে পড়ল রানার। এবার লক্ষ করল ঘরটাতে কোন জানালা নেই। চোখ বুজে, খুলির ভেতরকার অবিরাম দপদপানিটা সহ্য করার চেষ্টা করল এরপর। চোখের পাতা ভেদ করে জ্বলছে যেন বাতিটা, গড়িয়ে সরে যেতে চাইল রানা। নড়তে চড়তে পারছে না আবিষ্কার করে মাথা তুলে চাইল ও। এটুকু নড়াচড়াতেই মনে হলো কিছু যেন বিস্ফোরিত হলো চোখের পেছনে, এবং আবারও শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো। বেশ খানিকক্ষণ পরে মাথার কাঁপুনিটা চলে গেলে চেষ্টা করল ফের।

খাটে পাতা পুরানো একটা মাদুরে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে লক্ষ করল, খাটের জং ধরা লোহার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে হাতজোড়া। খাটটা ছাড়া গোটা ঘর খাঁ-খাঁ করছে। মেঝের পাটাতনে সিগারেটের টুকরো ও ছাই পড়ে রয়েছে যত্রতত্র। ধুলো ঘরময় পুরু হয়ে জমাট বেঁধে আছে। একটা খবরের কাগজের নানা পৃষ্ঠা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো, এবং কালো ছাইয়ের গাদা দেখা গেল ফায়ারপ্লেসে, কেউ যেন সদ্য এক তাড়া কাগজ পুড়িয়েছে। নোংরা একটা ঘর, কেমন ভাপসা, ঘেমো গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

বিশ্রাম নিল রানা। হাত খোলার কোন চেষ্টার মধ্যে গেল না। শান্ত, সমাহিতভাবে শুয়ে আছে ও, আলোর রশ্মি থেকে বাঁচতে চোখ সামান্য কুঁচকানো, শ্বাস নিচ্ছে ধীরে ধীরে। তবে কানখাড়া রাখায় প্রতিটি ফিসফিসানির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ওভাবে উৎকর্ণ হয়ে পড়ে থাকায়, প্রথম শ্রবণে অকিঞ্চিৎকর কিছু শব্দ কানে এল ওর, কিন্তু পরে চিনতে পারল ওগুলো পায়ের শব্দ, একাধিক কণ্ঠের বিড়বিড়ানি এবং দূরে সাগরতীরে বিজবিজ শব্দ তুলে ঢেউ ভাঙার আওয়াজ।

শেষ পর্যন্ত ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিল রানা, কারণ এ মুহূর্তে সেটাই ওর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পালানোর ধান্ধা করার অবস্থায় নেই ও। সময়জ্ঞান সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছে রানা, ফলে সজাগ যখন হলো শুধু এটুকু জানল খাসা ঘুমিয়েছে, কারণ শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে ওর। মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণাটা সত্ত্বেও অখুশি নয় ও, খুলির ভেতরকার ঘুরপাক অনুভূতিটা তো গেছে। দরজার বাইরে প্যাসেজে কার যেন পদশব্দ পেয়ে আসলে ঘুমটা ভেঙেছে ওর। চাবি ঘুরিয়ে দরজা লাথি মেরে খোলা হলো শুনতে পেল ও। চোখ বুজল রানা। দর্শন প্রার্থীদের প্রতি আগ্রহী হওয়ার সময় এখনও আসেনি।

কে একজন হেঁটে এল ওর কাছে, বাতিটা আর ওর মাঝখানে এসে দাঁড়াতে চোখের ওপর থেকে অস্বস্তিটা দূর হলো। দীর্ঘ নীরবতা, তারপর একটা খোঁৎ শব্দের পর আবারও আলোটার অত্যাচার শুরু হলো। পায়ের আওয়াজটা চলে গেল দরজার কাছাকাছি। চোখ মেলে তাকাল রানা। বেঁটে চৌকো একটা পিঠ ও দুটো ছোট ছোট ঠ্যাং দেখে লোকটা সম্পর্কে কোন ধারণা পেল না ও, কিন্তু ঘন কালো, তেল চকচকে চুল ও কফিরঙা চামড়া দেখে আন্দাজ করে নিল হয়তো কিউবান হবে আগন্তুক।

বুক ভরে শ্বাস টেনে হাতের কাজ চালু করে দিল রানা। কষে বেঁধেছে হাত দুটো ওরা, কিন্তু ছাড়ানো অসম্ভব মনে হলো না ওর। হাত দুটো পেছনে নিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল ও, দাঁতে কাটছে নিচের ঠোঁট। কিন্তু চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করায় ক্ষান্ত দিল রানা। নিঃসাড় পড়ে রইল, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। আলো-বাতাস যেটুকু যা আসছে দরজার ওপরের আড়কাঠ দিয়ে। ঘরের ভেতরটা অসম্ভব গুমোট আর বদ্ধ। পিঠে সেঁটে যাচ্ছে শার্টটা রানা ঘেমে ওঠায়। কব্জী দুটো আস্তে আস্তে এপাশ-ওপাশ নাড়াল ও। একটু যেন ঢিল পড়েছে বাঁধনে। শুধু যদি মাথার ব্যথাটা না থাকত, মনে মনে বলল রানা। টান মেরে হাত মোচড়াল আবার ও। ডান হাতটা ঘেমে ভিজে থাকায়, একটু একটু করে কর্ডের ফাঁক গলে পিছলে বেরিয়ে আসতে লেগেছে, কিন্তু বাঁ হাতটাকে কোন সাহায্য করতে পারল না ও। কাজেই তেমনি আটকে পড়ে থাকতে হলো।

ধীরে সুস্থে উঠে বসে আঙুল দিয়ে আলতো স্পর্শ করল ও মাথাটা। মাথার পেছনটা থকথকে নরম মত, কিন্তু কোন ফোলাভাব বা জখম নেই। ম্লান হাসল রানা। তারপর শরীর বাঁকিয়ে বাঁ হাতের বাঁধনটা পরীক্ষা করল। খাটের নিচে এমনভাবে বেঁধেছে যে অনুভব করা যায়, দেখা যায় না। অনেক চেষ্টা করেও গিঁঠটাকে বাগে আনতে পারল না ও। অগত্যা শুয়ে পড়ে নিজের কপালকে অভিশাপ দিতে লাগল।

নানা চিন্তা খেলছে রানার মাথায়। কে মারল ওকে পেছন থেকে? রোহাস? নাকি অন্য কেউ? যে-ই মেরে থাকুক, সেটা নয়, এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কি করা হবে ওকে নিয়ে।

বিছানায় আবার উঠে বসে মেঝেতে পা নামিয়ে আনল রানা। টলমল পায়ে সিধে হলো এবার, বাঁ হাতের কারণে পুরোপুরি সোজা হতে পারছে না। দাঁড়ানোর ফলে হাতুড়ি পড়ল যেন মাথায়, কিন্তু দরজার দিকে এগোতে কেটে যেতে লাগল অনুভূতিটা, খাটটাকে নিজের সঙ্গে ছেঁচড়ে নিয়ে চলেছে রানা। দরজায় তালা দেয়া আছে নিশ্চিত হয়ে, বিছানাটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে এনে দেয়ালে ঠেকিয়ে বসে পড়ল ও।

হাতটা মুক্ত করতে হবে যে করে হোক। শুয়ে পড়ে প্রাণপণে ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল বাঁধনটা। কর্ডে পিছলে যাচ্ছে ওর ঘামে ভেজা আঙুল, কোন লাভ হচ্ছে না।

পায়ের শব্দে সচকিত হলো রানা, ঝটিতি শুয়ে পড়ে কর্ডের ফাঁকে গলিয়ে দিল ডান হাতটা। কাজটা সারা হতে না হতে খুলে গেল দরজা এবং ঘরে প্রবেশ

করল রোহাস। দরজার সামান্য ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে রিঙ্কন আর ওয়েন। রোহাস বিছানার পাশে এসে থেমে দাঁড়াল। রানা চোখ তুলে চাইতে চোখাচোখি হয়ে গেল।

'বীর বাহাদুরের ঘুম ভেঙেছে দেখছি,' বলল রোহাস।

ঘরের ভেতরে ঢুকে এল এবার রিঙ্কন ও ওয়েন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছে রিঙ্কন। খাটের কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা। দু'জনের ওপরেই একে একে চোখ বুলিয়ে নিল রানা ধীরেসুস্থে। 'মতলবটা কি?' হালকা চালে প্রশ্ন করল।

মৃদু মৃদু কাঁপছে রোহাস। গালের হাড়ের ফোলাটা নজর এড়ায়নি রানার। চোখের পাতা কাঁটার মতন তীক্ষ্ণ ওর। 'আগে গল্পটা সেরে নিই,' বলল রোহাস। ডান মুঠোটা পিছনে সরিয়ে, রানার নাকের ঠিক নিচে ছোট্ট হাড়সর্বস্ব গাঁটগুলো দিয়ে একটা ঘুসি মারল। মাথা সরিয়ে নিয়েছিল রানা হাতটাকে আসতে দেখে, কিন্তু তাতে ঘুসির তেজ সামান্যই এড়াতে পারল। দাঁতে দাঁত খটাখট বাড়ি খেল ওর।

'দেনাটা শুধলাম,' বলল রোহাস চিবিয়ে চিবিয়ে।

রানা নিশ্চুপ। দু'চোখে ঘৃণা ঝরাল ও, কিন্তু এক হাতে তিনজনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না নিজেও জানে।

'তো, তুমি একটা শখের গোয়েন্দা,' বলে পকেট থেকে রানার কাগজপত্র বের করে ছড়িয়ে দিল বিছানায়। 'খুব ভোল ধরেছিলে যা হোক।'

দু'মুহূর্তের স্তব্ধতা। বিছানার এক কিনারে বসল রোহাস। হাতটা নিশপিশ করতে লাগল রানার। সঙ্গের লোক দুটো না থাকলে এক হাতেই রোহাস শালার ঘাড়টা ভেঙে দিতে পারত। কে জানে রিঙ্কন ও ওয়েন চলেও যেতে পারে। অপেক্ষা করবে স্থির করল রানা।

চড় মারল রোহাস সামনে ঝুঁকে রানার গালে। ঠাস ঠাস পরপর দু'বার। চোখের তারা ঘুরছে, কিন্তু না একচুল নড়ল, না টুঁ শব্দটা করল রানা। সোজা হয়ে বসল আবারও রোহাস। ওর দেহের থরথর কাঁপুনি খাটের সঙ্গে দেয়ালের ঠোকাঠুকি বাধিয়ে দিল। খানিকটা পাগলাটে দেখাচ্ছে ওকে, চোখে-মুখে ওর ঘোলাটে দৃষ্টি। 'এখানে কেন এসেছ তুমি?' গলা কেঁপে গেল ওর। 'কি খুঁড়তে চেষ্টা করছ?'

'তোমাকে বলেছিলাম, আমার সঙ্গে আগ বাড়িয়ে লাগতে এসো না,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'আমি এখন তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। তোমার মাজা না ভেঙে থামব না।'

হা হা করে হেসে উঠল ওয়েন। 'শালা আস্ত পাগল, বলল, 'একটা বাড়ি পড়তে না পড়তেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

অসম্ভব কাঁপছে বলে পকেটে দু'হাত ঢুকাতে বাধ্য হলো রোহাস। 'এখানে কেন এসেছ ভাল চাও তো বলে ফেলো,' বলল ও, 'সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করব আমরা।'

বাঁকা হাসল রানা। কর্ডের ফাঁক থেকে ডান হাতটা বের করতে শুরু করেছে ও। ধীরে, খুব ধীরে করছে কাজটা যাতে ওদের চোখে না পড়ে। 'একটা পরামর্শ

দিচ্ছি, আমাকে আপসে যেতে দাও।'

সিধে হলো রোহাস। রিঙ্কনের উদ্দেশে হাতছানি দিল। 'শুরু করো,' বলল।

রানা হাতটা গলিয়েছে কি গলায়নি চড়াও হলো রিঙ্কন। বিজলী খেলে গেল রানার পায়ে। হাঁটুর ঠিক নিচে দড়াম করে পড়া লাথিটা হজম করল রিঙ্কন। দু'হাতে হাঁটু চেপে ধরে ধপ করে পড়ে গেল লোকটা। যন্ত্রণায় বিস্ফারিত চোখ, গালিগালাজের তুবড়ি ছুটছে মুখে। ওয়েন তেড়ে আসতে খাটে উঠে বসল রানা। ওর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিল ওয়েন, কিন্তু রানা ওর তলপেট লক্ষ্য করে দু'মনী একটা ঘুসি চালিয়ে দিল। মুখ দিয়ে হুস করে বাতাস বেরিয়ে এল কুমড়োপটাশটার।

ধপাস করে মেঝেতে চালের বস্তার মতন পড়ল লোকটা, মস্ত পেটটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে। গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করল ও চকচকে মুখ নিয়ে, শ্বাস ফিরে পেতে চেষ্টা করছে।

প্রাণের ভয়ে পিছিয়ে গেছে রোহাস। চোখে ওর নগ্ন আতঙ্ক। রানা উঠে দাঁড়িয়ে ধাওয়া করল ওকে, খাটটা হেঁচড়ে টেনে চলেছে সঙ্গে। খাটের একটা পায়া চেপে ধরে একরকম ঝুলে পড়ল রিঙ্কন। টানাটানি করছে রানা, প্রাণপণ চেষ্টা করছে রোহাসকে বাগে পেতে। ভীত-সন্ত্রস্ত লোকটা সে মুহূর্তে দরজা থেকে দূরে পালিয়েছে দৌড়ে। রানার সঙ্গে সঙ্গে অল্প একটু এল বিছানাটা, তারপর পেছন থেকে হ্যাঁচকা টান পড়ায় থেমে গেল।

'কি হলো, ওঠো, শালাকে কাবু করো,' ব্যাঙের মতন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করে উঠল রোহাস। 'অ্যাই, গাধারা, শুয়ে রইলে কেন?' পিস্তল ড্র করে রানার দিকে তাক করে ধরল ও। 'নড়েছ কি মরেছ।'

আরেক পা আগে বাড়ল রানা, খাট ও নাছোড়বান্দা রিঙ্কনকে হিঁচড়ে নিয়ে। 'চালাও গুলি,' বাঘা গলায় গর্জে উঠল। 'তাতে যদি বাঁচতে পারো।'

হামাগুড়ি দিয়ে ধেয়ে এল রানার দিকে এবার বিশালবপু ওয়েন। ওর থলথলে দেহটা রানাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বিছানার ওপর। ডান বাহুটা দেহের নিচে নিয়ে পড়েছে রানা, ফলে দু'এক সেকেন্ড মনের সুখ মিটিয়ে নিতে পারল ওয়েন। গোটা দুয়েক শক্তিশালী পাঞ্চ হজম করে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এক পা তুলে লাথি মেরে লোকটাকে মাটিতে ফেলল রানা। উঠে দাঁড়াল ওয়েন পরক্ষণে এবং পেছন থেকে এসে রিঙ্কন সাঁড়াশীর মতন কণ্ঠনালী চেপে ধরল রানার। ওয়েন এবার এগিয়ে এসে তিন-চারটে ঘুসি ঝাড়ল রানার শরীরে। লোকটা তুলতুলে হলে কি হবে ঘুসিগুলোয় টেরটি পাইয়ে ছাড়ল রানাকে। তারপরও ও নয়, রানাকে চিন্তিত করে তুলল রিঙ্কন। লৌহকঠিন ফাঁস পরিয়েছে লোকটা গলায় ওর, মাথা ঝিমঝিম করছে টের পাচ্ছে রানা। মেঝেতে দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে, শরীর শক্ত করে পেছনদিকে ছুঁড়ে দিল ও। রানা, খাটটা ও রিঙ্কন একসঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। গলা থেকে হাত ছেড়ে, কিলবিল করে পালানোর রাস্তা খুঁজছে এখন রিঙ্কন।

বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে গেছে রানা। বাঁ হাত পেছনে মুচড়ে থাকায় নুয়ে আছে শরীরটা এবং খাটটা বিশ্রাম দিচ্ছে ওর পিঠটাকে। খাটটা আবার সোজা না

করা পর্যন্ত এদশা থেকে মুক্তি নেই রানার। পিঠে ওটাকে নিয়ে রানা সিধে হলে, লাথি ছুঁড়ল রিঙ্কন। হাঁটুর পেছনে লাথি খেয়ে উল্টে পড়ে গেল ও। আটকে থাকা হাতের সমস্ত মাংসপেশীতে মুহূর্তে আগুন ধরে গেল যেন, এবং বেদনায় অর্ধোন্মত্ত রানা বিছানাটা নিয়ে পেছনে রিঙ্কনের ওপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল। চিবুকের নিচে লোহার হেডপিসের বাড়ি খেল রিঙ্কন এবং খাটটা পিঠে নিয়ে শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে রানা আবার আঘাত হানল পেছনের প্রতিপক্ষের ওপর। কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে রিঙ্কনের চোখ, বাতাসে খামচি মারছে ও অন্ধের মতন। খাটটা দুলিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে চলল রানা।

ওয়েন ওর ওপর হামলে পড়ে মাথা ঘিরে আঘাত করতে শুরু করলেও রানা রিঙ্কনকে খাটের বাড়ি মারা থামাল না। লোকটাকে বাগে যখন পেয়েছে, ওকে ঠেকানো গেলে, বাকি দু'জনকে সামলানো কঠিন হবে না। কালচে-নীল রং ধারণ করেছে রিঙ্কন, দুর্বলভাবে দুলছে তার দু'হাত। রোহাস পাক খেয়ে দৌড়ে এসে পেছন থেকে বিছানাটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিল। হাত ও হাঁটুর ওপর এবার থপাস করে পড়ল রিঙ্কন, আহত অসুস্থ কুকুরের মতন কুঁইকুঁই শব্দ বেরোচ্ছে ওর গলা দিয়ে।

রানার চোখের ঠিক ওপরটায় কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে। চোখে ঝাপসা দেখছে বলে খোলা হাতটা দিয়ে চারদিকে হাতড়াচ্ছে ও। ওয়েনের পেটে আঙুল দাবিয়ে দিল। তীক্ষ্ণ আর্তধ্বনি করে পালাতে চেষ্টা করল ওয়েন, কিন্তু রানা খাটটা সামনে দোল খাইয়ে এনে ওর ওপর সজোরে আঘাত হানল।

রোহাস দাঁড়িয়ে থেকে খাটের স্প্রিঙের ফাঁক দিয়ে ওদের লক্ষ করছে, কিন্তু কাছে পৌঁছতে পারছে না সাহায্য করতে। বিছানাটা ও টেনে সরানোর চেষ্টা করায়, রানা একটা বাহু দিয়ে আটকাল ওটাকে। ওয়েনের পেট থেকে এখনও খামচি ছাড়েনি রানা, লোকটা আর্তনাদ করে পা দাপাচ্ছে মাটিতে। রানার মুখে কিল মারতে চেষ্টা করছে সে, কিন্তু রানা তার ফলে মোচড় আরও বাড়াল—মাথাটা বুকের কাছে নামিয়ে ইচ্ছে মত পেট চিমটে চলেছে ও ওয়েনের।

দৌড়ে বেরিয়ে গেল রোহাস, এবং স্প্যানিশে চেঁচাতে শুনল ওকে রানা। সহসা এক ঝটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করল ওয়েন। সবজে-সাদা দেখাচ্ছে মুখের চেহারা ওর, অসাড় গা এলিয়ে পড়ে গেল ধুপ করে, আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলে শুয়ে শুয়ে দেখছে রানাকে।

হাসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। ওয়েনকে এক লাথ ঝেড়ে বিছানাটা ধীরেসুস্থে সিধে করে দিল। অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ভঙ্গি পেয়েছে এখন ওর বাহু। এবার ত্রস্ত হাতে বিছানার সকেট থেকে লোহার স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল ও। লোহার স্ট্যান্ডে হাত বাঁধা থাকায় এখনও বেকায়দা অবস্থায় রয়েছে সে, তবুও আগের চাইতে এখন বরং ভাল। দরজার দিকে রওনা দিল ও। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ছিল রিঙ্কন, গলায় হাত তার, পাশ কাটানোর সময় ওকে লোহার পোস্টের একটা ঝাপ্টা মেরে গেল রানা। একপাশে উল্টে পড়ল রিঙ্কন, হাতে মাথা ঢেকে।

ঘর থেকে স্খলিত পায়ে বেরিয়ে এল রানা। আঠার ওপর দিয়ে হাঁটছে মনে

হচ্ছে ওর। প্যাসেজে পৌঁছতে হাঁটার গতি ধীর হয়ে এল, এবার হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। মাথাটা অসম্ভব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে, বেদম ব্যথা শুরু হয়েছে বুকে। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বসে রইল রানা, শুয়ে পড়তে মন চাইছে বিষম, কিন্তু উপায় নেই যে। দেয়ালে একটা হাত রেখে উঠে দাঁড়াল আবার। রক্তের লম্বা একটা দাগ ফেলল ও নোংরা হলদেটে কাগজে। পারবে না, জানান দিল ওর মন, এবং হুড়মুড় করে আবারও পড়ে গেল রানা।

নিচ থেকে ভেসে এল অসংখ্য কণ্ঠস্বরের চেঁচামেচি এবং ঘরে ফিরে যেতে চেষ্টা করল রানা। দ্রুত সিঁড়ি টপকে উঠে আসছে কারা যেন শুনতে পেল। হাতটা ছাড়াতে আরেকবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ওটা যেন ঝালাই করে আটকে দেয়া হয়েছে পোস্টটার সঙ্গে। রানা কোনমতে উঠে দাঁড়াতে দু'জন উত্তেজিত কিউবান ধেয়ে এল ওর উদ্দেশে। গাদাগাদি করে ভূপাতিত হলো ওরা তিনজনে। কিউবানদের একজন ওর টুঁটি টিপে ধরেছে এবং আরেকজন পা মুচড়ে তুলে দিয়েছে শূন্যে। রানা টের পেল এঁটে ওঠা যাবে না এদের সঙ্গে।

'বেশি জোরে না!' রোহাসের গর্জন কানে এল রানার, তারপর কে যেন ওর মাথায় বাড়ি মারতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আঁধার ওকে গ্রাস করার আগ মুহূর্তে একটা মুখের ছোঁয়া পেল ওর ডান হাত, দুর্বল পাঞ্চটা কষার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোটা চুরমার হয়ে গেল চোখের সামনে। কাঁচা-পাকা একজোড়া ভুরু ভেসে উঠল কল্পনায় এবং পরক্ষণে চারদিক ঢাকা পড়ে গেল দমবন্ধ কালিগোলা অন্ধকারে।

উজ্জ্বল কুয়াশা ফুঁড়ে উদয় হলো একটা ছায়ামূর্তি। ওটা কোন দেবদূত কিনা চেয়ে থেকে বুঝতে চেষ্টা করল রানা। না, তা নয়, ছায়ামূর্তিটা ব্লন্ডির। ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে কিসব যেন বলছে সে, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না রানা, বিড়বিড় করে আওড়াল, 'হ্যালো, বেবি।'

কামরাটা এখন আকৃতি পাচ্ছে ওর চোখে এবং মিশে যেতে শুরু করেছে উজ্জ্বল কুয়াশা। ব্লন্ডির পেছনে ছাগলমুখো এক বাঁটকু দাঁড়িয়ে। তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল, 'ওর আর ভয় নেই। ওকে ওখানে শুইয়ে রাখো। আমি তো আছিই, দরকার পড়লেই চলে আসব।'

'পানি,' বলে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম আবার ভাঙতে অনেকটা সুস্থবোধ করল ও। বন্ধ হয়েছে মাথার ভেতর হাতুড়ির বাড়ি এবং ঘরটা এখন স্থির রয়েছে। কাছেই চেয়ার পেতে বসে ব্লন্ডি, ভারী চোখের পাতা দেখে মনে হচ্ছে ঘুম চাই ওর।

'আল্লার ওয়াস্তে—' বলল রানা, কিন্তু ব্লন্ডি চট করে উঠে পড়ে শীটটা ঠিকঠাক করে দিল। 'কথা বোলো না,' বলল ও। 'কিচ্ছু হয়নি তোমার। ঘুমালেই ঠিক হয়ে যাবে।'

চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করল রানা। পারল না। বিছানাটা আরামদায়ক এবং মাথার ব্যথাটাও দূর হয়েছে। চোখ খুলল আবার ও।

খানিকটা পানি এনে দিল ব্লন্ডি। 'আরও শক্ত কিছু দিতে পারো না?' বলল

রানা।

'তুমি অসুস্থ, চালবাজ। কাজেই যা দেয়া হয়েছে লক্ষ্মী ছেলের মতন খেয়ে নাও।'

একটু পরে বলল রানা, 'আমি এখন কোথায়?'

'হোয়াইট স্ট্রীটে, আমার রুমে।'

'কিভাবে এখানে এলাম কোন ভণিতা না করে বলবে প্লীজ?'

'অনেক রাত হয়েছে,' বলল ব্লন্ডি। 'এখন ঘুমোও। কাল শুনো।' দু'কনুইয়ের ওপর উঠে বসল রানা। মুখ কুঁচকে গেছিল আপনা থেকেই, কিন্তু কোন ব্যথা অনুভব করল না। দুর্বলতা বোধ করছে, এই যা। 'অনেক ঘুমিয়েছি। এখনই বলো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ব্লন্ডি। 'দুঃসাহসী লোকেদের নিয়ে এই এক জ্বালা। এদের ধৈর্য বলতে কিছু থাকে না।'

রানা চুপ করে রইল। চিত হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে।

কপাল কুঁচকে তাকাল ব্লন্ডি। 'টেলর তোমার ওপর খেপে বোম হয়ে ছিল। কি করেছিলে?'

ওর দিকে চেয়ে তারপর বলল রানা, 'ভুলে গেছি।'

নাক টানল ব্লন্ডি। 'ও জানায় আর্চার তোমাকে অজ্ঞান করে ওয়াটারফ্রন্টে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার কি দশা করল ওখানে জানতে চাই আমি। মাথা ঠাণ্ডা হলে অস্থির হয়ে ওঠে টেলর। ওর ধারণা হয় তোমার দিকে খেয়াল না দিলে গার্ডনারকে অপমান করা হবে। আমার বেশি কিছু বলতে হয়নি, নিজেই গেছে তোমার খোঁজে। তোমাকে নিয়ে ফেরত এসেছে ও, দেখে মনে হচ্ছিল ট্রাক চাপা পড়েছিলে। আমাকে বলল ডাক্তার ডেকে তোমার দেখাশোনা করতে।'

গল্পটা বিশ্বাস করল না রানা। 'ওই পিচ্চি লোকটা আমাকে নিয়ে এল রোহাসের নাকের ডগা দিয়ে? রোহাস বাধা দিল না?'

হাই তুলল ব্লন্ডি। 'ও ওখানে ছিল না। সবাই ওরা তখন হোটেলে।'

'ও,' বলল রানা। নিথর শুয়ে ভাবছে ও, এবার বলল, 'আজ কত তারিখ?' জানা হলে বলল, 'মে মাস চলছে এখনও?' সায় দিল ব্লন্ডি। চারদিন হলো রীটার কাছ থেকে দূরে রয়েছে রানা, কষ্ট করে হিসেবটা বের করল ও। অবশ্য মনে হচ্ছে আরও অনেক বেশি দিন। 'আমার খোঁজ করেনি রোহাস?' বলল এবার।

হাই তুলল আবার ব্লন্ডি। 'করেনি আবার, কিন্তু টেলরকে বা আমাকে এখন পর্যন্ত সন্দেহ করেনি। তবে করবে। কিছুই ওর অজানা থাকে না।'

নড়ে উঠল রানা। মাথায় আঙুল বুলিয়ে নিল। খুলিটা কেমন নরম নরম ঠেকল। 'আমাকে আশ্রয় দিয়েছ জানলে তোমাকে আর পছন্দ করবে না।'

শ্রাগ করল ব্লন্ডি। 'ঠিক বলেছ,' বলে হাই তুলল আবারও। 'খাটটা যথেষ্ট বড়। আমি শুলে অস্বস্তি বোধ করবে না তো? আপত্তি থাকলে বলে ফেলো।'

মৃদু হাসল রানা। 'চলে এসো।'

মুচকি হেসে ঘর থেকে চলে গেল ব্লন্ডি। একটু পরে একটা গোলাপী উলের ড্রেসিং গাউন পরে ফিরে এল। বিছানার কিনারে বসে চপ্পল খুলে উঠে এল রানার

পাশে। সোনালী মাথাটা তুলে দিল বালিশে। হাই তুলে চোখ পিটপিট করল ও। 'খুব ক্লান্তি লাগছে,' বলল। ওর সেবা-শুশ্রূষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মেয়েটা, বুঝে কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল রানার অন্তর।

'ঘুমোও তুমি,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'বলো তো গান গেয়ে শোনাতে পারি।'

'পাগল,' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে উচ্চারণ করে নিদ্রা দেবীর কোলে ঢলে পড়ল ব্লন্ডি।

আঁধারে পড়ে থাকল রানা, ব্লন্ডির ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছে, ভাবতে চাইছে নানা কথা। এখনও মনের ধোঁয়াশা কাটছে না ওর, অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় জমাচ্ছে মাথায়। খানিক পরে ও নিজেও কখন ঘুমে তলিয়ে গেল।

দিনের আলো মুখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখ খুলে কামরার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও, টের পেল মাথা পরিষ্কার এবং শরীরে বেদনার অনুভূতি নেই। বিছানায় নড়াচড়ার সময় শরীর একটু আড়ষ্ট ঠেকলেও, বেশ সুস্থ বোধ করল ও।

আস্তে ধীরে বিছানায় উঠে বসে ওর দিকে মিটমিট করে চাইল ব্লন্ডি। 'অ্যাই, কেমন আছ?'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার। হাসিটা বাঁকা হলেও চোখ ঠিকই স্পর্শ করল। 'তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ,' বলল ও। 'কিন্তু কেন, বেবি?'

কাত হলো ব্লন্ডি। 'জেনে লাভ?' বলল। 'প্রথমবারই কি বলিনি তোমাকে ভাল লেগেছে আমার?' চোখ বন্ধ করল ও।

'কি ভাবছ?' বিজড়িত কণ্ঠে বলল রানা।

আলতো একটা হাত রানার গালে রাখল ব্লন্ডি। 'ভাবছিলাম, অনেক দেরি করে তোমার সঙ্গে আমার দেখাটা হলো।'

ওর হাতটা ধরল রানা। 'বেটার লেট দ্যান নেভার।' ভারিক্কি চালে বলল।

হঠাৎ হেসে উঠলেও চোখ দুটো গম্ভীর দেখাল ব্লন্ডির। 'যাই, নাস্তার ব্যবস্থা করি। আর হ্যাঁ, বাথরুমে রেজার পাবে।'

রানার দাড়ি কামানো হতে হতে টেবিলে নাস্তা লেগে গেল। খাবার দেখে প্রশংসা ধরে না রানার কণ্ঠে, এসে বসেছে চেয়ারে।

কারার্ডে আবিষ্কৃত ড্রেসিং গাউনটা নিশ্চয়ই টেলরের হবে। রানার গোড়ালি পর্যন্ত ঝুল হয়েছে ওটার এবং কাঁধের কাছে চিমটাচ্ছে।

'বীভৎস লাগছে তোমাকে,' খিলখিল হাসল ব্লন্ডি।

রানা নাস্তার এমনই সদ্ব্যবহার করল যে ব্লন্ডিকে বাধ্য হয়ে আবার যেতে হলো আরও গোটা তিনেক ডিম ভাজতে। 'খুব জলদি সেরে উঠছ তুমি,' বলল ব্লন্ডি।

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর ফস করে বলে বসল, 'আচ্ছা, বেবি, টেলরের সাথে কি তোমার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে?'

আরেক কাপ কফি ঢালল ব্লন্ডি ওর কাপে। 'ওর সাথে কয়েক বছর ধরে আছি। আমার প্রতি সদয় ও, এবং আমার ধারণা হি ইজ ক্রেজি অ্যাবাউট মি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'জানোই তো কেমন হয় এধরনের সম্পর্ক। ওর চাইতে ভাল আর কাউকে খুঁজে পাইনি যখন ওকে সুখী করার একটা দায়িত্ব তো বোধ করিই।'

মাথা নেড়ে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রানা। 'উইনাল্ডার সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্লন্ডির মুখের চেহারা। চোখ থেকে মুছে গেছে হাসিখুশি ভাবটা। 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর গোয়েন্দা ছুঁলে ছত্রিশ ঘা,' তেতো কণ্ঠে বলল ও, সটান দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'ঠোলাদের সাথে এত কথা বলি না আমি।'

'ও, জানো তাহলে?'

প্লেটগুলো একত্র করছে ব্লন্ডি। 'কে না জানে।'

'টেলর?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু টেলর আমাকে বাঁচিয়েছে।'

'সেটা গার্ডনারের প্রতি ঋণ শুধতে।' প্লেটগুলো নিয়ে চলে গেল ব্লন্ডি।

বসে বসে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল রানা। ব্লন্ডি ফিরে এলে বলল ও, 'একটু সহযোগিতা করলে কি হয়, বেবি? দু'জনেরই হয়তো তাতে উপকার হতে পারে।'

টেবিলের ওপর দিয়ে নুয়ে পড়ল ব্লন্ডি। মুখের চেহারা ওর কঠিন ও সন্দেহপূর্ণ। 'ওই লাইনে আমার কাছ থেকে কিছু জানতে পারবে না তুমি,' বলল ও, 'কাজেই ভুলে যাও।'

'বেশ,' বলল রানা, ' তবে সবই ভোলা যাক।'

ব্লন্ডি বাথরুমে ঢুকতে একটু পরে টেলর এল। কঠোর দৃষ্টিতে রানাকে মাপছে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে।

রানা বলল, 'ধন্যবাদ, দোস্ত। তুমি আমাকে মস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়েছ।'

এক চুল নড়ল না টেলর। 'শরীর সেরে গেছে যখন, কেটে পড়ো। এই ছোট্ট শহরে তোমার আর রোহাস, দু'জনের জায়গা হবে না।'

'ঠিক বলেছ,' বিজ্ঞের মতন সম্মতি দিল রানা।

'গার্ডনারের সঙ্গে চুক্তিটা কি তোমার, পুলিসম্যান?' প্রশ্ন করল টেলর। 'কি ফন্দি এঁটেছ দু'জনে?'

'গার্ডনার রোহাসকে তাবা করতে চায়। আমি ওর হয়ে পিস্তল চালাচ্ছি। গার্ডনার যেমনটা বলে দিয়েছে আরকি।'

ঘরের ভেতর আরেকটু ঢুকে এল টেলর। 'জলদি ভাগো শহর ছেড়ে,' বলল। 'রোহাস যদি জানতে পারে তোমাকে আমি ঠাঁই দিয়েছি কি হবে খোদা মালুম।'

তীক্ষ্ণ চোখে টেলরকে লক্ষ করছে রানা। 'রোহাসের সঙ্গে মোকাবিলা শুরু হতে যাচ্ছে আমার। তোমার উচিত হবে হারু পার্টি ছেড়ে জিতু পার্টিতে চলে আসা।'

'হুঁ। তাই তো আছি। পালাও তুমি, চাও তো ব্যবস্থা করে দিই।' গম্ভীর ও শান্ত দেখাচ্ছে টেলরকে।

ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা অনর্থক জানে রানা। 'তোমার যেমন ইচ্ছে,' বলল ও।

সামান্য দ্বিধার পরে, পকেট থেকে একটা .৩৮ স্পেশ্যাল বের করে টেবিলে রাখল টেলর। 'নিরাপদে যাতে শহর ছাড়তে পারো। গার্ডনার অনেক করেছে আমার জন্যে। আজ রাতের মধ্যে যদি চলে না যাও তাহলে আমাকে দেখামাত্র গুলি কোরো—বুঝতে পেরেছ?'

বেরিয়ে গেল ও, দরজাটা আলগোছে লাগিয়ে।

পিস্তলটা তুলে নিয়ে ঢিলে করে ধরে রইল রানা। চিন্তার ভাঁজ ওর কপালে।

বাথরুম থেকে বেরিয়েছে ব্লন্ডি। পিস্তলটা লক্ষ করে বলল, 'টেলর এসেছিল?'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ফ্রেন্ডলি?'

'তোমার মতনই।'

খোঁৎ করে উঠল ব্লন্ডি। 'তৈরি? গাড়ি বের করছি। যেখানে বলবে ড্রপ করে দেব।'

'বেশ,' বলল রানা। চিন্তামগ্ন ও। এবার মহিলার দিকে চাইল। 'রোহাস শিগ্গিরি বানের পানিতে ভেসে যাচ্ছে। এখন নিশ্চয়ই কথা বলতে চাইবে তুমি।'

অবজ্ঞায় বাঁকা হয়ে গেছে ব্লন্ডির মুখের কোণ। 'উন্মাদ,' বলল। 'তোমার কাপড়-চোপড় কাবার্ডে পাবে। ওগুলো পরে হোটেলে চলে যাও।' দরজার কাছে হেঁটে গেল ও। 'আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।'

চটজলদি তৈরি হয়ে নিল রানা। কাপড়গুলো দেখে ওর মনে হলো যেন সড়ক দুর্ঘটনায় কখনও বিধ্বস্ত হয়েছিল ওগুলো। তোয়াক্কা করল না রানা। কাপড় পরে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে প্যাসেজে পা রাখল ও। নিচে ব্লন্ডির সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ওর। সিঁড়ির গোড়ায় শ্লথ পায়ে হেঁটে এল ও। যথেষ্ট শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে এ ক'দিনে উপলব্ধি করল রানা। নড়াচড়া করতে কষ্ট হলেও, থামাথামির ধার ধারল না। কিন্তু থামতে হলো ঠিকই সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে। নিচে ল্যান্ডিঙে পড়ে আছে ব্লন্ডি!

কাঠ-পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল রানা। তারপর হিপ পকেট থেকে অস্ত্রটা টেনে নিয়ে সন্তর্পণে নেমে এল নিচে। কোথাও কেউ নেই। কাছে আসতে, একটা ছুরি আমূল বিদ্ধ ব্লন্ডির পিঠে দেখতে পেল। রানা থমকে বসে পড়ে উল্টে দিল ব্লন্ডিকে। মাথাটা পেছনে এলিয়ে পড়লেও শ্বাস চলছে তখনও ওর।

ওকে ওপরে বয়ে নিয়ে আসতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হলো রানার। যথেষ্ট ভারী ব্লন্ডি, এবং ওকে উপুড় করে বিছানায় শোয়ানোর পর রানা আবিষ্কার করল ওর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি উঠে গেছে। টেলিফোনের রিসিভারটা এবার ছিনিয়ে নিল রানা। অ্যাড্রেস প্যাডে পাওয়া গেল টেলরের নম্বর। ডায়াল করল ও, ব্লন্ডির ওপর চোখ রেখে।

'ফিউনেরাল পার্লার,' ভেসে এল টেলরের রসকষহীন কণ্ঠস্বর।

'শিগ্‌গির চলে এসো,' বলল রানা। 'ওরা ব্লন্ডিকে ছুরি মেরেছে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে বিছানার কাছে চলে এল ও।

চোখ মেলে চাইল ব্লন্ডি। রানাকে দেখে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ওর উদ্দেশে। 'গোয়েন্দাকে সাহায্য করেছি, মরলেও দুঃখ নেই,' ক্ষীণ সুরে বলল।

ছোরাটা বের করার সাহস হলো না রানার। 'তুমি মন শক্ত করো,' প্রবোধ দিল ও, 'টেলর এখুনি এসে পড়বে।'

শরীর মোচড় খেল ব্লন্ডির। 'আর সময় নেই,' বলল, তারপর কান্নায় বিকৃত হয়ে গেল ওর মুখ।

'রোহাস?' প্রশ্ন করল রানা।

ব্লন্ডির মুখে কথা নেই।

'প্লীজ, আমাকে একটা সূত্র দাও,' বলল রানা আকুল স্বরে। 'ওকে এভাবে পার পেতে দিয়ো না।'

'ওর পোষা কিউবান,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ব্লন্ডি।

মুখের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে ওর লক্ষ করল রানা। তড়বড় করে বলল ও, 'উইনাল্ডার কাছে তোমার ছবি কেন? ও কে হয় তোমার?'

ফিসফিসে অস্পষ্ট সুরে আওড়াল ব্লন্ডি, 'আমার স্বামী।' খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে সে। পিঠ থেকে ছুরিটা টেনে বের করে আনল রানা। চোখ বুজে আর্তধ্বনি করে উঠল ব্লন্ডি। তারপর বলল, 'বাঁচালে! এই বরং ভাল।'

'আমি এর বদলা নেব,' বলল রানা দৃঢ় কণ্ঠে। 'রোহাসকে এর প্রতিফল পেতে হবে।'

'পারলে শোধ নিয়ো,' বিড়বিড় করছে ব্লন্ডি। 'যদিও আমার তাতে কোন লাভ নেই।'

রানার মনে পড়ল ওয়াল কাবার্ডে স্কচ দেখেছিল। গেলাসে দু'আঙুল পরিমাণ ঢেলে খাইয়ে দিল ব্লন্ডিকে।

হাঁ করে এখন শ্বাস নিচ্ছে ব্লন্ডি। 'আমাকে আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখো—আমি সব বলে যেতে চাই—' বলল তিক্ত কণ্ঠে।

ওর হাত ধরল রানা। 'সোজাসাপ্টা বলো। উইনাল্ডা কি রোহাসের সঙ্গে জড়িত?'

ইতস্তত করল ব্লন্ডি, তারপর মাথাটা একটু কাত করল। 'হ্যাঁ, জড়িত,' ক্ষীণ স্বরে বলল। 'ও একজন বাজে লোক, এবং আমি কোনভাবেই ওর কাছে ঋণী নই।'

'ওর অ্যাঙ্গেলটা কি?'

'অবৈধ লোকেদের দিয়ে ড্রাগস বিক্রি করায়।' চোখ বুজল ও। এরপর বলল, 'আর কোন প্রশ্ন নয়, কেমন? ভয় করছে আমার।'

একটা অসহায় বোধ গ্রাস করল রানাকে। মোম-কাগজের মতন রং ধারণ করেছে এখন ব্লন্ডির গায়ের চামড়া। ঠোঁটের লাল বুদ্বুদটা প্রাণের একমাত্র লক্ষণ।

সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় উঠে আসছে কেউ। দরজার কাছে দৌড়ে গেল রানা। টেলর ঘরে ঢুকল। চকচকে ওর মুখের চেহারা। রানাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে

বিছানার কাছে দৌড়ে গেল। অনেক দেরি করে ফেলেছে ও। টেলর ঘরে প্রবেশের মুহূর্তমাত্র আগে মারা গেছে ব্লন্ডি।

কামরা থেকে বেরিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল রানা। প্যাসেজ ধরে দ্রুত পা চালাচ্ছে এসময় একটা অনুচ্চ কান্নার শব্দ ভেসে এল দরজার ওপাশ থেকে।

রানাকে দেখতে পেয়ে ডেস্ক ঘুরে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এল প্যারাডাইস হোটেলের ম্যানেজার। 'এই যে সাহেব, কোন্ চুলোয় ছিলেন এতদিন?' রাগে কাঁপছে লোকটার গলার স্বর। 'হোটেলটাকে আপনি পেয়েছেনটা কি, অ্যাঁঃ?'

'কেন, কি হয়েছে?' লোকটার পাশ কাটাল রানা।

দৌড়ে ওকে ধরে ফেলল ম্যানেজার। 'মি. মরিস, আমার কথা শুনুন! আপনি এখানে যা খুশি তাই করতে পারেন না।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'এত চেঁচাচ্ছেন কেন?'

'চেঁচাব না? আমার লোকেরা দোতলায় যেতে পারছে না। ডাকাতের মত একটা লোক বসে আছে ওখানে, কাউকে যেতে দিচ্ছে না। পুলিসের ভয় দেখাতে বলে কিনা আপনি তাকে বসিয়ে রেখে গেছেন। এর মানেটা কি, অ্যাঁঃ?'

'আমার বিল রেডি করুন,' বলল রানা। 'চলে যাচ্ছি।' চকিতে ওপরে উঠে এল ও, ম্যানেজারের প্রতিবাদ গায়ে না মেখে। রুমের কাছে পৌঁছে টাইসনের টিকিটিরও দেখা পেল না রানা, এক লাথিতে দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে।

বিছানায় বসে রীটা এবং ওর কাছ ঘেঁষে টাইসন। তাস খেলছে। সাদা শর্টস ও হ্যাট পরনে টাইসনের। মোটা পিঠ বেয়ে ওর দরদর ধারায় ঘাম গড়াচ্ছে।

কাঠ হয়ে গেছে রানা। 'কি হচ্ছে কি এখানে?'

হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিল রীটা। 'কোথায় ছিলে তুমি এতদিন?' পাল্টা বলল। 'কি হয়েছিল তোমার?'

রানা দরজাটা টেনে দিয়ে এগিয়ে এল। 'সে অনেক কথা,' বলল। এবার টাইসনের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি কি উদোম হওয়ার শো করছ নাকি?'

'আমার নাইটির জন্যে খেলছিল ও,' বলল রীটা; 'কিন্তু অত সোজা?'

ট্রাউজারে থাবা মারল টাইসন। 'ভাগ্যিস এসে পড়েছ তুমি,' বলল উত্তেজিত সুরে। 'এই মেয়ে একটা জঘন্য তাসুড়ে।'

হাসার মুড নেই এখন রানার। 'জলদি বাইরে গিয়ে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করোগে যাও,' বলল ও। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে যেন হোটেলের পেছনে পাই ওটাকে।'

রীতিমত কসরৎ করছে টাইসন কাপড় পরতে। 'তাড়া খাচ্ছ বুঝি?'

'বাজে কথা ছাড়ো,' রানার কণ্ঠে চাবুক। 'ব্যাপারটা জরুরী।'

কোট পরতে পরতে বেরিয়ে গেল টাইসন। 'কি মনে হয় তোমার, উঠতে পারবে?' রীটাকে উদ্দেশ্য করে বলল রানা।

শীটটা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেতে দোল খাইয়ে পা নামিয়ে আনল রীটা। 'টাইসনের চাপাচাপিতে এতদিন খামোকা বিছানায় বসে থাকতে হয়েছে,' বলল ও। 'ঘটনাটা কি?'

রানা নতুন একটা স্যুট বাছাই করে পাল্টে নিল। 'হাঁ করে দেখছ কি,' ধমকে উঠল ও। 'রেডি হয়ে নাও। আমরা এখুনি এ হোটেল ছাড়ছি।'

তৈরি হতে শুরু করে দিল রীটা। 'কিগো, কোথায় ছিলে এ ক'দিন আমাকে বলবে না?'

দুটো গ্রিপে ড্রয়ারগুলো খালি করতে ব্যস্ত রানা। 'একদল গুণ্ডা আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেছিল। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

সোজা জবাব দিল রানা, 'নেলসনের ওখানে।'

মাথা নাড়ল রীটা। 'আমি যাব না,' বলল।

গ্রিপ দুটো স্ট্র্যাপ করা হলে সিধে হলো রানা। ত্বরিত দু'কদমে যুবতীর কাছে এসে তার কব্জীতে একটা হাত রাখল। 'যা বলছি করো।'

'নেলসনের ওখানে না।' কঠোর কণ্ঠে বলল রীটা।

'ভদ্রলোকের এক কথা। কোন বায়নাক্কা সহ্য করব না আমি। হয় আপসে যাবে নয়তো তুলে নিয়ে যাব।'

ফোনের কাছে গিয়ে বিল পাঠাতে বলল রানা। লোক আসার ফাঁকে, ঘরে পায়চারি করতে লাগল ও অস্থিরচিত্তে। বিছানায় বসে চোখে অস্বস্তি নিয়ে লক্ষ করছে ওকে রীটা। 'কি করতে চাইছ তুমি?'

ঝট করে মুখ তুলে চাইল রানা। 'অনেক কিছু,' বলল। 'শুরু করেছে রোহাস, ব্যাপারটার শেষ করব আমি। শয়তানটার ঘাঁটি বিনাশ না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

বেয়ারা বিল আনতে মিটিয়ে দিল রানা। তারপর একহাতে গ্রিপ দুটো ও অপর হাতে রীটার কনুই চেপে ধরল। 'চলো,' বলল ও, এবং দু'জনে একসঙ্গে নেমে এল নিচে।

প্রকাণ্ড এক গাড়ির হুইলের পেছনে বসে আছে টাইসন। খানিকটা হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। রীটার পাশে উঠে বসল রানা। 'নেলসনের জয়েন্টে, জলদি,' বলল।

সীটে ঘুরে গেছে টাইসন। 'নেলসন?' বলে উঠল। 'কেন, নেলসন কেন?'

সামনে ঝুঁকে এসেছে রানা। 'নেলসন,' পুনরাবৃত্তি করল, দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে টাইসনের মুখের ওপর। 'পছন্দ না হলে বেরিয়ে যেতে পারো, আমি নিজেই ড্রাইভ করব।'

রানার দিক থেকে রীটার দিকে স্থানান্তরিত হলো টাইসনের বিস্ফারিত দৃষ্টি। 'আরে চালাও, ব্রেভ হার্ট, এর হুকুম অমান্য করার জো নেই। যা বলছে করিয়ে ছাড়ছে।'

'ঠিক হ্যায়,' বলে এঞ্জিন স্টার্ট দিল টাইসন।

এক কিনারে গোমড়া মুখে বসে রীটা। টাইসনের চওড়া কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে রাস্তায় চোখ রানার। গোটা রাস্তা নীরবে অতিক্রম করল ওরা। বাঁক ঘুরে অর্ধ বৃত্তাকার ছোট ড্রাইভটায় পড়তে রীটা বলল, 'আমরা ভেতরে যেতে চাই না,' রানা শুনবে না জেনেও আপত্তি তুলল ও। দরজাটা ঘটাং করে খুলে বেরিয়ে

পড়েছে রানা।

'এসো তোমরা,' বলল অধৈর্য সুরে।

সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। খাঁ খাঁ করছে ক্যাসিনোর লবিটা। মেইন হলে এক কিউবানকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মেঝেতে ইলেকট্রিক ক্লীনার চালাতে দেখল ওরা। ওদেরকে নিজের দিকে আসতে দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল লোকটার। রীটার ওপর সেঁটে গেছে দৃষ্টি ওর, জবাবে ভ্রূ কুঁচকে চাইল যুবতী।

'নেলসন আছে?' রানা জবাব চাইল।

ক্লীনারটার থাম-সুইচে চাপ দিয়ে সযত্নে শুইয়ে রাখল ওটাকে কিউবান। 'দেখি,' বলল।

মাথার ঝাঁকিতে না সূচক ইঙ্গিত দিল রানা। 'তুমি থাকো,' সংক্ষেপে বলল।

হল পার হয়ে নেলসনের অফিসের উদ্দেশে এগোল ও। 'হ্যালো,' দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠলেও জায়গা ছেড়ে নড়ল না কিউবানটা।

মন্থর পদক্ষেপে ওকে অনুসরণ করল রীটা ও টাইসন। অফিসের দরজা ঠেলে খুলে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে চোখ রাখল রানা ভেতরে। ডেস্কে বসে ছিল নেলসন। গ্রীনব্যাকের বড়সড় একটা স্তূপ গুনতে ব্যস্ত। কালো হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা রানাকে দেখে এবং গ্রীনব্যাকগুলো এক ঝাপটায় চালান হয়ে গেল একটা দেরাজে।

হেঁটে ঢুকে পড়ল রানা। 'ডাকাতি করতে আসিনি,' বলল কাটখোট্টা সুরে, 'এসেছি যুদ্ধের শলা করতে।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে দাঁড়ানো সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল ও, 'এসো, আর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ো।'

ডেস্কের পেছনে স্থির বসে রয়েছে নেলসন। রীটা ভেতরে আসতে দু'হাতের আঙুলে নেড়েচেড়ে ঘাড় থেকে ঢিলে করল কলারটা। রীটা একবারও ফিরে চাইল না ওর দিকে। কামরার দূর প্রান্তে হেঁটে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল ও। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল টাইসন। সে-ও চাইছে না নেলসনের দিকে। উত্তেজনা দানা বাঁধল ঘরের ভেতর।

পাঁচ

সন্ধের দিকে বাংলোয় ফিরল রানা। বারান্দার সিঁড়িতে বসে ছিল টাইসন, কাঠের একটা টুকরো দিয়ে মেটে পথটায় আঁকিবুঁকি কাটছে। একটু আগে ভাড়াটে গাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে টাইসন রানার কথা মত। ফালতু পয়সা না গুনে রীটার গাড়িটা ব্যবহার করবে ওরা ঠিক হয়েছে। রানা ওর পাশ কাটানোর সময় ফোড়ন কাটল, 'ওহে জয়নুল আবেদীন, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়। ওসব শিল্পকর্ম পরে।'

মুখ খুলেছিল টাইসন, কিন্তু জবাব দেয়ার আগেই বাংলোয় প্রবেশ করেছে

রানা। সোজা রীটার রুমে চলে গেল ও।

বাংলোটা রীটার, এলাকাটা স্পঞ্জ পিয়ের ছাড়িয়ে আধ মাইলটাক দূরে। রানার নাছোড় মনোভাব দেখে নাচার হয়ে স্বীকার গেছে রীটা স্পঞ্জ পিয়েরের কাছে একটা বাংলোয় বাস করে সে, ওটার দেখাশোনা করে এক স্প্যানিশ মহিলা।

নেলসন রোহাসের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে রাজি না হওয়ায় শেষমেষ এখানেই আস্তানা গাড়তে হয়েছে রানাকে। রীটা ওর প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের পরিচয় ফাঁস করে দেয়ার পর দেখার মতই হয়েছিল বটে নেলসনের মুখের চেহারাটা। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর যেন মানুষ নয়, ভিনগ্রহের কোন প্রাণী। পুলিস ও গোয়েন্দা নাকি বিষবৎ পরিত্যাজ্য ওর কাছে। মহা চমক খেয়ে গিয়েছিল বেচারা টাইসনও। কেটে পড়ার ধান্ধা করছিল, কিন্তু সপ্তাহে পাঁচশো ডলার করে পাবে, যদ্দিন না রানা রোহাসকে সদলে ধ্বংস করতে পারছে, জানার পর রানাকে সহযোগিতা করতে খুশি মনে রাজি হয়েছে সে। আগাম হিসেবে শ'দুয়েক ডলার ওর পকেটে গুঁজে দিয়েছে রানা।

নেলসনের সামনে অনেক রকম প্ল্যান রেখেছিল রানা। বলেছিল ও, টাইসন আর নেলসনের গুণ্ডা পার্টি মিলে শহরটা আগুন করে ছাড়বে রোহাসের জন্যে। লোকটার বোট হাইজ্যাক থেকে শুরু করে ওর সংগঠনটাকে স্যাবোটাজ করা এবং সবশেষে জীবনবাজি রেখে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা পর্যন্ত সবই করবে—কিন্তু নেলসন মাথা নেড়েছে কেবল। ওর নাকি সাহসে কুলোচ্ছে না। শেষমেষ হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে রানা। চাইলেই এফ.বি. আই-কে এতে জড়াতে পারে ও, কিন্তু ওর ইচ্ছেটা ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে।

রীটাই কি রাজি হচ্ছিল অত সহজে? রোহাস ওকে জানে মেরে ফেলবে রানা এ ভয় দেখানোর পরই না শুধু বাংলোর ঠিকানাটা বেরিয়েছে ওর পেট থেকে।

জানালার তাকে বসে ছিল রীটা, ফ্যাকাসে সবুজ আলোয়ান গায়ে। বাইরে চেয়ে ছিল ও, রানা ঘরে ঢুকতে চট করে মুখ ফেরাল। 'কি চাই এখানে?' রুক্ষ স্বরে বলে উঠল।

দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'ছোট্ট একটা গল্প শোনাতে চাই। ফেডারেল ব্যুরো অতীত ঘাঁটছে, এবং তার ফলে ইনফর্মেশনগুলো যাচাই করার সুযোগ পাচ্ছি আমি। ভারি মজার সব কাহিনী বেরোচ্ছে কিন্তু।'

রীটা এসে খাটে বসল। 'এগুলোর কিছু সত্য, কিছু অনুমান,' বলছে রানা। 'কিন্তু দুটোকে মেলালে ছোটর মধ্যে সুন্দর একটা গল্প দাঁড়ায়। ইলিনয়ের ছোট্ট এক মফস্বল শহরে কাহিনীর শুরু। শহুরের এক নম্বর লোকটা বিয়ে করল সুন্দরী এক যুবতীকে। সে পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু যুবতী স্ত্রীটির মনে ছিল রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। স্বামীর রোজগারের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করতে শুরু করল সে। আমাদের এই লোকের নাম হচ্ছে হিউস্টন, রাজনীতি-টাজনীতি করত। তুমি ওকে বিয়ে করেছিলে নাচ-গানের সস্তা শো-র হাত থেকে মুক্তি পেতে। তা তুমি পেলেও। তোমার আরাম আয়েশ, বিলাসিতার জন্যে শহরবাসীর বিপুল টাকা

গায়েব না করে পারল না হিউস্টন। তারপর আর ফ্লোরিডায় পালিয়ে না এসে উপায় রইল না তোমাদের।'

কোলে হাত জড় করল রীটা। 'আমার চুলের ডগাও ছুঁতে পারবে না তুমি,' বলল।

মাথা নাড়ল রানা। 'চাইছে কে!' বলল ও। 'আমি তোমার পিছে লাগছি না তো। বলতে দাও আমাকে। আলাদা হয়ে গেলে তুমি আর হিউস্টন। কেন তোমরাই জানো, কিন্তু এবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল উইনাল্ডার। আমার ধারণা ওর টাকা-পয়সা এবং যৌবন আকৃষ্ট করে তোমাকে। হিউস্টনকে ছেড়ে উইনাল্ডার সঙ্গে ভেসে পড়ো তুমি। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে ব্লন্ডি নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল উইনাল্ডা। রোহাস যে সব বাংলাদেশীদের এদেশে পাচার করে আনে তাদের অবৈধ ড্রাগস বিক্রিতে বাধ্য করে সে। এজন্যে তাকে প্রচুর টাকা গুনতে হয়, মাথাপিছু বিশ হাজার ডলার। ব্লন্ডি সবই কিছুই জানত, কাজেই ওকে চোখে চোখে না রেখে উপায় ছিল না। উইনাল্ডা ওকে টেলরের ওখানে কাজে ঢুকিয়ে দেয়, টেলর রোহাসেরই লোক। ভাল বেতন পেত ব্লন্ডি, কাজ তেমন কিছু না, আবার উপরি হিসেবে টেলর ওর ওপর নজরও রাখতে পারছে। এদিকে হিউস্টনকে ডিভোর্স করে উইনাল্ডাকে বিয়ে করতে চাও তুমি। উইনাল্ডা জানায়নি ও বিবাহিত, এবং ফ্লোরিডায় পৌঁছে হিউস্টন আর তুমি, দু'জনে ছিটকে পড়ো দু'দিকে। তারপর একদিন নানা ঘাট ঘুরে কী ওয়েস্টে এসে ঠেকল তোমাদের বোট, এবং সন্ধ্যেটা একটা স্থানীয় ক্যাসিনোতে এনজয় করতে গেলে তোমরা। নেলসনকে, মানে তোমার হারানো স্বামীকে সেখানে খুঁজে পেলে তুমি। খুব চমকে গেছিলে, তাই না?'

নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে রীটা। 'নিজেকে খুব চালাক মনে করো, না?' ঝড়ের মেঘ ভর করেছে কণ্ঠে ওর।

'নেলসন, ওরফে হিউস্টন, ক্যাসিনোটা জমাতে পারছে না, কাজেই সে প্রস্তাব করল টাকা পেলে ডিভোর্স পেপার সই করে দেবে। উইনাল্ডার কাছে টাকাটা চাইলে তুমি, কিন্তু সে দিতে অস্বীকার করল। সাময়িকভাবে "চারো চাক্কা জাম" হয়ে গেল তোমার। উইনাল্ডার প্রতি বিশেষ কোন দুর্বলতা নেই তোমার, আছে শুধু ওর টাকার জন্যে। টাকাটা যেভাবে হোক নিজের ভোগে লাগাতে চাও তুমি, কিন্তু তার একটাই মাত্র রাস্তা—বিয়ে। তদন্তে আরেকটু কাদা বেরিয়েছে, উইনাল্ডার সঙ্গে লিভ টুগেদার করার সময় আমজাদ নামে এক বাঙালীর সাথে ঘনিষ্ঠতা হয় তোমার। দু'জনে গা ঢাকা দিলে তোমরা, কিন্তু ধরা ঠিকই পড়তে হলো। এই আমজাদ আলী রোহাসের চাকরি করত। হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল সে। উইনাল্ডা সম্ভবত ওর খোঁজ পেয়ে টিপে দিয়েছিল রোহাসকে। তারপর বলা নেই কওয়া নেই লাপাত্তা হয়ে গেল ও। কি হয়েছে ওর, বেবি?'

কাঁদতে শুরু করল রীটা।

বলে চলেছে রানা, 'যাকগে, বাদ দাও। হয়তো এ ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই। এবার দেখা মিলল তোমার রহস্যময় বোনটির। আমার কাছে এল সে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, পুলিস ওর সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারেনি আমাকে।

তোমার নাচ-গানের দিনগুলোর পেছনটা খুঁড়তে পারেনি ওরা। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তোমার বোনটার স্বভাব-চরিত্র বেটার ছিল তোমার চাইতে, ফলে ঝামেলা-ঝক্কি এড়িয়ে চলতে পেরেছে সে। আমার কাছে কেন সে এসেছিল; বাঙালীদের সম্পর্কে, নেলসন বা রোহাস সম্পর্কেই বা কতটুকু কি জানত এখনও ব্যাখ্যা করতে পারছি না আমি। তবে রহস্যের কিনারা আমি করবই, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি এই কেসে যতটুকু যা জড়িয়েছি তোমার বোনের জন্যে। এখানে আমার আসার কারণও সে। সিচুয়েশনটা আপাতত আমার চোখে এরকম ঠেকছে:

'নেলসন ভয় পায় রোহাস আর উইনাল্ডাকে। কেন সেটা এখন বুঝতে পারছি। ও যে হিউস্টন এটা কাউকে জানতে দিতে চায় না, কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি উইনাল্ডাকে তুমি বলে দিয়েছ, আর না বলে থাকলেও নেলসন ধরে নিয়েছে বলেছ। উইনাল্ডার সাথে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না তোমার। ইদানীং খালি খটাখটি বাধছে। লোকটা বিবাহিত সেটাও হয়তো জেনে গেছ তুমি, এবং তারপর মওকা বুঝে মেরে ফেলেছ ওকে। এরপর জানের মায়ায় ছুটে এসেছ আমার কাছে আশ্রয়ের জন্যে। ঝুলে পড়ার জন্যে একটা গলা খুঁজছিলে তুমি, মনে ধরল আমাকে। কিন্তু আসলে উইনাল্ডাকে সামান্য আহত করেছিলে, খুন করতে প্যারোনি তুমি। এঘটনার পরে বোটের পাশে গাড়ি পার্ক করে ভেতরে বসে ছিল ও। আমাকে মেরেই ফেলেছিল প্রায়, এবং পরে জানতে পারল ওকে গুলি করার পর তুমি দামী কিছু একটা হাতিয়ে এনেছ বোট থেকে। ঠিক বলছি তো?'

কান্না থেমেছে রীটার। 'ব্যস, এটুকুই?'

শ্রাগ করল রানা। 'এতে অন্তত প্রাথমিক কাজ শুরু করা যাবে, তাই না?'

রীটা নিশ্চুপ।

'উইনাল্ডার সাথে সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে তোমার। আমরা এখন ওর পেছনে লাগতে পারি। রোহাস এবং তার দু'নম্বরী কারবারের সাথে সাথে হয়তো উইনাল্ডাও ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন তুমি কি বলো? থাকবে আমার সাথে?'

'ভাবতে হবে,' বলল রীটা। 'যাও এখন তুমি। পরে জানাব।'

উঠে পড়ল রানা। 'আমি ওঘরে আছি। তাড়াতাড়ি বোলো,' বলল। দরজার কাছে গিয়ে ব্রেক কষল হঠাৎ। 'বোনটাকে কেমন লাগত তোমার?' আচম্বিতে প্রশ্ন করে বসল।

চোখ সরিয়ে নিল রীটা। 'জঘন্য,' বলল। 'ওকে ঘৃণা করতাম আমি। ও একটা নীচ, ছোটমনের ঝগড়াটে মেয়েমানুষ ছিল।'

চোখ কপালে উঠে গেল রানার। 'তোমার বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করা যায় না,' বলল। 'কিন্তু একথাগুলো বোধহয় মিথ্যে নয়। ওর জন্যে মনে হয় এক ফোঁটা দুঃখও হয় না তোমার?'

'কেন হবে?' ঝাঁঝিয়ে উঠল রীটা। 'উচিত সাজা পেয়েছে ও। খুব খুশি হয়েছি আমি।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল রানা। ধীরে সুস্থে বলল এবার, 'একটা আইডিয়া পাচ্ছি আমি। তুমি আর উইনাল্ডা ওর মৃত্যুর সময় নিউ ইয়র্কে ছিলে।

তোমরা দু'বোন প্রায় যমজের মতন। উইনান্ডা হয়তো প্রেমে পড়ে গেছিল ওর। তুমি হয়তো আপত্তিকর অবস্থায় ওদের আবিষ্কার করে, খুন করে বসো ঈর্ষার বশে। উইনান্ডা হয়তো কিউবান দুটোকে দিয়ে ওর লাশটা টুকরো টুকরো করিয়ে পাচারের ব্যবস্থা করেছিল। ওই দুটো কি উইনান্ডার লোক?'

'আহ্, যাও তো তুমি,' বিরক্তি ঝরাল রীটা। 'নইলে আমাকে এরচেয়েও খারাপ ভাবতে বাধ্য করব।'

ধারণাটা চমকিত করে দিয়েছে রানাকে। ঘরের ভেতর ফিরে এল সে আবার। 'ব্যাপারটা এমনই ঘটেছিল, তাই না?' বলল ও। 'মেরী রেটনকে তুমিই খুন করেছ।'

ওর মুখের ওপর হাসল রীটা। 'পাগলের প্রলাপ,' বলল। 'আমি কেন খুন করতে যাব ওকে?'

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন ভেবে নিল রানা। নিজেও জানে ঘটনাটা এভাবে ঘটেনি, বিষয়টা আরও অনেক জটিল। মেরীর মাথা খারাপ, ফোন করে বলেছিল যে লোকটা তার পরিচয়টা কি? ওর অফিসে রোপণ করা বাঙালীর লাশটারও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে রীটাকে একটু টোকা দিয়ে দেখল ও, মাথা গুলিয়ে দিলে ভড়কে গিয়ে মুখ ফসকে যদি কিছু বলে বসে।

রীটার দিকে ক'মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বেরিয়ে গেল ও, মেয়েটিকে নখ পালিশ করার সুযোগ দিয়ে।

রানা এবার সিটিংরুমে গিয়ে ঢুকল। উত্তেজনার একটু রেশ অনুভব করছে ও, কেন যেন মনে হচ্ছে ওর এই রহস্যের একটা সুরাহা হতে যাচ্ছে। সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে একটা ড্রিঙ্ক ঢালল।

ঘরে প্রবেশ করেছে কোন্ ফাঁকে টাইসন। 'আমার জন্যে একটু হবে নাকি?' আশান্বিত কণ্ঠে বলল।

মাথা ঝটকা মারল রানা। 'ঢেলে নাও,' বলে ডিভানে বসল।

লম্বা একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে গেলাসটার দিকে চোখ মিটমিট করে চাইছে টাইসন। দীর্ঘ এক ঢোক গলায় ঢেলে হাতের উল্টোপিঠে ঠোঁট মুছল।

চকিত চাহনি বুলাল ওর উদ্দেশে রানা, মুখে কিছু বলল না।

চোখে অস্থিরতা ফুটে উঠল টাইসনের, তারপর সতর্ক কণ্ঠে বলল, 'বুঝলে, বস্, আমার জানি কেমন কেমন লাগছে। এরপরের বার বাইরে গেলে আমাকে নিয়ে যেয়ো, হ্যাঁ? রীটার সাথে একা থাকতে সাহস পাচ্ছি না আমি।'

ভ্রূ কুঁচকে চাইল রানা। 'তুমি, দোস্ত, একটু ঘুরেফিরে এসো, যাও। আমাকে একটু মাথা খেলাতে দাও। কেমন?' ব্যাটার গল্প জমানোর মতলব বুঝে ভাগাতে চাইল রানা।

এক চুমুকে ড্রিঙ্কটা শেষ করল টাইসন। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল। 'যাই, একটু ঘুম পাড়ি বরং।' স্খলিত পায়ে বেরিয়ে গেল ও।

ডিভানে গা এলিয়ে দিল রানা, হাতে স্কচের গেলাস নিয়ে জানালা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করল বাইরে। দীর্ঘক্ষণ ওভাবে রইল ও। হপকিন্স, ফেডারেল এজেন্ট, ভীষণ সাহায্য করেছে ওকে। এ সমস্ত ইনফর্মেশন রানাকে সে-ই যুগিয়েছে, এবং

কথা দিয়েছে আগামী ক'দিনের মধ্যে আরও কিছু খুঁড়ে বের করবে। ও এমনকি মেরী রেটন সম্পর্কেও পাত্তা লাগাতে পারবে আশা করছে, এখনও পর্যন্ত যদিও কিছুই জানা যায়নি তার ব্যাপারে। নেলসন, যদ্দিন ফ্লোরিডা আঁকড়ে পড়ে আছে, নিরাপদ। ওকে বিচারের আওতায় আনা যাবে না। কতটা বুদ্ধি রাখে লোকটা, ভাবছে রানা, ধাপ্পা দেয়া যাবে? চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।

গোধূলিলগ্নে রীটা যখন এল রানা তখনও রয়েছে ওখানে। ওর পাশে এসে বসল রীটা।

'কি, মনস্থির করলে?' প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ।' বলল রীটা।

ক'মুহূর্তের নীরবতা। তারপর মুখ খুলল রানা। 'উইনাল্ডার ব্যাপারটা আসলে কি? তুমি কি ওর কাছ থেকে কিছু নিয়ে এসেছিলে নাকি?'

ঠোঁট ওল্টাল রীটা। 'কেন মনে হলো একথা?'

'জাস্ট আন্দাজ বলতে পারো। তোমাকে খামোকা গুলি করতে চাইবে কেন ও? প্রতিশোধ? খুবই রিস্কি। ও জানত তুমি আমার সাথে আছ। তোমার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে? হ্যাঁ, মেলে এটা।'

সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে একটা কাঠের বিস্কিট চেস্ট খুলল রীটা। ফিরে এল ও চামড়ার একটা ছোট্ট ওয়ালেট হাতে। রানার কোলে ছুঁড়ে দিল ওটা। 'এটা সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম,' উদাসীন সুরে বলল।

ওয়ালেটটার ভেতর বেশ কিছু কাগজ পাওয়া গেল। রানা মন দিল ওগুলোয়। রীটা প্রথমটায় ওর গা ঘেঁষে বসে লক্ষ করছিল; পরে, রানাকে কাগজগুলোর মধ্যে ডুবে যেতে দেখে ঘর ছেড়ে বাগানে চলে গেল। প্রায় মিনিট দশেক অস্থিরচিত্তে ঘোরাফেরা করল ও। তারপর আবার ঘরে এসে ঢুকল। পড়া থেকে চোখ না তুলে বলল রানা, 'খাওয়ার ব্যবস্থা করো, বেবি; রাত জাগতে হবে আমাকে।'

রানাকে রেখে বেরিয়ে গেল রীটা। পরে, ফিরে এসে রানাকে আগের জায়গাতেই পেল। ওয়ালেট ও কাগজপত্রগুলো এখন অদৃশ্য হয়েছে।

'কি বুঝলে?' শুধাল রীটা।

ওর দিকে চাইল রানা। চোখে কঠোর দৃষ্টি। 'ওরা কেউ জানে এই বাংলোটার কথা?'

মাথা নেড়ে বলল রীটা, 'নাহ্, জানে না।'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে রানার। 'নিজের পয়সায় কিনেছ এটা বলতে চাইছ?'

রানা নিশ্চিত নয় মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিনা যুবতীর, নাকি আলোর কারসাজিতে দৃষ্টিভ্রম হলো ওর। নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল রীটা, 'ওদের কাজ-কারবারে ঘেন্না ধরে গেছিল আমার, প্রাণটা ছটফট করছিল পালানোর জন্যে। তখন থেকেই অল্প অল্প করে পয়সা জমিয়ে পরে সুযোগমত কিনে নিয়েছি এটা, কেউ কিছু জানতে পারেনি।'

'ওয়ালেটে কি আছে জানো?'

'দেখেছি, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'পারোনি? উইনাল্ডার কাছে কিন্তু এই ওয়ালেটটা অমূল্য সম্পদ। চারটে রশিদ আছে ওতে, টাকা বুঝে পেয়ে মানি রিসিট লিখে দিয়েছে রোহাস। নেলসনের কাছ থেকে মোটা টাকার বিনিময়ে দুটো আইওইউ, এবং বাঙালীদের ল্যান্ড করানো হয় এমন পাঁচটা পয়েন্টের খুঁটিনাটি বর্ণনা।'

শ্রাগ করল রীটা। 'তাতে আমার কি? আমি তো আর ওগুলো ক্যাশ করতে পারছি না,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল ও।

দাঁত বের করে হাসল রানা। 'কিন্তু আমি পারব,' বলে সটান উঠে দাঁড়াল। 'বড় দেখে একটা এনভেলপ দাও দেখি।'

জানালা লাগোয়া খুদে ডেস্কটা আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিল রীটা। 'খেটে খাও।'

রানা গিয়ে ওয়ালেটের সমস্ত কাগজপত্র একটা খামে ভরল, এবং দ্রুত হাতে একটা চিরকুট লিখে, খামটায় রিয়া মার্টিনের নাম-ঠিকানা লিখল। নিউ ইয়র্কে রানা এজেন্সীর অফিসে যাবে ওটা।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে পড়ছিল রীটা, বলল, 'কে এই মেয়ে?'—সন্দেহের সুরে।

আঙুল দিয়ে টোকা দিল রানা খামটার গায়ে। 'আমার অফিস সেক্রেটারি।'

'ওর কাছে এটা পাঠানোর কারণ?'

'শোনো, বেবি, আমি নিজের মত করে পুরো ব্যাপারটা সামলাতে চাই। ইচ্ছে করলেই এফ.বি. আইকে লেলিয়ে দিতে পারি ওদের ওপর। তদন্ত শুরু করার জন্যে যথেষ্ট মেটেরিয়াল আছে এখানে। কিন্তু রোহাসকে আমি নিজ হাতে শাস্তি দিতে চাই, নিরীহ বাঙালীদের নিয়ে আর যাতে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। হয়তো ওকে ধ্বংস করার আগে আমি নিজেই এন্তেকাল করব, সেক্ষেত্রে খামের কাগজগুলো শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে ঠিকই পড়ছে। এখন বুঝতে পেরেছ?' বাঁকা হাসল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল রীটা। 'এই তো চাই। গুণ্ডাদের একা হাতে শায়েস্তা করতে পারে এমন লোকেদের বড্ড ভালবাসি আমি। সিনেমার হিরোদের দেখো না কিভাবে পিটিয়ে-পাটিয়ে একাই দশটাকে ঘায়েল করে দেয়?'

সিধে হলো রানা। 'হুঁ,' বলল। 'কখন বললাম হিরো হব?' বাগানে বেরিয়ে এল ও। 'চিঠিটা পোস্টঅফিসে ফেলে আসি। এসে খেতে বসব, কেমন?' গলা চড়িয়ে বলল।

চিঠি ফেলে ফেরার পথে একটা কেব্‌ল্ অফিস পেল ও। থমকে দাঁড়িয়ে, খ্যানিক ভেবে নিয়ে, ঢুকে পড়ল ভেতরে। একটা কেব্‌ল্ লিখে ডেস্কে এসে দাঁড়াল।

মেসেজটা পরীক্ষা করে ওর দিকে কটমট করে চাইল ক্লার্ক। মেসেজটা এরকম:

'মার্টিন। রুম ১০৫২ রুজভেল্ট বিল্ডিং, নিউ ইয়র্ক সিটি। রেটন হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোয়ার্কের অগ্রগতি রিপোর্ট করো। শীঘ্রি। এম. আর।'

পে করে, ক্লার্কের উদ্দেশে মাথা নেড়ে বেরিয়ে পড়ল আবার রানা। হনহন

করে হেঁটে ফিরে এল বাংলোয়।

ককটেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে রীটা।

'আমার তাড়া আছে,' বলল রানা। 'এসো খেয়ে নিই।'

বেল বাজাল রীটা। 'কোথাও যাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল।

মুচকে হাসল রানা। 'হ্যাঁ, তোমার স্বামীর কাছে,' মৃদু স্বরে বলল। 'লজ্জা ঝেড়ে ওর এখন পুরুষমানুষ হওয়ার সময় এসেছে।'

শ্রাগ করল রীটা। 'ও যেরকম মানুষ তোমার কোন উপকার হবে না।'

নিঃশব্দে খাওয়া সারল রানা। রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকার আগে রীটাকে সতর্ক করল, কোনমতেই যাতে এই বাংলো ছেড়ে সে না বেরোয়, বলল, বাগে পেলে উইনাল্ডার লোকেরা এবার আর মিস করবে না। গাঁইগুঁই করে অবশেষে রাজি হলো রীটা। বাংলোতেই থাকবে ও।

কিচেনে টাইসন সবে সাপার শেষ করে স্প্যানিশ মহিলাটির দিকে নজর দিচ্ছিল, যদিও পাত্তা পাচ্ছিল না। রানা ওকে বলল, 'আমি বাইরে যাচ্ছি। রাতে ফিরতে পারি, না-ও পারি।'

গদাইলশকরী চালে উঠে দাঁড়াল টাইসন। 'সাথে রড নেব?' জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল রানা। 'তুমি থাকছ এখানে,' বলল। 'রীটা হিউস্টনকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। চোখ-কান খোলা রেখে পাহারা দেবে। রীটাকে কেউ হয়তো সাবড়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে।'

'ও, বস্, খোদার দোহাই—' ককিয়ে উঠল টাইসন।

ওর কথা শেষ হতে দিল না রানা। 'তুমি থাকছ,' বলল অসহিষ্ণু কণ্ঠে।

পা দুটো ঝটপট জায়গা বদল করল টাইসনের। 'প্রোটেকশন ওই মেয়েলোকটার না, দরকার আসলে আমার।'

'এত ডরাচ্ছ কিসের জন্যে? কেন, তুমিই না আশপাশে এক ঝাড় মেয়েমানুষ চাইতে? আর ও তো একাই বিশটার সমান।' টাইসনের জবাবের তোয়াক্কা না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল রানা।

'তোমাকে মনে হয় বলেছিলাম এখানে আর না আসতে,' শীতল সুরে বলল নেলসন।

ভাঁজ করা দুটো কাগজ ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে মারল রানা। 'আগে দেখো এগুলো,' বলল।

কাগজ দুটো তুলে নিয়ে এক ঝলক চাইল নেলসন, এবং তারপর মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল। ঝট করে মুখ তুলে, তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে তাকাল ও, এরপর দৃষ্টি ফেরাল আবার কাগজগুলোয়।

'এগুলো পুড়িয়ে ফেললেই ভাল করবে,' বলল রানা।

ম্যাচে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইতোমধ্যে নেলসন। পোড়া ছাই মেঝেতে খসে না পড়া তক নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

'বেশ অনেক টাকা বেঁচে গেল তোমার, কি বলো, হিউস্টন?'

পাংশু হয়ে গেছে নেলসনের মুখের চেহারা। ফ্যাসফেঁসে স্বরে বলল সে,

'খবরদার, আমাকে ও নামে ডাকবে না বলে দিচ্ছি!'

'উইনাল্ডা তোমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার ধার দিতে গেল কি জন্যে?'

'এগুলো কোথায় পেয়েছ?'

'কেন, খুঁজে পেয়েছি। ভাবলাম উইনাল্ডার দেনামুক্ত হলে পরে ফুরফুরে মেজাজে বল খেলতে পারবে তুমি।'

চোখ অস্থির নেলসনের। 'রীটা মুখ খুলেছে,' বলল। ওর কণ্ঠস্বর হিংস্র, কর্কশ।

মাথা নাড়ল রানা। 'এ তথ্যগুলো পুলিসের কাছ থেকে পেয়েছি। শোনো, দোস্ত, দেরি না করে শিগ্গিরি মনস্থির করে নাও। আমার প্রস্তাবে রাজি না হলে সোজা ইলিনয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে। তোমাকে দেখে ওরা কতটা খুশি হবে দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি আমি।'

ডেড শট খাওয়া ঘুঘুর মতন ধুপ করে চেয়ারে পড়ল নেলসন। 'প্রথম থেকে শুরু করো,' বলল ফ্যাকাসে মুখে।

নখ পরীক্ষা করে নিল রানা। 'ছোটখাট একটা যুদ্ধ শুরু করতে চাই আমি,' বলল ও। 'সবার আগে চমকে দিতে চাই রোহাসের পোষা গুণ্ডাদের। ওর বোটগুলো ধ্বংস করে রোহাসকে পকেটে পুরতে চাই। তারপর লাগা যাবে উইনাল্ডার পেছনে।'

ধ্যানমগ্ন হলো নেলসন। 'পেশাদার মস্তান বাহিনী ওদের,' বলল। 'খুব কঠিন হবে।'

ঠাণ্ডা হাসল রানা। 'বললাম না, ভড়কে দেব?' বলল। 'এমনই ঘাবড়াবে পালানোর পথ পাবে না ওরা। রোহাসকে শায়েস্তা করতে পারে এমন কোন দলের ব্যবস্থা করতে পারো? মানে আরেকটা গুণ্ডা পার্টি?'

নড করল নেলসন। 'কিছু মালকড়ি ছাড়লে একটা গ্যাংকে রাজি করানো যেতে পারে।'

'বেশ, তবে ওদের চাহিদা পূরণ করো তুমি। তোমার পঞ্চাশ হাজার বাঁচিয়ে দিয়েছি, কিছু খরচ করলেই বা ওখান থেকে। কিন্তু উইনাল্ডা তোমাকে অত টাকা দিতে গেল কেন শুনি?'

চোখ সরে গেল নেলসনের। সামনে ঝুঁকে পড়েছে রানা। মর্মভেদী দৃষ্টি ওর চোখে।

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল নেলসন। 'উইনাল্ডা চায় না আমি রীটাকে ডিভোর্স করি,' বলল বিমর্ষ কণ্ঠে। 'তাই ধার দিয়েছিল। কিন্তু ইদানীং কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে টাকাটার জন্যে।'

'তোমরা একেকটা সেরের ওপর সোয়া সের,' টিট্কিরি দিল রানা। 'যাকগে, কোথায় তোমার গুণ্ডাবাহিনী?'

'একবারও বলেছি আমি তোমার সাথে আছি?'

'বেয়াড়াপনা করলে কিন্তু চড়িয়ে কান ফাটিয়ে দেব,' কণ্ঠে চাবুক আছড়াল রানা। 'ভুলে যাও আমি আইনের লোক। কতবার বলব এই শহরের এক কানাকড়ি দাম নেই আমার কাছে? রোহাসকে দলবলসুদ্ধ এখান থেকে উচ্ছেদ

করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তারপর আর কার ঠেকা পড়েছে থাকে এখানে? ওরা দূর হওয়ার পর সোনার সিংহাসনে বসার কষ্টটুকু তোমাকেই করতে হবে।'

সটান উঠে দাঁড়াল এবার নেলসন। 'চলো।'

নেলসনকে তার জয়েন্টে পুলিসী পাহারা বসানোর পরামর্শ দিয়ে বিদায় করল রানা। লোকটা আঁধারে হারিয়ে যেতে পেছনের অলিগলি ধরে ওয়াটার ফ্রন্টের উদ্দেশে পা চালাল সে।

ডুভাল স্ট্রীটের একটা বারে নিয়ে গেছিল রানাকে নেলসন। জনপ্রতি পাঁচ হাজার ডলারের এবং শহরের অধিপতি হওয়ার পর নিরাপদ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে, পরিচিত গ্যাঙটাকে দলে ভেড়াতে পেরেছে নেলসন।

ঠিক হয়েছে, স্যান ফ্রান্সিসকো হোটেলের উল্টোদিকের হার্বারে, একটা বোটে এক ঘণ্টার মধ্যে রানা মিলিত হবে ওদের সঙ্গে। গোলাগুলি ও বোমা নিয়ে আসবে গ্যাঙটা।

বোটটা জোগাড় করবে দলের সদস্য মিয়াতোভিচ। রানাই চেয়েছিল একটা মোটর বোট। কী লার্গোর ঠিক উত্তরেই, ব্ল্যাক সীজারস রক নামে একটা স্পট আছে। রোহাস ওর বোটগুলো ওখানেই রাখে। উইনাল্ডা ওখান থেকেই বাঙালীদের চালান বুঝে নিয়ে তাদেরকে বাকি পথটুকু পার করে আনে। কাজেই হামলাটা ব্ল্যাক সীজারস রকেই চালাতে চায় রানা।

হনহন করে হাঁটছে রানা, হ্যাটটা মুখের ওপর যতটা পারে টেনে দিয়েছে। সদা সতর্ক চোখ দুটো ওর ছায়াময় অন্ধকার দেখলেই তল্লাশী চালাচ্ছে। রোহাসের কোন লোকজনের সামনে পড়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ওর এমুহূর্তে। রানা জানে, রোহাস গরু খোঁজা করছে ওকে। টের পাচ্ছে পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায়, পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘণ্টার চাইতে অনেক বেশি বিপদ, রোমাঞ্চ আর শিহরণ অপেক্ষা করছে—এবং রানা তো তাইই চায়।

নিগ্রো বীচের মধ্য দিয়ে ওয়াটারফ্রন্টের দিকে এগোতে সামনে, ল্যাম্পপোস্টের নিচে, একটা গাড়ি দাঁড়ানো দেখতে পেল ও, অন করা রয়েছে পার্কার। তীক্ষ্ণ মনোযোগে গাড়িটাকে লক্ষ করলেও হাঁটা থামাল না রানা, গতি অবশ্য মন্থর করে দিয়েছে। প্রায় জনশূন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তাটায় ভুতুড়ে দেখাচ্ছে গাড়িটাকে, কেন জানি মনে হচ্ছে ওত পেতে আছে কারও অপেক্ষায়। কার? চট করে একটা দোরগোড়ায় আড়াল নিল রানা, গাড়িটার পেছনের জানালার পর্দা এইমাত্র নড়ে উঠেছে লক্ষ করে। এক ফোঁটা বাতাস নেই কোথাও, একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল রানার। কেউ কি ওকে এ রাস্তা দিয়ে আসতে লক্ষ্য করছিল?

নিস্তব্ধ পরিবেশে এঞ্জিন সচল হওয়ার শব্দটা বড্ড জোরাল শোনাল, গিয়ার দেয়ার ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজের পর ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল গাড়িটা। দোরগোড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রানা ওটার লাল টেইল-লাইট বাঁক নিয়ে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত। চিবুক ঘষল ও, চিন্তান্বিত। তারপর আবার নেমে এল ফুটপাথে।

কিন্তু সামনে এগোল না ও, নিথর দাঁড়িয়ে কান পেতে। এঞ্জিনের ক্ষীণ শোঁ শোঁ শব্দটা শুনতে পাচ্ছে; ঠাণ্ডা, বাঁকা এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। আচ্ছা, টার্ন নেয়ার জন্যেই তারমানে সামনে গেছিল গাড়িটা। এখন ফিরে আসছে।

রাস্তাটা ধরে বিদ্যুদ্বেগে ছুটল রানা এবং অন্ধকার ছায়ার মধ্যে আরেকটা দোরগোড়ায় আশ্রয় নিল। দেয়ালের গায়ে শরীর সাঁটিয়ে, রাস্তায় চোখ রেখে পিস্তলটা এক ঝটকায় বের করে আনল শোল্ডার হোলস্টার থেকে। বুড়ো আঙুলের টানে সেফটি ক্যাচ অফ করে ধরে রইল ওটা, ভোঁতা নাকটা তারাখচিত আকাশের দিকে তাক করা।

ওই যে, আসছে। মোড় ঘুরতে গতি বেড়ে গেল গাড়িটার। পার্কার ছাড়া আর সব লাইট নেভানো, ঝড়ের বেগে ওটা পাশ কাটাতে সাইড উইন্ডো দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছোটাল এক ঝাঁক বুলেট।

রাস্তার ওপারের দেয়ালে গুলি লাগার টুপটাপ শব্দ কানে এল রানার, যে দিকটাতে এই একটু আগেই ছিল সে। থম্পসন চালিয়ে কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে একজন। ভাগ্যিস রাস্তা পেরিয়েছিল ও, নইলে আর রক্ষে ছিল না, এতক্ষণে আসমানে হাজিরা দিতে হত। পাশ কাটানোর সময় গাড়িটাকে লক্ষ্য করে তিনবার ফায়ার করেছে ও। চুরমার হয়ে গেছে উইন্ডশীল্ড, এবং গাড়িটা বিপজ্জনক ভাবে ছুটে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে ফুটপাথে উঠে, বিধ্বস্ত হয়েছে একটা দোকানের জানালায়।

দোরগোড়া ছেড়ে, খানিকটা রাস্তা দৌড়ে গাড়িটাকে অতিক্রম করল রানা, এবং গা ঢাকা দিল কালিগোলা এক গলিতে। আড়াল থেকে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁকি মারল ও।

গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়েছে তিনটে লোক। একজন, রানার মনে হলো, রিঙ্কন। আত্মগোপন করতে পাঁই পাঁই ছুটল ওরা। মাঝখানের লোকটাকে পিস্তলের আওতায় পেয়ে গিয়ে ট্রিগার চাপল রানা। হোঁচট খেল লোকটা, ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টার পর হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তায়। ইতোমধ্যে বাকি দু'জন রানার অনুকরণে দোরগোড়ার আড়াল নিয়ে ফেলেছে। গলিমুখ লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে ওরা, একজনের হাতে থম্পসন ও অপরজনের হাতে অটোমেটিক গর্জাচ্ছে। অটোমেটিক লোকটাকে তোয়াক্কা করল না রানা, কিন্তু ভাবনায় ফেলে দিল থম্পসন। দেয়ালের চলটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে বুলেট, ছিটকানো ইঁটের টুকরো-টাকরা থেকে বাঁচতে বুকে হেঁটে সরে গেল রানা খোলা জায়গাটা থেকে।

বোটের সেই রাতের কথা মাথায় রেখে আরও সরিয়ে নিল নিজেকে ও। বোমা খাওয়ায় কোন শখ নেই ওর।

'এখানে চলে এসো,' চেঁচিয়ে উঠল কে একজন।

বাঁয়ে একটা দরজা খুলে যেতে দেখল রানা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একটি ছায়ামূর্তি। 'দরজা বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকুন,' পাল্টা চেঁচাল রানা। 'অপূর্ব দেখাচ্ছে আপনাকে।'

কণ্ঠটা এক মহিলার। নিরুত্তাপ আবেগহীন কণ্ঠে বলল সে, 'পুলিস ডাকব?'

কিলবিল করে ওর কাছে চলে এল রানা। 'পালাও, সিস্টার,' বলল। 'এটা ব্যক্তিগত লড়াই। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে গুলি লাগতে পারে।' কথা শেষ হতে না হতেই উজ্জ্বল আলো ও কানফাটানো বিস্ফোরণ তোলপাড় করে তুলল গলিমুখটাকে। দমকা বাতাসের আচমকা ধাক্কা রানাকে ও মহিলাটিকে বাড়ির সরু প্যাসেজটায় প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

এক গড়ান দিয়ে, লাথি মেরে ফ্রন্ট ডোরটা বন্ধ করে দিল রানা।

'ওরকম আরেকটা পড়লে এবাড়ি ধসে যাবে,' গলায় কাঁপুনি মহিলার।

টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা। 'সামনের দিকের একটা রুমে নিয়ে চলো আমাকে,' দ্রুত আওড়াল। রুম থাকতে পারে ভেবে আঁধারে একটা দিক লক্ষ্য করে পা বাড়াল ও, এবং হোঁচট খেয়ে পড়ল মহিলার গায়ে পা বেধে। তখনও মেঝেতে বসে সে। দু'হাতে রানার পা জড়িয়ে ধরল মহিলা। 'আর খেয়ে কাজ নেই,' কর্কশ সুরে বলল। 'তুমি জানালা দিয়ে গুলি চালাও আর ওরা আবার বোম মারুক!'

'তাহলে বেরোতে দাও—' হিংস্র কণ্ঠে বলল রানা।

দ্রুত আগুয়ান সাইরেনের অস্পষ্ট শব্দ এসময় কানে এল ওর।

'পুলিস!' বলে উঠল মহিলা। রানাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল। 'ম্যাচ আছে?'

রানা আলো জ্বালতে ওর হাত থেকে কম্পমান শিখাটা নিল মহিলা। একটা খোলা গ্যাস বার্নারের কাছে গিয়ে জ্বালল ওটা টপ করে। মাঝবয়সী, বেঁটে, মোটামত মানুষটার চিবুকটা চারকোনা এবং চোখ দুটো স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

'তুমি বাঁচিয়েছ আমাকে, বোন,' বলল রানা। 'আনারসটা যখন ফাটল সেসময় বাইরে থাকলে দেয়াল থেকে চেঁছে তুলতে হত আমাকে। ঠোলারা খোঁজাখুঁজি শুরু করার আগেই কেটে পড়তে চাই আমি।'

আর্তচিৎকার করে কাছে চলে এল সাইরেন এবং ব্রেক কষার ফলে টায়ার রাস্তা কামড়ে ধরতে তীক্ষ্ণ শব্দটা আচমকা থেমে গেল। 'এখন বাইরে বেরনোটা ঠিক হবে না। অনেক দেরি করে ফেলেছ,' বলল মহিলা।

উসখুস করছে রানা, হাতঘড়ি দেখল, এখনও চল্লিশ মিনিটের মত বাকি আছে নেলসনের গুণ্ডাদের সঙ্গে মিলিত হতে, এবং সবশেষে মাথা ঝাঁকাল। 'এই না হলে বড় বোন,' কৃতজ্ঞ হেসে বলল রানা।

পবিত্র হাসি ফুটে উঠল মহিলার মুখে। 'তোমাকে দেখে আমার ছোট ভাইটার কথা মনে পড়ে গেল। তোমার বয়সীই ছিল সে। কী দুর্জয় সাহস, অন্যায় সইতে পারত না। অমন ছেলে লাখে একটা মেলে না।'

ছিল মানে এখন নেই? প্রশ্নটা মনে আসলেও মুখে উচ্চারণ করল না রানা। আপনা থেকে যতটা বলতে চায় বলুক।

প্রসঙ্গ পাল্টাল মহিলা। 'প্যাসেজের ওমাথায় কিচেন। বসো গিয়ে ওখানে। পুলিস এসে পড়বে এখুনি। এদেরকে চিনি আমি। সামলাতে পারব।'

'ঠিক হ্যায়,' বলে কিচেনে চলে গেল রানা এবং মস্ত আকারের প্যারাফিন

ল্যাম্পটা জ্বালল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রকিং চেয়ারটায় আরামসে বসে পড়ল। ঘরটা দৈন্য সত্ত্বেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেঝেতে পাতা ম্যাটটা পাতলা হয়ে সুতো ছেড়ে দিয়েছে। তিনটে ধর্মীয় ছবি ঝুলছে দেয়াল থেকে এবং ফায়ারপ্লেসের দু'পাশে প্রকাণ্ড দুটো কাছিমের খোলস। প্রচুর কথা-বার্তা চালাচালি হচ্ছে, কিন্তু কি বলা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে না রানা। শুনতে হলে দরজা খুলতে হবে, এবং তাতে আলোটা চোখে পড়বে ওদের। কাজেই মৃদু দোল খেতে খেতে রিঙ্কনের কথা ভাবতে লাগল ও। শালারা আরেকটু হলেই দিয়েছিল ওর দফা রফা করে। নেলসন যে ভয় পায় এদেরকে তার সঙ্গত কারণ আছে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় মাথা এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে রানার। কোটের ভেতর এবার হাত ভরল ও, ওয়ালেট বের করে তুলে নিল দুটো একশো ডলারের নোট। সিধে হয়ে ড্রেসারের ওপর রাখা থালাটার নিচে গুঁজে দিল নোট দুটো। রানার ধারণা হয়েছে মহিলা টাকা নেবে না ওর কাছ থেকে, অথচ এ ঘরটা দেখে বোঝা যায় টাকার তার খুবই প্রয়োজন।

ক'মিনিট বাদে কিচেনে এসে ঢুকল মহিলা, মাথা নাড়ল রানার উদ্দেশে। 'চলে গেছে,' বলল।

চেয়ার ছাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ। আমি এখন যাব।'

'এক মিনিট,' বলল মহিলা। 'ওরা কি রোহাসের লোক?'

চিন্তিত চোখে চাইল ওর দিকে রানা। 'তুমি চেনো ওদের কে?'

তীব্র দৃষ্টি ফুটে উঠেছে মহিলার চোখে। 'হাড়ে হাড়ে। গ্লেনকে তো ওরাই শেষ করেছে। আমার ছোট ভাই।'

'হ্যাঁ, এরা তারাই,' বলল রানা। 'কি হয়েছিল গ্লেনের?'

স্থির দাঁড়িয়ে মহিলা, গ্র্যানিট পাথরের মূর্তি যেন। 'ওর মত ছেলে হয় না।' রানার দিকে সরাসরি চেয়ে বলল। 'ওকে দিয়ে কোন হারাম কাজ হত না। একটা বোট ছিল ওর, পার্টিদের গালফে নিয়ে যেত মাছ ধরতে। ওই রোহাস বাংলাদেশীদের পাচারে ওর বোট ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু মোটা টাকার লোভ দেখাতেও বেআইনী কাজে রাজি হয়নি ভাইটা আমার।' চোখ ছলছল করতে দেখল রানা মহিলার। একটুক্ষণ বিরতি নিয়ে আবার বলতে লাগল সে, 'খুব জেদী ছেলে ছিল ও, ভয়ানক দুঃসাহসী। রোহাসের মুখের ওপর নিষেধ করে দিল।

'অপমানিত হয়ে রোহাস খুন করল আমার আদরের ভাইট্যাকে। যারা মারা যায় তাদের কি, যারা বেঁচে থাকে কষ্টটা তো তাদের—' গলা বুজে এল মহিলার। বুকটা টনটন করছে রানার। নিবিষ্ট মনে কথাগুলো শুনে গেল ও।

'তোমাকে কথা দিলাম, বোন,' আশ্চর্য শান্ত অথচ দৃঢ় শোনাল রানার কণ্ঠ। 'তোমার ভাই হত্যার প্রতিশোধ নেব। একটু ধৈর্য ধরো। শিগ্‌গিরই সুখবর পাবে।'

বোনের মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ করে মুখে অ্যাপ্রন গুঁজে দিল ও। মুখটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে অব্যক্ত যন্ত্রণায়। রকিং চেয়ারের পাশে ধপ করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। বেচারীকে কেঁদে হালকা হওয়ার সুযোগ দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

হার্বারে পৌঁছে রানা দেখে, ওর জন্যে স্যান ফ্রান্সিসকো হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করছে ল্যারী। ভেতরে ঢুকে দু'জনে তড়িঘড়ি দুটো ড্রিঙ্ক মেরে দিয়ে তখুনি রওনা দিল ওয়াটারফ্রন্টের উদ্দেশে।

'দুটো থম্পসন আর প্রচুর গুলি-গালাজ আছে আমার সাথে,' বলল ল্যারী। 'স্পিংক্সের কাছে আছে এক ব্যাগ বোমা। আল্লাই জানে কাজ হবে কিনা ওগুলোয়। নিজের হাতে বানায় তো, ওর নাকি হাত নিশপিশ করছে বোমাবাজি করার জন্যে।'

'আজকের রাতের চেয়ে মোক্ষম চান্স আর পাবে না,' বলল রানা।

বাহ, মিয়াতোভিচ বেশ ভাল আকারের একটা বোটের ব্যবস্থা করেছে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল রানা। স্পিংক্স ও নর্টন সিগারেট ফুঁকছিল, অপেক্ষমাণ। রানা বোটে উঠতে এঞ্জিনরুম থেকে বেরিয়ে এল মিয়াতোভিচ। দাঁত বের করে হাসল রানার উদ্দেশে। 'সব রেডি আছে,' বলল। 'তুমি বললেই স্টার্ট দেব।'

'গুড,' বলল রানা। 'দেরি করে লাভ নেই।'

অপর তিনজন বোটে উঠতে, নিচে গিয়ে এঞ্জিন চালু করল মিয়াতোভিচ। বোটটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করলে, ল্যারী বন্দরের দেয়াল থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওটার নাক।

'গ্রামের দিকে নেমে পায়ে হাঁটব আমরা,' বলল রানা। 'আমাদের হয়তো তাড়াহুড়ো করে সটকাতে হতে পারে।'

নাক দিয়ে একটা শব্দ করল মিয়াতোভিচ। 'চিন্তা এটাকে নিয়ে। বেশি বুড়িয়ে গেছে,' বলল সে। 'স্পীড কম,' আলোগুলোর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে খোলা সাগরের দিকে পরিচালনা করছে বোটটাকে।

স্পিংক্স এসময় এগিয়ে এসে ককপিটে চড়ল। ওর মেদবহুল শরীরের চামড়া চকচক করছে ক্ষীণ আলোয়। 'সঙ্গে করে বোমা এনেছি,' বলল ও। 'ওফ, কখন যে মারব ওগুলো!'

হ্যাটটা নামাল রানা মাথা থেকে। 'বোমা ওদের কাছেও আছে,' বলল। 'ঘণ্টা খানেক আগে একটা মেরেছিল আমার দিকে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল স্পিংক্সের। 'ফেটেছিল ওটা?' ব্যাকুল কণ্ঠে শুধাল।

ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ফাটেনি আবার, একটা বাড়ি ধসিয়ে দিয়েছে। তোমার কুটির শিল্পে কোন ফাঁকি-জুকি নেই তো? ওগুলো কাজে লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্তু।'

'খোদা, ইজ্জত রেখো!' বলে থলেটা আরেকবার পরীক্ষা করতে গেল স্পিংক্স।

দূরবর্তী বাতিগুলো স্পট করতে রানার পনেরো মিনিটের মতন লাগল। মিয়াতোভিচকে আঙুলের ইশারায় ওগুলো দেখিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'ব্ল্যাক সীজার।'

আড়মোড়া ভেঙে বেরিয়ে এল রানা ককপিট থেকে। ফোরডেকে বসে থাকা তিন সঙ্গীর উদ্দেশে এগিয়ে গেল ও, আলোগুলো দেখছিল ওরা। 'এসো প্ল্যানটা

আরেকবার ঝালিয়ে নিই,' বলল। 'রোহাসের বোটগুলো অচল করে দিতে এসেছি আমরা। যত দ্রুত সম্ভব এবং ঝামেলা এড়িয়ে কাজটা সারতে হবে আমাদের। স্পিংক্স, বোমা থাকবে তোমার কাছে। ল্যারী আর আমি রাখছি থম্পসন; এবং নর্টন কভার দেবে আমাদের তার পিস্তল দিয়ে। বোটে থাকছে মিয়াতোভিচ। ঠিক আছে?'

ঘোঁৎ করে একযোগে সম্মতি জানাল ওরা।

বোটটা ছোট্ট প্রাকৃতিক হার্বারটায় দৌড়ে ঢুকে পড়তে, ল্যারী একটা থম্পসন ধরিয়ে দিল রানার হাতে। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে স্পিংক্স, হাতে কালো একটা থলে। 'বাচ্চালোগ, হট যাও,' গম্ভীর মুখ করে বলল। 'এই আনারসগুলো খুব স্পর্শকাতর জিনিস। একটু ছোঁয়া লাগলেই ভেলকি দেখিয়ে দেবে।'

হা-হা করে হেসে উঠল সবাই।

'কেউ নির্ঘাত একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে ব্যাগটার পেটে, দেখো তোমরা,' বলল নর্টন। 'তাতে অবশ্য স্পিংক্সের দাফনের খরচাটা বাঁচবে।'

অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে হার্বারের দেয়ালের এক পাশে চলে এল ওদের বোট। মিয়াতোভিচ হাত বাড়িয়ে কেটে দিল সুইচ। মৃদু আক্ষেপের পর স্তব্ধ হলো এঞ্জিন।

ল্যারী, দাঁড়িয়ে ছিল স্টার্নে, লাফ দিয়ে দেয়ালে উঠতে, নর্টন বোলাইনটা ছুঁড়ে দিল। অন্যরা মাটিতে না নামা অবধি বোটটাকে স্থির রাখল সে। সদ্যোজাত শিশুর মতন পরম সতর্কতায় বোমাভর্তি থলেটা স্পিংক্সের হাতে চালান করল মিয়াতোভিচ।

'শোনো,' ওকে বলল রানা। 'বোমার শব্দ কানে যাওয়া মাত্র এঞ্জিন স্টার্ট দেবে। হুড়োহুড়ি করতে হতে পারে আমাদের।'

'ও তোমাদের ভাবতে হবে না,' বলল মিয়াতোভিচ। 'তোমরা নিজেরা সাবধান থেকো।'

গ্রামের দিকে এগোচ্ছে এখন ওরা। হার্বার থেকে বেরনো রাস্তাটা যেমন ভাঙাচোরা তেমনি সংকীর্ণ। চারধারে পড়ে আছে বিশাল সব পাথরের চাঁই, একবার তো হোঁচট খেয়ে পড়েই গেল স্পিংক্স। সঙ্গীরা ত্রস্ত কণ্ঠে বকাঝকা করল ওকে। 'অই, বোমারু, দেখেশুনে হাঁটা যায় না?' ধমক দিল নর্টন।

'দেখেশুনেই তো হাঁটছি,' পাল্টা বলল স্পিংক্স। 'তোমরা খুব তরাশ খাচ্ছ মনে হচ্ছে বড়িগুলোকে? কে জানে, কাজের সময় হয়তো একটাও ফাটবে না।'

'পেছনের রাস্তা ধরব আমরা,' বলল রানা। সবার আগে আগে ছিল সে। 'তোমরা দু'জন এগোও, স্পিংক্স আর আমি ফলো করছি। ওদের চোখে পড়া যাবে না।'

ভাপসা গরম পড়েছে আজ রাতে। মাথার ওপর ধবধবে চাঁদ। চটের বস্তায় ভরে থম্পসন বহন করছে রানা ও ল্যারী। গ্রামের কিনারা ঘেঁষে চলেছে ওরা এবং দ্বীপটা পার হলো এক গুচ্ছ খুদে স্কয়্যারের ও অন্ধকার গলির মধ্য দিয়ে। জনা কয়েক জেলে, যাদের সঙ্গে দেখা হলো ওদের, কৌতূহলী চাউনি হানল, কিন্তু ক'টা ছায়ামূর্তির আউটলাইন ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ল না তাদের দৃষ্টিতে।

দুরারোহ ভাঙার পর একটা চড়াই। হঠাৎ করে সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। কয়েকশো ফিট নিচে, উপকূলে সগর্জনে ঢেউ আছড়ে পড়ছে অবিরাম।

'আমার ধারণা এটাই সেই জায়গা,' বলল রানা।

খাড়া খাদটির তলে প্রকাণ্ড একটা কাঠের কেবিন চোখে পড়ল ওদের, একটা লম্বা কংক্রিটের জেটি, এবং লোহার রড বসানো কংক্রিটের দেয়ালে নোঙ্গর করা ছ'টা বিশাল মোটর-বোট। কেবিনের দুটো জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দুটো উজ্জ্বল আলোর রেখা, দরজাটা আধখোলা, তার ফলে সাগরের তৈলাক্ত পানিতে ভেতরের তেরছা আলো পড়েছে।

নীরবে নিচে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। 'বোমা বের করো,' অবশেষে বলল রানা, 'প্রত্যেকে দুটো করে নাও। বাকিগুলো থাকুক স্পিংক্সের কাছে। আগে কেবিনটা আক্রমণ করব আমরা। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ মারব বোটগুলোর ওপর। সব কটা ধ্বংস করে দিতে হবে।'

স্পিংক্স থলের মুখ খুলে দুটো বোমা বের করল। রানার হাতে চলে এল ওগুলো। দুই ইঞ্চি পাইপের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বোমাগুলো। স্পিংক্স সবাইকে তাদের ভাগ বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর বলল, 'ল্যারী আর আমি কেবিনটা সামলাব। তুমি, স্পিংক্স, নিচে বোটগুলোর কাছে চলে যাও। নর্টন, তুমি থাকো এখানে, আমাদের বিপদ দেখলে নেমে এসো।'

স্পিংক্স তার শার্ট খুলে বোমা ভরল ভেতরে।

'পা পিছলে পড়লেই সেরেছে,' মুচকি হেসে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল স্পিংক্স। 'হ্যাঁ,' বলল, 'শ্বাস নিতেও ভয় করছে।'

রানার বাঁ হাতে বোমা এবং ডান হাতে থম্পসন। 'চলো রওনা দিই।' বলল ও।

ধীরে সুস্থে পা ফেলে, খাদ বেয়ে পিছলে নেমে যেতে লাগল রানা আর ল্যারী। 'তুমি বাঁয়ে যাও, আমি ডানে আছি। মনে রেখো একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন গোলাগুলি না।'

পাতলা ঠোঁটে বিদ্রূপ খেলে গেল ল্যারীর। 'প্রয়োজন পড়বেই।'

অর্ধেকখানি মত নামার পর ব্রেক কষল দু'জনেই। একটা লোক কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দেয়াল ঘেঁষে হেঁটে চলেছে।

'সবটা ব্যাপার জটিল করে দিল ব্যাটা,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

দেয়ালের ওপর এখন উঠে দাঁড়িয়েছে সে, মুগ্ধ প্রেমিকের মতন একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে সাগরের দিকে। হড়কে নামতে লাগল আবার রানা। 'যেখানে আছ থাকো,' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল ল্যারীকে। 'দু'জন নামলে দেখে ফেলতে পারে।'

বিনা শব্দে নেমে এল রানা নিচে। ওর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো লোকটা, স্থির। ওয়াটারফ্রন্টে পৌঁছে উঠে দাঁড়াল রানা। শার্টের ভেতর বোমা দুটো রাখল ও। লোকটাকে নিয়ে এতই মগ্ন ছিল যে চামড়ায় ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ পেতেও কুঁকড়ে গেল না। থম্পসন বাগিয়ে ধরে, দেয়ালের ওপর দিয়ে বেড়ালের মত

নিঃশব্দে এগোতে লাগল ও। লোকটা আর যখন ত্রিশ ফুটের মতন দূরে, রানার পায়ে ঠোক্কর খেয়ে একটা নুড়ি পাথর গড়িয়ে টুপ করে পড়ল পানিতে। নির্জন পরিবেশে প্রাণ ফিরিয়ে আনল শব্দটা। জমে গেছে রানা। পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে, আঙুল পেঁচিয়ে গেছে ট্রিগারে।

কাঁধের ওপর দিয়ে ঝট করে চাইল লোকটা, রানাকে দেখতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল পাঁই করে। 'ভঙ্গিটা বদলিয়ো না,' বলে এক ঝাঁকিতে থম্পসন তাক করে ধরল রানা।

চাঁদের আলোয় দেখতে পেল রানা লোকটা একজন কিউবান। চোখের সাদা জমি দুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লোকটার, কোটর ছেড়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসায়। বিস্ময়ের ধাক্কায় কাঁপ উঠে গেল কিউবানটার, এবার হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, কোটের ভেতর চলে গেছে একটা হাত। মৃদু খিস্তি ঝেড়ে ট্রিগার চাপল রানা। ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটাল থম্পসনটা। চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা, বুকে হাত চেপে ধরে; তারপর উল্টেপাল্টে সোজা পানিতে।

বিদ্যুদ্বেগে এগোল রানা। পেট্রলের ইয়াবড় দুটো ড্রাম দেখতে পেয়ে ঘাপটি মারল ওগুলোর পেছনে। ওকে দেখে কেবিন থেকে একটা মেশিন-গান সক্রিয় হলো। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ আগে রানা লুকাতে পেরেছিল বলে রক্ষে। ড্রামে ঠংঠং লাগছে বুলেট, এবং পেট্রলের কড়া গন্ধটা বলে দিল অন্তত একটা, হয়তো দুটো ড্রামই আহত হয়েছে।

ঠা-ঠা-ঠা-ঠা করে অবিরাম গর্জে চলেছে মেশিন-গান। বুলেটের শিলাবৃষ্টি থেকে বাঁচতে মাটিতে শরীর মিশিয়ে, বালিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল রানা, আশঙ্কা করছে এই বুঝি তপ্ত বুলেট হজম করতে হলো। পকেটে হাত ভরে বোমা দুটো বের করল ও। একটাকে কায়দা মতন মুঠোবন্দী করে, ড্রামের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল কেবিনটার উদ্দেশে। কিসে যেন বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ল ওটা। রানা আশা করছে এখুনি ফাটবে।

কিন্তু স্পিংক্সের ঘরে তৈরি পটকাটা হতাশ করল ওকে।

মেশিন-গানের শব্দ থেমেছে ইতোমধ্যে, এতক্ষণের টানা গুলিবর্ষণের পর নীরবতাটুকু অসহ্য ঠেকছে কানে। হামাগুড়ি দিয়ে ড্রামের কিনারে এসে উঁকি মারল রানা সাবধানে। কেবিনের বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পকেট হাতড়ে দ্বিতীয় পটকাটা বের করে, দরজা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল রানা। ওর হাতটা শূন্যে উঠতেই প্রাণ ফিরে পেল মেশিন-গানটা, এবং চকিতে পিছিয়ে এল রানা।

দরজায় গিয়ে আঘাত হেনেছে পটকাটা এবং মুহূর্তে চোখ ধাঁধানো আলোয় কেটে গেল অন্ধকার, তারপর কানে তালা লাগানো বিকট শব্দ। ইঁটের টুকরো, কাঠ সবেগে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে শিস কেটে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় মাথা রীতিমত ঘুরপাক খাচ্ছে টের পেল রানা। পটকা নয়, বোমাই এটা—স্পিংক্সকে লেটার মার্ক দিয়ে দিল তক্ষুণি। স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রতিপক্ষের মেশিন-গান। ড্রামের কোণ থেকে আবারও উঁকি মারল রানা, দেখতে পেল দরজাটা একটামাত্র কব্জা থেকে কাত হয়ে ঝুলছে। ভাঙাচোরা দরজাটা এখন

আর পালিশ করা নয়, একটা পোড়াকাঠ। ও চেয়ে রয়েছে, এসময় কেবিনের পেছনদিকে আরও দুটো ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটল। কাণ্ডটা ল্যারীর।

ড্রামের মাথায় থম্পসনটাকে ঠেকিয়ে, কেবিন লক্ষ্য করে দীর্ঘ গুলিবর্ষণ করল রানা এবং সাঁৎ করে আবার মাথা নামাল। ধ্বংসপ্রায় কেবিনটা থেকে মেশিন-গানের পাল্টা বিক্ষিপ্ত জবাব এল। রানা এবার থম্পসনের ভঙ্গি বদলে ড্রামের এক পাশ থেকে ফায়ার করল। এরপর কেন কে জানে হঠাৎ করে সুনসান হয়ে গেল চারদিক।

চোখ তুলে এক ঝলক চাইতে, স্পিংক্সকে ঢাল বেয়ে ক্রল করে নেমে আসতে দেখল রানা, এক হাতে বুক চেপে ধরে আছে। নিচে যে নামছে একদম খোলামেলা হয়ে পড়েছে তার ফলে, কিন্তু ওর মুখের বিজয়ীর হাসিটা কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ধরা পড়ে গেছে ও, একটা অটোমেটিক রাইফেল গর্জাতে লেগেছে ওর উদ্দেশে। মাথা ঠাণ্ডা রাখল স্পিংক্স। শার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা বোমা বের করে আনল, ছুঁড়ে দিল কেবিন লক্ষ্য করে। বোমাটাকে পাখির মতন উড়াল দিতে দেখে মুহূর্তে মাটির মানুষ রানা বালির মানুষে পরিণত হলো। বোমাটা ওরই মাথায় পড়বে এরকম একটা বিশ্রী অনুভূতি হচ্ছিল ওর। কাজেই বালির বুকে দেহ না মিশিয়ে আর উপায় কি?

বোমাটা কেবিনে আঘাত হেনে বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দে, দুনিয়াটা যেন কানের কাছে ছিঁড়ে-ফেটে চৌচির হয়ে গেল। লকলক করে আকাশ রাঙিয়ে তুলল দীর্ঘ একটা অগ্নিশিখা এবং দাউ দাউ আগুন ধরে গেল কেবিনটার ছাদে। এই ফাঁকে দ্রুত নেমে এল স্পিংক্স ঢাল বেয়ে প্রতিপক্ষের মনোযোগ না কেড়ে। নিচু হয়ে, কেবিনের পাশ দিয়ে স্প্রিন্টারের মতন দৌড়ে এসে, যোগ দিল ড্রামের পেছনে রানার সঙ্গে।

'খোদা!' উত্তেজিত সুরে বলল···'খেল দেখিয়ে দিয়েছে পটকাগুলো! ইজ্জত রেখেছে আমার। আহা, এমন রাত যদি বারবার আসত!'

'সাবধান!' বলল রানা। 'এমন রাত না এলেও ওরা কিন্তু ঠিকই বেরিয়ে আসবে।'

'তাই তো চাই,' উৎসাহ ধরে না স্পিংক্সের। 'আরেকটু মকশো করা যাবে হাত।'

মুচকি হেসে রানা মাথা ঝাঁকাল।

খোলা দরজা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল স্পিংক্স এবারের বোমাটা। দু'জনে ড্রামের পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে থাকলে কি হবে, বিস্ফোরণের ভয়াবহতার জের ওদের ওপর দিয়েও গেল খানিকটা।

মুহূর্ত পরে কার যেন আর্তচিৎকার শোনা গেল। 'মাফ চাই। আমি ধরা দিচ্ছি। আর বোমা মেরো না প্লীজ, দোহাই তোমাদের।'

এক চুল নড়ল না রানা। 'হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

জ্বলন্ত কেবিনটা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল এক লোক। মুখ আর দু'হাত ওর কেটেকুটে গেছে উড়ন্ত কাঁচ লেগে, শতচ্ছিন্ন দশা পরনের কাপড়-চোপড়ের। অগ্নিশিখার কম্পমান আলোয় দাঁড়িয়ে থেকে দুলছে লোকটা—ওয়েন

বাবাজী। ড্রামের পেছন থেকে বেরিয়ে এল রানা, মুখে হাসি ধরে না।

দৌড়তে দৌড়তে এল এসময় ল্যারী, ওর সরু মুখটা জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। 'বাকিগুলো কই?' প্রশ্ন করল ও।

'মারা গেছে,' কুঁই কুঁই স্বর বেরোল হোঁতকা লোকটার গলা দিয়ে। 'আমাকে ছুঁয়ো না, মিস্টার, দোহাই তোমার।'

ওর ছিন্ন শার্টটার কলারের কাছটা থাবা মেরে ধরল রানা। 'কেন, ন্যাকড়া বাবা ছুঁলে পাপ হবে বুঝি? নাকি নতুন শার্টটা ময়লা হয়ে যাবে?'

রানাকে চিনতে পেরে হাঁটু ছেড়ে দিল ওয়েন। 'ওরে বাপ রে, আর মেরো না!' করুণ আকুতি কণ্ঠে ওর।

'ভেতরে আর কে কে আছে?' বাঘা গলায় জবাব চাইল রানা। 'কথা কও, ময়না, চুপ করে থেকো না।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ওয়েন। 'আর কেউ নেই। সবাই মারা পড়েছে।'

ছুটতে ছুটতে এল নর্টন। ওর হাতে ওয়েনকে বুঝিয়ে দিল রানা। 'ওর দেখভাল করো। দেখো, যেন কোন অযত্ন না হয়। ভীষণ শক পেয়েছে বেচারা।'

'তাই?' বলে দুম করে এক ঘুসিতে ওয়েনকে ধসিয়ে দিল নর্টন। তারপর আলোর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কয়েকবার পা চালাল লোকটার শরীর লক্ষ্য করে।

'অ্যাই! বেশি মেরো না। ওর সাথে কথা আছে আমার,' বলল রানা।

'আমার ওপর ছেড়ে দাও,' বলল নর্টন। 'যখন দরকার, দেখবে কথা বলার জন্যে রেডি হয়ে বসে আছে।' লাথি কষতে লাগল ও।

ওদেরকে রেখে দেয়ালের ওদিকে বোটগুলোর কাছে চলে এল রানা। স্পিংক্স নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল।

'একটা বাদে বাকিগুলো চুরমার করে দাও,' বলল রানা। 'বোটে চড়ে দ্বীপ ঘুরে গিয়ে মিয়াতোভিচের সঙ্গে যোগ দেব আমরা। তাতে হাঁটার কষ্টটা বাঁচবে।'

ওয়েনের কাছে ফিরে এল ও, লোকটা তখন অতিকষ্টে নিজেকে দাঁড় করিয়ে কাকুতি মিনতি করে চলেছে নর্টনের কাছে। নর্টনকে যেতে বলল রানা স্পিংক্সকে সাহায্য করতে। 'কি, এমনটা হবে তোমাদের আগেই সাবধান করিনি? এ তো সবে শুরু, উইনাল্ডা কই? জলদি বলো, পাঙ্ক, নয় তো নর্টনকে ডাকছি।'

'ও এখানে কখনও আসে না,' ককিয়ে উঠল ওয়েন। 'বিশ্বাস করো, ও কোথায় আছে আমি জানি না।'

দাঁত দেখাল রানা। 'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

একটু পর নিস্তব্ধ হার্বার ভরাট করে তুলল বোমা বিস্ফোরণের ভঙ্গুর গর্জন, বোটগুলো থেকে ঘন কালো ধোঁয়া আকাশে উঠল কুণ্ডলী পাকিয়ে।

'এসো, ন্যাকড়া বাবা,' বলল রানা। 'তোমাকে একটু বেড়ু করিয়ে আনি।' থম্পসনের নলের গুঁতোয় ওয়েনকে সামনে ঠেলে দিল ও। ওয়েন এমনই আতঙ্কিত যে পা চলছে না। 'মেরো না আমাকে,' আওড়াচ্ছে ও ক্ষীণ সুরে। 'আমি বাঁচতে চাই, মিস্টার, আমি বাঁচতে চাই।'

অন্যরা বোটে চড়ে প্রতীক্ষা করছিল রানার জন্যে।

ওরা বোটে চাপতে এঞ্জিন স্টার্ট দিল ল্যারী। 'ওহ, এত সুখের রাত আমার জীবনে আর আসেনি। ভাবতেও পারিনি জান নিয়ে ফেরত যেতে পারব।'

'রোহাস আগে জানুক না তারপর মজা আরও জমবে,' মন্তব্য করল রানা। 'বলেছিলাম না এদের চমকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করব? এখন রোহাস জেনে যাবে আমরা কোন্ পদের মানুষ, কাজেই বাকিটুকু আর অত সহজ হবে না।'

দ্বীপটাকে চক্রাকারে ঘুরে মিয়াতোভিচকে সঙ্কেত দিল ওরা, এবং সে তার বোট চালু করে হার্বারের ঠিক বাইরেটায় যোগ দিল ওদের সঙ্গে। সবাই ওরা মিয়াতোভিচের বোটে চড়ল, নর্টন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ওয়েনকে তার সঙ্গে। সবার শেষে বোট ত্যাগ করল স্পিংক্স এবং তার আগে, ককগুলো খুলে দিয়ে ডুবিয়ে দিল বোটটাকে।

খোলা সাগরের উদ্দেশে বোট চালনা করে সমস্ত ঘটনা জানতে চাইল মিয়াতোভিচ। 'কী শব্দ রে বাপ,' কণ্ঠে উত্তেজনা ওর। 'পুরো গ্রামটা কেঁপে উঠেছিল ভূমিকম্পের মতন। ঘটনা আন্দাজ করতে পেরেছে গ্রামবাসী, কিন্তু মজা লুটতে যাওয়ার সাহস করে উঠতে পারেনি।'

সংক্ষেপে ওকে গোটা ঘটনা জানানো হলো।

'ওই পাঙ্কটাকে নিয়ে এসো, নর্টন,' একটু পর বলল রানা। 'ওর সাথে কথা বলব।'

প্রায় নাচতে নাচতে গেল নর্টন।

আলোয় উদ্ভাসিত ছোট্ট কেবিনটায় আনা হলো ওয়েনকে। থরথর করে কাঁপছে সে, মুখখানা করুণ করে চেয়ে আছে রানার দিকে।

'তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি, ময়না আমার,' বলল রানা। 'বাঁচতে চাইলে কথা কও। উইনাল্ডাকে কোথায় পাব?'

মাথা দোলাল ওয়েন। 'আমি জানি না,' বিড়বিড় করে বলল। 'কসম খেয়ে বলছি জানি না।'

নর্টনের দিকে চাইল রানা। 'বেচারা জানে না,' বলল।

দুম করে একটা ঘুসি পড়ল ওয়েনের নাকে। নর্টনের হাতটা শূন্যে ভেসে উঠতে অস্পষ্ট একটা শব্দ হয়েছিল, তারপর বজ্রপাত হলো যেন ওয়েনের মুখের ওপর।

'উইনাল্ডা কই? নিস্পৃহ, শীতল কণ্ঠ রানার।

ফোঁপাচ্ছে ওয়েন, আওড়াল কি যেন। 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও,' বলল রানা। কোটের ভেতর হাত ভরে পিস্তলটা এক টানে বের করে আনল। ওয়েনের কাছে হেঁটে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল লোকটার ওপর। 'ওঠো,' রুক্ষ স্বরে বলল। 'ছুঁচো মারব এখানে না, ডেকে।'

পিস্তলটার নলের দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে ওয়েন, এবার নিচু, আতঙ্কমাখা কণ্ঠে বলল, 'ও এখন হিউস্টন মেয়েলোকটার ওখানে।'

যেমন ছিল তেমনি উবু হয়ে রইল রানা। স্থির। 'ও জানল কিভাবে?' শেষমেষ বলল।

দেয়ালে মাথা রাখল ওয়েন। টপটপ করে তখনও রক্ত পড়ে চলেছে নাক দিয়ে এবং চোখ তার একপলকের জন্যেও পিস্তলের দিক থেকে সরেনি। 'টাইসন ফোন করেছিল ওকে,' ফিসফিস করে বলল।

'টাইসন?'

'হ্যাঁ।'

দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল রানা। 'তুমি জানলে কি করে?'

আতঙ্ক ইতোমধ্যে পুরোপুরি গ্রাস করেছে ওয়েনকে, ভীতি ওকে ঠেলে দিয়েছে হিমশীতল, নিঃশব্দ মৃত্যুর করাল হাতে। কথা বলল ও ভয়ানক ক্লান্তির সঙ্গে, 'তোমরা যখন এলে আমি তখন বাইরে যাচ্ছিলাম। উইনাল্ডা ফোন করে আমাকে। বলে টাইসন ওকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে হিউস্টন মেয়েলোকটা কোথায় লুকিয়ে আছে। আমাকে ডাকে উইনাল্ডা, এবং বলে টেলরের সঙ্গেও নাকি যোগাযোগ করবে।'

সটান হয়ে কেবিনের দরজা লক্ষ্য করে ছুটল রানা। মিয়াতোভিচের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল, 'স্পীড বাড়াও। খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমাদের।'

'এটার মুরোদে কুলাবে না। বেশি চাপ দিলে জ্বলে যাবে,' বলল মিয়াতোভিচ।

'জ্বালাও তবে,' বলল রানা। 'আরও স্পীড চাই আমি।'

কী ওয়েস্ট হার্বারে বোটটা নাক ঢোকাতে রানা বলল, 'নর্টন, তুমি নেলসনের কাছে একে নিয়ে যাও। আমি কিছু না জানানো পর্যন্ত যেন লুকিয়ে রাখে, পরে সময় মত পুলিসের হাতে তুলে দেব।'

'কি দরকার!' বলে উঠল নর্টন। 'মাথায় এক বাড়ি মেরে পানিতে চুবিয়ে দিলে ক্ষতি কি?'

দপ করে জ্বলে উঠল রানার দু' চোখ। 'যা বললাম করো।'

বোট থেকে নেমে এসে একটা জটলা মতন তৈরি করল ওরা। ছায়ার ভেতর পার্ক করে রাখা সেডানটা এসময় হঠাৎ চোখে পড়ল রানার। 'শুয়ে পড়ো—সাবধান!' চিৎকার করে উঠেই নিজেকে মিশিয়ে দিল মাটিতে।

চওড়া জানালাটা থেকে এবার শুরু হলো গুলিবর্ষণ। পিস্তল বের করে তিনবার গুলি করল রানা। ওয়েন ছাড়া আর সবাই শুয়ে পড়েছে, ঘোরগ্রস্ত লোকটা রানার নির্দেশ মানবে কি, সে বাহ্যত নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খুইয়ে বসেছে। এক ঝাঁক বুলেট ওর বুকটা ঝাঁঝরা করে দিতে চালের বস্তার মতন নিঃশব্দে ঢলে পড়ল।

স্পিংক্স আচমকা উঠে দাঁড়াল, গাড়িটার দিকে কিছুদূর দৌড়ে গিয়ে নিক্ষেপ করল শেষ বোমাটা ওর। বোমাটা ওর হাতচ্যুত হতে গলা চেপে ধরতে দেখা গেল ওকে এবং তারপর ভূমিশয্যা নিল সে। কাছাকাছি পড়ল বোমাটা, বিকট শব্দ তুলে একপাশে কাত করে দিল গাড়িটাকে।

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, উন্মাদের মতন চেঁচাতে চেঁচাতে রাস্তায় দৌড়ে গিয়ে উঠল, গুলি চালাচ্ছে হিপের কাছ থেকে। হামা দিয়ে বেরিয়ে এল

তিনটে লোক ওল্টানো গাড়িটা থেকে। একজন তার থম্পসনটা অসহায়ের মত হাতড়াচ্ছে। বিস্ফোরণের ফলে হতচকিত প্রত্যেকে। থম্পসনধারীকে লক্ষ্য করে গুলি করল রানা, সামনে ঝাঁকি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা। অন্ধের মতন ছুটে এল ল্যারী, প্রতিপক্ষের একজনের ওপর চড়াও হয়ে, তাকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে, মাথায় ধাঁইধাঁই পিস্তলের বাঁট মারতে লাগল।

তিন নম্বর লোকটা শরীর মুচড়ে একপাশে সরে গিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক থেকে গুলি করল রানাকে, ডান গালের মাঝ বরাবর কখন রক্তের ধারা ছুটেছে খেয়ালও করল না ও। লাথি মেরে নিচ থেকে লোকটার দু'পা সরিয়ে দিল রানা, এবং পিস্তল ধরা কব্জীটার ওপর পুরো শরীরের ভর দিয়ে দাঁড়াল। পিস্তলের বাঁটটাকে তারপর গদার মতন চালিয়ে অজ্ঞান করে ছাড়ল লোকটাকে। রানা সিধে হতে না হতে আরেকটা গাড়ি তেড়ে এল মোড় ঘুরে। আবার গুলিবৃষ্টি।

এঁকেবেঁকে ছুটে ওল্টানো সেডানটার পেছনে আশ্রয় নিল রানা। পায়ের কাছে বুলেট বিং বিং করে বিঁধে অঙ্গহানি ঘটাচ্ছে রাস্তার। ল্যারী, আড়াল নেয়ার চেষ্টা করে গুঙিয়ে উঠল। তারপর ঘুরতে লাগল টালমাটাল পা ফেলে। আরও গুলিবর্ষিত হলো গাড়িটা থেকে, এবং ভূপাতিত হলো ও। স্পিংক্সের পর ল্যারীও গেল।

সেডানটার আড়াল থেকে গাড়িটাকে লক্ষ্য করে চারটে গুলি করল রানা, তারপর চট করে দৃষ্টি ফেরাল কারা কারা বাকি আছে দেখার জন্যে। নর্টন ও মিয়াতোভিচ বোটে ফিরে গেছে, রানা তাকাতে দেখল, থম্পসন গর্জে উঠেছে মিয়াতোভিচের হাতে। বন্দুকের ঝলকানিতে আর কোলাহলে আচম্বিতে নরক হয়ে উঠেছে যেন রাতটা।

এখন সরে পড়া দরকার, ভাবল রানা। নর্টন ও মিয়াতোভিচ ওখান থেকে আরামে যুঝতে পারবে গুণ্ডাদের সঙ্গে, সংখ্যায় যত বেশিই হোক না কেন ওরা। রানা ফিরতে চাইছে বাংলোটায়। তক্কে তক্কে রইল ও, এবং ওল্টানো গাড়িটাকে ওর আর লাইন অভ ফায়ারের মাঝখানে রেখে, ঝটপট পিছিয়ে এসে কাছের অলি-পথটায় ঢুকে পড়ল সুট করে।

দূরে পুলিস হুইসেল শোনা যাচ্ছে, এবং রানা আগুয়ান শব্দটাকে এড়াতে ভিন্ন আরেকটা গলিপথ ধরল। পুলিসের সঙ্গে এখন খেজুরে আলাপের সময় নেই ওর।

রানা মেইন স্ট্রীটে বেরিয়ে আসতে মন্থরগতিতে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা ট্যাক্সি। দৌড়ে ওটার পিছু ধাওয়া করে ড্রাইভারকে থামার ইঙ্গিত করল ও। ঘ্যাচ করে ব্রেক করল চালক। ঝটকা মেরে দরজা খুলে, বাংলোর ঠিকানা বলল ড্রাইভারকে রানা। 'যত জোরে পারো চালাও,' নির্দেশ দিল।

ড্রাইভার গিয়ার দিতে, গুলির মতন ছিটকে রওনা দিল গাড়িটা তীক্ষ্ণ একটা চিঁইইক করে। 'এখানে এত গোলমাল কিসের?' রাস্তায় চোখ রেখে প্রশ্নটা করল চালক। 'মনে হচ্ছিল যুদ্ধ চলছে।'

'যা বলেছ,' বলল রানা। 'যুদ্ধই লাগসই শব্দ।'

জানালা দিয়ে মাথা বের করে থুথু ফেলল ড্রাইভার। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

উল্টোমুখে পিঠটান দিতে পেরে মহা আনন্দিত সে।

বাংলো পর্যন্ত ড্রাইভারকে নিল না রানা। রাস্তার কিনারে গাড়ি থামাতে বলে, হরিণ-পায়ে ছুটল বাংলোর উদ্দেশে। সামনের রুমগুলোয় বাতি জ্বলছে, অর্ধচক্রাকার খুদে ড্রাইভটা ধরে পা বাড়াতে সদর দরজা দিয়ে কাকে যেন বেরোতে দেখল। কোটের ভেতর চালান হয়ে গিয়ে হাতটা ওর শোল্ডার হোলস্টার থেকে আলগা করল পিস্তলটা।

ছুঁচাল ক্যাপ পরা এক কিশোর রানার আসার শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে, তারপর ওর দিকে এগিয়ে এল। মেসেজ এনেছে ও। 'আপনি কি মিস্টার এম. রেনর?'

সায় জানিয়ে বলল ও, 'টেলিগ্রাম?'

একটা খাম ও বইটা বাড়িয়ে দিল কিশোর। রানা তার আদ্যাক্ষর খসখস করে লিখতে, বলল ছেলেটা, 'অনেকক্ষণ ধরে বেল টিপছি। আলো জ্বলছে কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই।'

ওকে দশটা ডলার ধরিয়ে দিল রানা। 'বুঝলে না, ছিঁচকে চোরদের বোকা বানানোর এটা একটা কায়দা,' বলে, বাড়িটার উদ্দেশে এগোল ও। কেবল্‌টা পকেটে গুঁজে সদর দরজায় মোচড় দিল রানা, ওটা খুলে যেতে পা রাখল ভেতরে।

সামনের বৈঠকখানায় কার্পেটে পড়ে রয়েছে টাইসন, কালচে রক্তের ছোটখাট একটা ডোবা তৈরি হয়েছে ওর মাথাটাকে ঘিরে। বৈঁচি ফলের মতন চোখজোড়া আধবোজা, রানার দিকে চেয়ে রয়েছে শূন্য দৃষ্টিতে। মুখটা কুঁচকানো ওর, হিংস্র জন্তুর মতন খিঁচিয়ে আছে হলদেটে দাঁতগুলো কি এক অজানা আতঙ্কে।

দৃষ্টিস্থির করে চেয়ে রইল রানা। ইতিকর্তব্য ভেবে উঠতে পারল না ও তাৎক্ষণিকভাবে। টাইসন যে এ দুনিয়ার মায়া কাটিয়েছে এতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই। পিস্তলটা বের করে ধীর পায়ে হলে গিয়ে ঢুকল রানা। কান পেতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর বেডরুমে প্রবেশ করল। ছোট্ট টাব চেয়ারটায় বসে উইনাল্ডা, মুখের চেহারায় হতচকিত অভিব্যক্তি। মুখ বেয়ে নেমে শার্টের কলারের কাছে এসে জমাট বেঁধেছে খানিকটা রক্ত। চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক ওর, স্থির।

কামরাটার চারধারে দৃষ্টি বুলাল রানা। কি ঘটেছে বুঝতে বেগ পেতে হলো না। দরজার দিকে মুখ করে বসে ছিল উইনাল্ডা। সম্ভবত কথা বলছিল ও রীটার সঙ্গে। এসময় ঘরে প্রবেশ করে উইনাল্ডা চেনে এমন কেউ একজন। মুখ তুলে নিশ্চয়ই তাকিয়েছে উইনাল্ডা, দেখেছে কে লোকটা, ঘাবড়ায়নি একটুও, এবং সেই সুযোগে ওর বুকটা ফুটো করে দিয়েছে লোকটা।

ওর কাছে গিয়ে হাতটা ছুঁয়ে দেখল রানা। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, কিন্তু এখনও খানিকটা উত্তাপ রয়ে গেছে।

ঘড়ঘড় করে একটা চেয়ার পেছানোর শব্দ হলো হঠাৎ, কিচেনের দিক থেকে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কান পাতল রানা। আবার সেই একই আওয়াজ। পা টিপে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিল বাইরে রানা। নিঃশব্দে এরপর পা ফেলে ঢুকে

পড়ল কিচেনের ভেতর, পিস্তল নাক বরাবর তাক করে ধরে।

একটা কিচেন চেয়ারের ব্যাকরেস্ট আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে টেলর। এক হাতে একটা নাক বোঁচা অটোমেটিক, কিন্তু রানাকে চিনতে পারামাত্র হাতটা একপাশে ঢলে পড়ে মরা সাপের মতন ঝুলতে লাগল।

টেলরের বেকায়দা ভঙ্গি দেখে ও যে মারাত্মক আহত বুঝতে বাকি রইল না রানার।

'সব কটা পেটে লেগেছে,' আর্ত কণ্ঠে বলল টেলর। ও চেয়ারটার পাশ দিয়ে এদিকে আসার চেষ্টা করতে রানা ত্বরিত এগিয়ে গেল সাহায্য করতে। 'ছুঁয়ো না আমাকে,' জ্বরাক্রান্ত গলায় বলল টেলর। রানা এক পা পিছু হটে লোকটাকে কসরৎ করে চেয়ারটায় বসতে দেখল। বসার পর দেখা গেল সারা মুখ ঘেমে ভিজে গেছে ওর।

'তুমি শান্ত হয়ে বসো,' বলল রানা। 'আমি ডাক্তার ডাকছি।'

মাথা দোলাল দুর্বল ভঙ্গিতে টেলর। 'কথা আছে,' হড়বড় করে বলল ও। 'কোন ডাক্তার আমাকে নতুন আরেকটা পেট বানিয়ে দিতে পারবে না।' ধীরে ধীরে সামনে ঝুঁকে পড়ল ও, দু'বাহু দিয়ে আড়াআড়িভাবে দেহের নিচের অংশ চাপ দিয়ে ধরেছে।

'কি হয়েছিল?'

'উইনাল্ডাকে গুলি করেছিলাম আমি, আর ওই টাইসন ছুঁচোটা আমাকে খেয়েছে। ভেবেছিলাম ওকে বিশ্বাস করা যায়। ওকে গুলি করার আগেই পাঁচটা বুলেট সেঁধিয়ে দিয়েছে। তবে সান্ত্বনা এটাই, ওকে মেরে মরছি।'

'উইনাল্ডাকে খুন করতে গেলে কেন?'

মেঝের দিকে ঘোলাটে দৃষ্টি নিবদ্ধ টেলরের। কথা যখন বলল কণ্ঠস্বর তখন মোটা আর খসখসে। 'ওরা ব্লন্ডিকে খুন করেছে। তাই শোধবোধ করে দিলাম। রোহাসকেও খতম করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কপালে নেই।'

'আমাকে ঠাঁই দেয়ার অপরাধে ব্লন্ডিকে মেরেছে ওরা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু উইনাল্ডা সবসময়ই ব্লন্ডিকে রাস্তা থেকে সরাতে চেয়েছে। অনেক বেশি জানত মেয়েটা। ও আর আমি, আমরা দু'জনেই। তোমার সম্পর্কেও জানতাম আমরা। সব কিছুর মূলে হচ্ছে রীটা। ও আর ওর বাঙালী প্রেমিক।'

'আমজাদ?'

'হ্যাঁ। যাকে ওরা প্ল্যান্ট করেছিল তোমার অফিসে।'

'তুমি জানতে সে কথা?'

চোখ বুজল টেলর। আরও শক্ত করে হাতচাপা দিল পেটে। এই কায়দায়, এবং দেহ সামনে যতটা পারে নুইয়ে, কোনমতে দু'আধখানা হওয়া থেকে রক্ষা করছে সে নিজেকে। চাপা, ক্ষীণ স্বর ফুটল অবশেষে ওর গলা দিয়ে, 'হ্যাঁ, জানতাম। উইনাল্ডা আমজাদের কথা জেনে ফেলে। রীটা গোপনে প্রেম করছিল ওর সাথে। উইনাল্ডা রীটাকে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে নিয়ে গেলে পেছন পেছন আমজাদও যায়। রোহাসের চাকরি করত ও। উইনাল্ডার সাথে ব্যবসা রোহাসের

জানোই তো। উইনাল্ডা সন্দেহ করে আমজাদের সাথে রীটার সম্পর্কের কথাটা। ও রোহাসকে জানাতে সে দু'জন লোক পাঠায় ওদের ওপর চোখ রাখতে। ওদের দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে ওরা, খুন করে আমজাদকে। তোমার অফিসে লাশটা পাচার করার ব্যবস্থা করে উইনাল্ডা।'

'কেন, আমার অফিসে কেন?' ঠায় দাঁড়িয়ে রানা, প্রশ্নটা মাথায় ঘাই মারতে জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল টেলর। 'জানি না। গভীর কোন উদ্দেশ্য ছিল ওর।' ধীর হয়ে এসেছে কথা বলার গতি, প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে ব্যথা সইতে হচ্ছে আগের চাইতে দ্বিগুণ পরিমাণ। 'নিউ ইয়র্কে রহস্যময় কোন ব্যাপার ঘটেছিল। তার ফলে সমস্তটার শুরু।' দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে জীবনীশক্তি টেলরের, কিন্তু ভাবখানা এমন যেন কোন কষ্টই হচ্ছে না। জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছেও কারও করুণা ভিক্ষা করতে রাজি নয় সে, রানা মনে মনে ওর দৃঢ়তার প্রতি সম্মান না দেখিয়ে পারল না।

'রীটা কোথায়?'

'গোলাগুলি শুরু হলে পালিয়ে যায় ও। আমি এখানে না এলে উইনাল্ডার হাতে মারা পড়ত। এখন···মনে···হচ্ছে··· লোকটাকে গুলি করার আগে··একটু সময় দেয়া দরকার ছিল··'

ওকে ধরতে দেরি করে ফেলল রানা। গড়িয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল ও। হাঁটু মুড়ে বসে টেলরের মাথাটা কোলে তুলে নিল রানা। 'গার্ডনার ভাল মানুষ,' অস্বচ্ছ স্বরে বলল টেলর। 'ওকে বোলো আমি তোমার পাশে ছিলাম। তাতে যদি ঋণ কিছুটা···শোধ হয়।' চশমার পুরু কাঁচ ভেদ করে রানার দিকে চোখ পিটপিট করে চাইল ও, কিছু বলার প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

'আমি ওকে বলব তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ,' বলল রানা।

ফিসফিসে স্বরে বলল টেলর, 'রোহাসকে··· ছেড়ো না। হুইস্কি জনের পেছনে···একটা আস্তানা আছে ওর···'

ম্লান হাসল টেলর রানার দিকে চেয়ে। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল মুখটা ওর, এবং মুহূর্তে জ্যান্ত মানুষ থেকে লাশে পরিণত হলো সে।

ওর মাথাটা সযত্নে মাটিতে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। রুমালে দু'হাত মুছে, উল্টো দিকের দেয়ালে নির্নিমেষ চেয়ে থাকল। এখন বাকি রইল একমাত্র রোহাস, বলল মনে মনে, তারপর পাট চুকবে এই কেসের। হঠাৎ টেলিগ্রামটার কথা মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে বের করে ছিঁড়ল খামটা। কেবলটায় লেখা:

ফিঙ্গার প্রিন্ট পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে মেরী রেটন বলে সন্দেহকৃত মহিলার লাশটা আসলে রবার্ট ওয়াগনারের হারানো মেয়ে জুলি ওয়াগনারের। ধারণা করা যায় মেরী আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। রিয়া।

কেবলটা হাতে মুচড়ে দলা পাকাল রানা। আচ্ছা, ঘটনা তবে এই!

টেলরের দিকে আরেকবার চাইল ও, তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে এল বাংলো ছেড়ে।

*

রীটা কোথায়? উইনাল্ডা নেই, এখন আবার প্রজাপতি হতে বাধা কোথায় তার? নেলসনের ওখানে পাবে ওকে ধারণা হলো রানার। রীটা অবশ্য অন্য কোথাও-ও চলে যেতে পারে, কিন্তু নেলসনের ওখানে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। চোখের সামনে তিন তিনজন লোককে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে, এবং নিজে রক্ষা পেয়েছে অল্পের জন্যে, কাজেই এ অবস্থায় আপাতত আর কোন ধূর্ত বুদ্ধি গজাবে না ওর মাথায়। প্রাণভয়ে তার কাছেই আশ্রয়ের জন্যে যাবে, যাকে চেনে ভালভাবে। নেলসন ছাড়া এ ক্ষেত্রে আর কারও কথা মাথায় আসার কথা না ওর।

মেইন স্ট্রীটে ফিরে, একটা বুদে গিয়ে ঢুকল রানা। ফেডারেল অফিসে ফোন করে কফি-শপের নিচে বন্দী বাঙালীদের কথা জানাল হপকিন্সকে। সে ওদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে কথা দিতে ফোন রেখে দিল রানা। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে ক্যাসিনোয় গেল। দু'জন পুলিস পাহারা দিচ্ছিল এন্ট্রান্স, রানা দৌড়ে ধাপ বেয়ে উঠতে কড়া চোখে মাপল ওকে, তবে আটকাল না। এরা লোক চেনে। নেলসনের সতর্কতার বহর দেখে হাসি চাপতে পারল না রানা। বিরাট হলটা মাত্র বন্ধ হতে লেগেছে এ সময় ভেতরে প্রবেশ করল ও। একটা মাত্র বাতি জ্বলছে, এবং শার্ট-স্লীভ পড়া দু'জন কিউবান বাদে খাঁ খাঁ করছে হলটা। লোক দুটো ডাস্ট-শীট বিছাচ্ছে টেবিলে। রানাকে দেখে চট করে চোখ তুলল ওরা।

'নেলসন আছে না?' অফিসের দিকে পা বাড়িয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল রানা।

'সাহেব ব্যস্ত এখন,' বলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল কিউবানদের একজন। কিন্তু রানা ওকে হাঁটার দৌড়ে হারিয়ে দিয়ে, দরজা ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে।

নেলসন, মিয়াতোভিচ ও নর্টন বসে ছিল ডেস্ক ঘিরে। একটা লেবেলবিহীন বোতল ও কটা গেলাস দাঁড়িয়ে ওদের সামনে, ধূমপান করছে তিনজনই। মুখ তুলে চাইল ওরা, মুখের চেহারায় চমকিত ভাব, কিন্তু রানাকে দেখে ঢিল দিল শরীরে। ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইল নেলসন। 'এটাকে কি বলবে তুমি?' গজগজ করে উঠল ও। 'ল্যারী আর স্পিংক্স মারা পড়েছে, এরা দু'জন বেঁচে গেছে অল্পের ওপর দিয়ে। এই কিনা তোমার রোহাসকে উড়িয়ে দেয়ার নমুনা?'

নেলসনকে তোয়াক্কা করার মেজাজ নেই এখন রানার। ডেস্কে দু'হাত রেখে সরাসরি লোকটার চোখে চোখে চাইল ও। 'বাজে কথা ছাড়ো, হাঁদারাম। অত ফটফট করছ কেন? কবে কোথায় ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়া যুদ্ধজয় হয়েছে শুনি? ল্যারী আর স্পিংক্স মারা গেছে, কিন্তু ওদের বোটগুলো ধ্বংস করিনি আমরা? আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আসিনি ওদের ঘাঁটিতে? উইনাল্ডা মরেছে, টেলর খতম, ওয়েন নেই, টাইসন নেই, খতম ওদের দলের আরও ছ'সাতজন। আর কি চাও তুমি?'

একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে নেলসন। 'উইনাল্ডা?' ফিসফিসানির পর্যায়ে পৌঁছল কি পৌঁছল না গলা ওর।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বাকি শুধু রোহাস আর রিঙ্কন। আমি ওদের ব্যবস্থা নিজের হাতে করতে চাই।'

'ও কাজের লোক,' বলে উঠল মিয়াতোভিচ। 'আমি আছি ওর সাথে।'

ঘোঁৎ করে উঠে সায় জানাল নর্টন।

'আমরা তাহলে দেরি করছি কেন?' বলল রানা। 'হুইস্কি জন-টা কোথায়?'

'নিগার বীচের কাছে একটা জয়েন্ট।'

নেলসনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'রোহাসের কাছে যাচ্ছি। ফিরে এলে কথা হবে তোমার সাথে। এখানেই থেকো।'

অন্য দু'জনের উদ্দেশে ফিরল ও। 'একজোড়া থম্পসন নাও।'

চলে গেল নর্টন। মিয়াতোভিচ বলল, 'আমরা তিনজন শুধু?' অস্বস্তির সুরটা লুকোতে পারেনি ও।

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি একা যাচ্ছি। তোমরা পরে গিয়ে জঞ্জাল সাফ করবে।'

মিয়াতোভিচকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। নর্টন গাড়িতে বসে থম্পসন দুটোর অ্যাকশন পরীক্ষা করছিল। মিয়াতোভিচ গাড়ি ছাড়লে বলল রানা, 'তোমরা দু'জন ও দুটো রাখবে। বাইরে থাকবে তোমরা, গোলাগুলির শব্দ শোনামাত্র ভেতরে গিয়ে চোখের সামনে যা দেখবে ধ্বংস করে দেবে। যখন আর কিছু পাবে না গুলি করার মতন, তখন থামবে, বুঝতে পেরেছ?'

'হেভী একটা রাত কাটাচ্ছি যাহোক,' মন্তব্য করল নর্টন।

ডুভাল স্ট্রীট ধরে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে মস্ত গাড়িটা। গোটা আইল্যান্ড বিস্তার করে ডুভাল স্ট্রীটের অবস্থান। রাত অনেক হয়েছে, কোন গাড়ি-টাড়ির দেখা মিলল না। পক্ষীরাজ দাবড়াচ্ছে যেন মিয়াতোভিচ, উড়ে চলেছে গাড়ি। সাউথ স্ট্রীটে পৌঁছতে গতি কমিয়ে ডানে মোড় নিল ও। সাউথ স্ট্রীটের শেষ মাথায় এসে, ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করাল গাড়ি। 'ওই যে, নিগার বীচের কোণায় হুইস্কি।'

গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে লাগল রানা রাস্তা বরাবর। কোটের নিচে থম্পসন লুকিয়ে বাকি দু'জন অনুসরণ করছে।

'পেছনদিকে ওর একটা আস্তানা আছে,' বলল রানা। 'জানতে তোমরা?'

'একটা ওয়্যারহাউজ আছে এটা জানি, হয়তো ওটাই হবে,' বলল নর্টন।

ঠিক হলো, জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখবে ওরা।

হুইস্কি জনের বার আজ রাতের মতন বন্ধ হয়ে গেছে। আঁধারে কালো কাঠের ছোট্ট একটা কাঠামোর মত ধরা পড়ল ওটা। 'এই গলি দিয়েই,' মৃদু স্বরে বলল নর্টন।

'তোমরা দাঁড়াও, আমি একটু উঁকি মেরে আসি।' বলল রানা।

অলি-পথটা ধরে পা বাড়াল ও, চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কেমন একটা ভাপসা গন্ধ নাকে আসছে, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত স্থানে যেমনটা হয় আরকি। সাবধানে হাঁটছে ও, কোন লুকোচুরি নেই, তবে কোন শব্দও হতে দিচ্ছে না। গলির মাথায় একটা খুদে স্কয়্যার। ডানে ঘুরে হুইস্কি জনের পেছনটায় আসতে চারকোনা, সমতল ছাদের একটা দোতলা বিল্ডিঙ দেখতে পেল। তারাভরা আকাশের পটভূমিতে কালো একটা সিলুয়েট তৈরি করছে ওটা। কাছিয়ে আসতে একটা দরজা চোখে পড়ল রানার, খোলার চেষ্টা করল ওটা আলগোছে। বন্ধ।

সরে এল, একটা জানালা দরকার ওর। কোণ ঘুরে, দক্ষিণ দিকে পথ খুঁজে নিয়ে এগোল। এদিকেও কোন জানালা মিলল না। পরের বাঁকটায়, দেয়াল লাগোয়া একটা লোহার মোটা পাইপ ওপরের আঁধারে মিশে গেছে আবিষ্কার করল রানা। ছাদে ওঠা যাবে এটা বেয়ে আন্দাজ করল ও।

দ্রুত ও নিঃসাড়ে গলি-মুখে অপেক্ষমাণ সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল রানা। 'আড্ডাটা পেয়েছি,' বলল ও। 'একটামাত্র দরজা ওটার। তোমাদের কাজ হচ্ছে বাইরে শুয়ে থাকা এবং ওরা বেরুনো মাত্র মেশিন চালু করা। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না। তবে সাবধান, ধরা পড়ে যেয়ো না, শুধু ঘাপটি মেরে গুলি করাটাই তোমাদের দায়িত্ব।'

দাঁত দেখে বোঝা গেল হাসছে মিয়াতোভিচ।

'আমি ছাদে উঠে ওদেরকে তোমাদের কাছে পাঠাব,' বলল রানা। 'কোন ভুলচুক নয় এবং কাজটা সারা হলেই সটকান দেবে। আমার জন্যে ভাবতে হবে না।'

যথারীতি ঘোঁৎ করে সম্মতি জানাল ওরা। রানা এবার আবার রওনা দিল বিল্ডিংটার উদ্দেশে। লোহার পাইপটায় শরীরের ভার চাপানোর আগে পরখ করল কতখানি মজবুত। এবার পাইপটা জড়িয়ে ধরে বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। মাথাটা ব্যালাসট্রেডের ওপর তোলার ফলে ছাদের মাঝখানে চৌকো একটা স্কাইলাইট লক্ষ করল, আলো বেরোচ্ছে ওটার ভেতর দিয়ে।

খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে। সামান্যতম শব্দ করে ফেললে নিচের কেউ না কেউ শুনে ফেলবে। ছাদে পা রাখার আগে ব্যালাসট্রেডের পাশ ঘেঁষে হেঁটে গিয়ে নিচে চোখ রাখল ও। লক্ষ করল মিয়াতোভিচ ও নর্টন ওয়্যারহাউজের দরজার ঠিক উল্টোদিকে লম্বা একটা গর্তের মধ্যে ওত পেতে রয়েছে। রানাকে দেখে হাত নাড়ল ওরা। পাল্টা সাড়া দিয়ে, ব্যালাসট্রেড থেকে আলতো পায়ে ছাদে নেমে পড়ল ও।

ডান হাতে উদ্যত পিস্তল, ইঞ্চি ইঞ্চি করে স্কাইলাইট ও ওর মধ্যকার ফাঁকা জায়গাটার উদ্দেশে এগোচ্ছে রানা। সময় বেশি লাগলেও ক্ষীণতম শব্দ করল না ও। হ্যাটটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে নিচে ঘরটার দিকে তাকাল রানা। রোহাস আছে ওখানে। আছে রিঙ্কন ও অচেনা একজন। রানার ছ'ফুটের মধ্যে লোকগুলো। চিলেকোঠার মত নিচু ছাদ কামরাটার, এবং ওদেরকে গায়ের কাছে দেখে রানা এতটাই চমকে গেছে ঝটকা মেরে পিছু হটল।

বিছানায় শুয়ে ডাঁটসে সিগারেট ফুঁকছে রোহাস। দেয়ালে মাথা রেখে, চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছে রিঙ্কন। তৃতীয়জন মেঝেতে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। তার নাক ডাকার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রানা।

স্কাইলাইটের শার্সির ক্রস-পীসগুলো ভেদ করে ভেতরে চাইল রানা; বুড়ো আঙুল দিয়ে ওগুলোর ঘনত্ব মেপে নিল আলতো করে। একদম পলকা মাল। সিধে হয়ে এবার ডান পা-টা ক্রস-পীসগুলোর ঠিক মাঝ বরাবর রাখল রানা। দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে, শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে নিচের দিকে চাপ দিল ও।

ভাঙচুরের বিকট শব্দ তুলে কাঁচসহ নিচে হুড়মুড় করে পড়ল রানা। দু'পায়ের

ওপর ল্যান্ড করেছে ও, একটু টলে উঠে পরক্ষণে বাগিয়ে ধরেছে পিস্তল।

নিস্পন্দ শুয়ে ছিল বিছানায় রোহাস, এই অস্বাভাবিক সংঘর্ষের শব্দে আঁতকে ওঠায় মুখ থেকে কোথায় ছিটকে চলে গেল সিগারেটটা। অচেতনভাবে পিস্তলের উদ্দেশে হাত বাড়াল মেঝের ঘুমন্ত লোকটা। বেচারা এতই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে প্রবৃত্তি ওকে ঠেলে দিল মৃত্যুর কোলে। ঘুমের ঘোরে না থাকলে মেরে ফেললেও পিস্তল ধরতে যেত না সে। ওর দু'চোখের ঠিক মধ্যখানে গুলিটা করেছে রানা।

বরফের মূর্তি বনে গেছে যেন রোহাস ও রিঙ্কন। কাঁচের মতন নির্জীব চোখ মেলে রানার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে ওরা।

'আমি তোমাকেই খুঁজছি,' বলল রানা। ধিকি ধিকি প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ওর চোখে।

বুকে সিগারেটের ছাই পড়ে আছে রোহাসের। বন্য আক্রোশে একবার রিঙ্কনের ও তারপর আবার রানার দিকে চাইল ও। 'এবারের মত একটা সুযোগ দাও,' কর্কশ স্বর ফুটল ওর গলায়।

'চোপরাও, ঝাঁঝিয়ে উঠল রানা। 'তক্কে তক্কে ছিলাম তোমাদের বাগে পেতে। এখন কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেয়া হবে পাওনা। যা করার তোমরা নিজেরাই অবশ্য করবে। দু'জনের মধ্যে একটা যুদ্ধ হবে তোমাদের। যে জিতবে এখান থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ পাবে সে। তার চুলের ডগাও স্পর্শ করব না। হয়তো জানো কথা রক্ষা করার একটা বদভ্যাস আছে আমার। কি, রাজি? নাকি দুটোই এক সাথে মরতে চাও আমার হাতে?'

হঠাৎ ঢিল পড়ল রিঙ্কনের আড়ষ্ট শরীরে। 'ওকে মেরে ফেললেই তুমি আমাকে যেতে দেবে?' বিশ্বাস করতে পারছে না ও।

দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল প্রায় রোহাস। 'রিঙ্কন!' চিল চিৎকার দিল সে। 'আমি না তোমার বস্? ওর কথা শুনো না তুমি!'

ধীরেসুস্থে চেয়ার ত্যাগ করল রিঙ্কন, মুখে ওর একটা নিষ্প্রাণ দেঁতো হাসি।

'থামো। হাত তুলে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও।' রানার আচমকা নির্দেশ।

ভ্রূ কুঁচকে চাইল ওর দিকে রিঙ্কন, কিন্তু রানা নিজের উরুতে পিস্তলটা সজোরে বাড়ি মারতে অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করল ও। এগিয়ে এসে রিঙ্কনের হিপ পকেট থেকে পিস্তল বের করে নিয়ে পিছে সরে গেল রানা। 'নোড়ো না, কেমন?' সুর করে বলল ও। তারপর রোহাসের কাছে চলে এল,ওকে শার্টের কলার ধরে টেনে নামাল বিছানা থেকে। ত্বরিত তল্লাশীতে জানা গেল কোন অস্ত্র বহন করছে না লোকটা।

ঘরের কিনারে, দরজার কাছে হেঁটে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিল এবার রানা। 'দেরি কিসের তোমাদের? বাড়ি যেতে চাও না?'

রিঙ্কনের উদ্দেশে ধ্বনিত হলো প্রাণভয়ে ভীত শ্রীমান রোহাসের আর্তচিৎকার। কিন্তু রিঙ্কনের অভিব্যক্তি বলে দিল লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। হাত দুটো নিচু করে রেখেছে রিঙ্কন, হিংস্র শ্বাপদের দৃষ্টি

ওর চোখে, পায়ে পায়ে তাড়া করছে রোহাসকে; সে বেচারা অসহায়ের মত ক্রমাগত ঘরটাকে পাক খাচ্ছে এবং শাপ-শাপান্ত করছে নিমকহারাম কর্মচারীটির উদ্দেশে। কিন্তু হায় কপাল, কামরাটা চক্কর দেয়ার মতন যথেষ্ট বড় নয়। আচমকা অন্ধের মতন তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ চালাল রিঙ্কন, কোমর চেপে ধরল ভূতপূর্ব মনিবের। ভয়ার্ত আর্তনাদ করে উঠল রোহাস, পাকানো মুঠো দিয়ে রিঙ্কনের মাথা লক্ষ্য করে কিল মেরে চলেছে, এবং ছটফট করে ছাড়া পেতে চাইছে। ওদিকে, রোহাসের পাঁজরে দুমাদুম ঘুসি চালাতে লাগল রিঙ্কন, গর্তই করে ফেলবে যেন বুকটা। ঘরময় দুলে বেড়াচ্ছে ওরা, একে অন্যকে যথেচ্ছ মারপিঠ করছে, এমনিসময় হঠাৎ করে মাদুরে গোড়ালি বেধে যেতে রিঙ্কনকে বুকে নিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রোহাস। বোর্ডে ওর মাথাটা ঠুকে দিতে লাগল রিঙ্কন। রানার দিকে ফিরে দিগ্বিজয়ী বীরের হাসি হাসল ও। 'ছুঁচোটার এবার আর নিস্তার নেই।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

কিন্তু পাশার ছক উল্টে যেতে দেরি হলো না। রোহাস এক ফাঁকে রিঙ্কনের দু'চোখ লক্ষ্য করে আঙুল চালিয়ে দিল। বুকফাটা আর্তনাদের পর ফোঁপানো গোঙানি বেরিয়ে এল রিঙ্কনের গলা চিরে। গড়িয়ে পড়ে গেল ও রোহাসের বুক থেকে। এক হাতে চোখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে বাতাসে খামচি মারছে, স্খলিত পা ফেলছে ঘরের এদিক সেদিক। হামা দিয়ে উঠে দাঁড়াল রোহাস, মাথা ঝাড়া দিয়ে, রিঙ্কনের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যেই বাগে পেল রিঙ্কনকে, অমনি ফেলে দিল ল্যাং মেরে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে শুয়েই রইল রিঙ্কন, গোঙাচ্ছে আর পা দাপাচ্ছে জেদী বাচ্চার মত।

রানার অস্তিত্ব ভুলেই গিয়েছিল যেন রোহাস। তার সমস্ত মনোযোগ রিঙ্কনের ওপর কেন্দ্রীভূত। লোকটার পিঠে সওয়ার হয়ে, দু'পায়ে কোমরের কাছটা আঁকড়ে ধরে, লাল লাল আঙুল দিয়ে সাঁড়াশী স্টাইলে চেপে ধরল গলাটা। গরগরার শব্দ তুলে, কণ্ঠনালী থেকে রোহাসের হাত সরানোর চেষ্টা করল রিঙ্কন। ছটফট করছে ও, পা ছুঁড়ছে। গোঙানির শব্দ বেরোচ্ছে ওর গলা দিয়ে। শেষবারের মতন ঝটপটিয়ে উঠে হঠাৎ অসাড় হয়ে গেল। রোহাস আরও কিছুক্ষণ ওর গলা টিপে ধরে রইল। এবার আস্তে ধীরে সিধে হলো ও। সারা শরীর কাঁপছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রানা, রোহাসকে কভার করছে পিস্তল দিয়ে। 'তুমি ভাগ্যবান,' বলল ও। 'এক্ষুণি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও। কই—যাও—শা—'

টালমাটাল পায়ে দরজার কাছে পৌঁছে এক ধাক্কায় ওটা খুলে ফেলল রোহাস। ধুপ ধাপ বেসামাল পা ফেলে নেমে যাচ্ছে লোকটা শুনতে পেল রানা, হাঁচড়েপাঁচড়ে দরজার তালায় চাবি ঢোকাতে চেষ্টা করছে। মাথা কাত করে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল রানা। রাতের আঁধার ভেদ করে এল সেই প্রতীক্ষিত শব্দ। গর্জে উঠল দুটো থম্পসন। দীর্ঘ বিস্ফোরণ ঘটাল দুটোই, তারপর যে কে সেই—অটুট নিস্তব্ধতা।

স্কাইলাইট গলে ছাদে উঠে পাইপ বেয়ে নামার সময়, রানার কানে এল

গাড়ির এঞ্জিন চালু হলো। মিয়াতোভিচ আর নর্টন কম্ম সাবাড় করে সরে পড়েছে।

বাঁক ঘুরে রোহাসকে দেখতে গেল রানা। মনটা পরিতৃপ্ত ওর। সন্দেহের লেশমাত্র নেই ওরা দু'জন সুচারুভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছে, কিন্তু তবু নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চায় ও। হ্যাঁ, কোন চমক অপেক্ষা করছিল না ওর জন্যে। কর্মতৎপরতার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে ওরা।

কাপড় থেকে এক হাতে ধুলো ঝাড়ল রানা, মাথায় খেলছে ওর নানান চিন্তা, এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরতি পথ ধরল।

রানা ঘরে ঢুকে দেখে চেয়ার ছাড়ার পাঁয়তারা করছে নেলসন। 'ঘটনা কি?' রানাকে দেখে প্রশ্ন করল লোকটা।

রানা চাইল ওর চোখে। 'তোমার কি মনে হয়? পরপারে এখন ওরা—সরাবন তহুরা পান করছে। রীটা কই?'

রুমালে মুখ মুছে নিল নেলসন। 'মরেছে? দুটোই?' বিশ্বাস হচ্ছে না ওর।

'রীটা কোথায়?' রানার কণ্ঠ অসহিষ্ণু।

নেলসন ডেস্কে দু'হাত রাখতে দেখা গেল কাঁপছে হাত দুটো। 'কেন?'

'এটা চেনো?' ডান হাতের চড়টা দেখাল রানা। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, বরফ শীতল।

আঙুল ইশারা করল নেলসন। 'ও ওপরে আছে। ওকে ঘাঁটিয়ো না, রানা। ও এখন আমার জিম্মায়।'

বিদ্রূপ ঝরল রানার গলায়। 'আবার ছোবল খেতে চাও?'

ঈষৎ লালাভা ফুটল নেলসনের মুখের চেহারায়। 'সে আমি বুঝব,' বলল। 'যত যাই হোক, ও আমার স্ত্রী।'

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল রানা, উঠে দাঁড়াল সটান। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'তোমার স্ত্রীর সাথে দেখা করে আসি, এখানে বসে প্যাচাল পাড়ার কোন মানে নেই।'

মাথা নাড়ল দু'পাশে নেলসন। 'ওর সাথে দেখা হবে না,' বলল ও। 'আগেই বলে দিচ্ছি বেশি বাড়াবাড়ির ফল কিন্তু ভাল হবে না।'

'আচ্ছা? বেশ, তবে দেখা করলাম না ওর সাথে। কিন্তু একটু পর যখন পুলিসে সয়লাব হয়ে যাবে এখানটা এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এসে যাবে তোমার লক্ষ্মী সোনা বউটার জন্যে, তখন? তখন কি করবে?'

'ওকে ফাঁসানোর মত কিছুই নেই তোমার হাতে।'

'হ্যাঁ, তা নেই। আছে শুধু খুনের অভিযোগ। সেটা অবশ্য তোমাদের মত লোকেদের কাছে ডাল-ভাত।'

গোদা হাত দুটো নেলসনের পরস্পরবদ্ধ হয়ে গেছে, ফোলা মুখটায় সবুজাভ ছোপ। 'কি বলতে চাও তুমি?' কথাগুলো বেরোল আড়ষ্ট ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

দরজার দিকে হাঁটা দিল রানা। 'শিগগিরি জেনে যাবে। তোমার সাথে এখন কথা খরচের সময় নেই। হয় ওর সঙ্গে এখন দেখা হবে, আর নয়তো জেলে। একখানে হলেই হলো, পরোয়া করি না আমি।

ডেস্ক ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে নেলসনের মুখ। 'ডান দিকের প্রথম দরজাটা।'

'এখুনি আসছি আমি,' বলল রানা। 'বসে থাকো।' দরজা ভেজিয়ে দিল ও পেছনে।

ওপরে উঠে, ডানের প্রথম দরজাটার হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল রানা। আঁতকে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করল রীটা। মুখটা ওর সাদা হয়ে গেছে, ইংরেজী 'ও' অক্ষর ধারণ করেছে ঠোঁট দুটো।

দরজাটা লাগিয়ে ওতে হেলান দিল রানা। 'ভয় পেয়ো না,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'আমি নিরীহ বাঙালী একজন। তোমার সাথে দু'একটা কথা বলেই চলে যাব।'

চেয়ারে বসে পড়ল আবার রীটা। 'এখন না,' কঠিন সুরে বলল ও। 'অনেক রাত হয়ে গেছে—আমি এখন ঘুমোব··খুব ক্লান্ত···ওকে বলে দিয়েছিলাম কাউকে যেন ওপরে আসতে না দেয়।'

রীটার মুখোমুখি একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসল রানা। হ্যাটটা মাথার পেছনে সরিয়ে এবার সরাসরি মেয়েটির চোখে চোখে চাইল।

'বেরোও! বেরোও এখান থেকে! আমি তোমার সাথে কোন—'

'চোপ!' একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল রানা। 'কথা আগে আমি বলছি, শুনে যাও তুমি। তারপর তুমি বলবে, আমি শুনব।'

রীটা চেয়ার থেকে উঠে দরজার দিকে রওনা দিতে, হাত বাড়িয়ে ওর কব্জী চেপে ধরল রানা, একটানে ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে। বাঘিনীর মত ধারাল নখের থাবা চালাল যুবতী। রানা হাতটা ধরে ফেলে, রীটার দুটো কব্জী বন্দী করল এক হাতে এবং অপর হাতে ঠাস করে একটা চড় কষাল ওর গালে। চার আঙুলের দাগ ফর্সা গালটায় বসে যেতে কাতরে উঠল রীটা।

রানা এবার ওর কব্জী ছেড়ে দিয়ে রুক্ষভাবে ঠেলে সরিয়ে দিল, 'যাও, বসো ওখানে, মুখ বন্ধ!'

টুঁ শব্দটি না করে, গিয়ে বসে পড়ল রীটা, হাত বুলোচ্ছে গালে। 'এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে।'

ক্যাঁচ করে ককিয়ে উঠল চেয়ারটা রানা আরাম করে বসতে। 'এটা তোমার কষ্ট কল্পনা,' বলল ও। 'আরেকটা ছোট্ট গল্প শোনো, তারপর দেখা যাবে কে পস্তায়।'

মুঠো পাকিয়ে দু'হাঁটুতে কিল মারল রীটা। 'থামো! কি বলবে তুমি জানা আছে। শুনতে চাই না আমি।'

ওর কথায় আমল দিল না রানা। 'আমজাদ ছাড়া তোমার জীবনে আর কেউ ছিল না। রোহাস ওকে খুন করায় দুনিয়াটা স্তব্ধ হয়ে যায় তোমার। কোন কিছুকেই তখন তোয়াক্কা করোনি তুমি। তোমার বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রোহাসকে একহাত নেয়া। কি, সত্যি বলছি না?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে শিউরে উঠল ও, তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

'একটা শর্ট ট্রিপে তুমি আর উইনাল্ডা নিউ ইয়র্ক যাও। আমজাদের বিরহ

অল্প ক'দিনের জন্যেও সহ্য করা সম্ভব ছিল না তোমার পক্ষে, এতই ভালবেসে ফেলেছিলে ওকে। ওরও একই দশা, ফলে নিউ ইয়র্কে তোমার পিছন পিছন চলে যায় সে, উইনাল্ডার অনুপস্থিতিতে দেখা করে তোমার সাথে। রোহাস দু'জন কিউবান খুনীকে পাঠিয়ে দেয় ওর পিছে এবং তাদের হাতে মারা পড়ে বেচারা। সত্যি তো?'

'রাতে এসেছিল ওরা,' বলল রীটা। কণ্ঠ অভিব্যক্তিহীন ওর, নিরুত্তাপ। 'একজন আমার মুখ চেপে ধরে অন্যজন ওর গলা ফাঁক করে দেয়। ওরা বলে আমজাদ বাধা দিলে ওরা খুন করে ফেলবে আমাকে, তাই শুনে আমজাদ এক বিন্দু বাধা দেয়নি—লোকটা গরু জবাই করে দেয় ওকে। ওহ, তুমি যদি দেখতে বেচারার চোখে কী যন্ত্রণা, কী ভীতি ফুটে উঠেছিল তখন! কিন্তু ভালবাসার কারণে জীবন দিতেও কার্পণ্য করেনি ও। কিছুই করতে পারিনি আমি, আমার চোখের সামনে ওরা আমার ভালবাসাকে ছুরি চালিয়ে হত্যা করল, আর চেয়ে চেয়ে তাই সহ্য করতে হলো আমাকে—' কান্নায় ভেঙে পড়ল রীটা। একটু পর কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'তখনই প্রতিজ্ঞা করি, রোহাসকে আমি ছাড়ব না। আমার জীবনে সত্যিকারের ভালবাসা ওই একবারই এসেছে। ওই একজনের কাছেই শিখেছিলাম ভালবাসা কি, আর কাউকে কখনও ওর মত ভালবাসতেও পারিনি। টাকা ছিল না, কিন্তু খাঁটি একটা হৃদয় ছিল মানুষটার। তখনই শপথ করি সেই মানুষটাকে যারা খুন করল আমি বেঁচে থাকতে তাদের রক্ষা নেই, তাদেরকে সবদিক দিয়ে চুরমার করে দেয়ার পর আমার শান্তি।'

হাই তুলল রানা। পরিশ্রান্ত বোধ করছে। রীটার কাঁদুনি এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি ওকে। 'তুমি লোক সুবিধের নও,' বলল। 'তোমার জন্যে কোন করুণা হচ্ছে না আমার, কারণ সারা জীবন খালি নিজেরটাই ভেবেছ তুমি। ভাল মেয়ে হলে অন্য কোনভাবে বদলা নিতে পারতে তুমি, তাতে যদিওবা নিজের ক্ষতি হয় হোক, কিন্তু কি করলে তুমি? আরাম-আয়েশ ত্যাগ করবে না বলে নানা ফন্দি-ফিকির এঁটে হাতে রাখলে উইনাল্ডাকে এবং নেকড়েদের মুখে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলে রোহাসকে।'

ফোঁপাতে লাগল রীটা।

কথার সুতো ধরল রানা। 'এসব যখন ঘটছে তখন উইনাল্ডা খুঁজে পেল আরেকটা খেলার সাথী। উইনাল্ডাও নোংরামিতে কারও চাইতে কম যায় না। জুলি ওয়াগনার নামে এক মেয়ের সাথে পরিচয় হয় তার, হয়তো কোন পার্টি-ফার্টিতে। মেয়েটাকে মনে ধরে তার, এবং তাকে পটিয়ে পাটিয়ে নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে। তুমি তখন নেই সেখানে। ফাঁকা বাসা পেয়ে উইনাল্ডা কাপড় খুলতে বলে মেয়েটাকে। কি ঘটেছে তারপর আন্দাজ করা যায়। মেয়েটা রাজি না হওয়াতে জোর খাটাতে হয় তাকে। পিঠের আঁচড়গুলো তখনই পড়ে, ঠিক কিনা?'

কেঁদে চলেছে রীটা।

'ধর্ষণের পর ঝোঁকের বশে মেয়েটাকে খুন করে বসে উইনাল্ডা। আমজাদের হত্যাকাণ্ডের পর তুমি বাড়ি ফিরে দেখো উইনাল্ডা একটা লাশ আগলে বসে

আছে। ঘটনা তো এমনই ঘটেছিল, ঠিক না?'

'হ্যাঁ।' রুমালে চোখ মুছে চেয়ারে সামনে-পিছে দোল খেতে লাগল রীটা।

'দেখলে জুলির শরীরে বিশ্রী কালসিটে ফেলে দিয়েছে উইনাল্ডা। নাও, শুরু করো, এবার তোমার পালা। কি করলে তারপর?'

'সবই তো জানো। আমাকে আর জিজ্ঞেস করা কেন?'

'কিন্তু আমার কাছে গেছিলে কেন?'

'তোমাদের রানা এজেন্সীর প্রশংসা অনেক শুনেছি। টনিকে বাঁচিয়ে রোহাসকে ফাঁসানোর একটা সুযোগ পেয়ে ভাবলাম সেটা কাজে লাগানো উচিত। জানতাম তুমি দুঃসাহসী, বেপরোয়া ধরনের লোক, কিছু একটা শুরু করলে তার শেষ না দেখে ছাড়ো না। বিশেষ করে নিজে বাঙালী বলে তেরো বাঙালীর কথা শুনলে আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাতে আমজাদের হত্যাকারীরাও উপযুক্ত শাস্তি পাবে আর আমার জ্বালাও জুড়োবে। তাই পরচুলা পরে ছদ্মবেশ নিয়ে তোমার অফিসে যাই। আমি ভেবেছিলাম যদি—'

'মেরী রেটন নাম নিয়ে আমার কাছে যাও তুমি। বলো তোমার বোনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি ভেবেছিলে কেসটা আমি হাতে নিলে কেঁচো খুঁড়তে রোহাস একসময় না একসময় বেরিয়েই আসবে। সেজন্যেই বাঙালীদের প্রসঙ্গটা তোলো তুমি। প্রায়ই অবৈধ বাংলাদেশীরা ধরা পড়ছে, মারা পড়ছে ড্রাগস বিক্রি করতে গিয়ে। এবং তাদের চোরাই পথে বাহামা থেকে আমেরিকার ফ্লোরিডায় ঢোকাচ্ছে রোহাস। তাই উইনাল্ডার সাথে যুক্তি করে জুলির মৃতদেহটা হাত-পা-মাথাবিহীন অবস্থায় এমন এক জায়গায় রোপণের ব্যবস্থা করো যাতে ওটা খুঁজে পাই আমি, এবং ভাবতে বাধ্য হই ওটা হতভাগিনী মেরী রেটনের লাশ। মেরীর যেহেতু কোন অস্তিত্বই নেই, কাজেই একজন অস্তিত্বহীন মানুষকে খুন করার দায়ে বিচার হতে পারে না উইনাল্ডার। সেজন্যে মেরী ও মৃতদেহটার মধ্যে একটা আইডেন্টিটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো তুমি। উইনাল্ডাকে দিয়ে ভুয়া দাগ আঁকিয়ে নাও তুমি নিজের পিঠে, এবং আমার কাছে যখন আসো তখন ও ফোন করে বলে তুমি পাগল, তোমাকে আটকে রাখতে। তোমার বিপদ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস জন্মাতে কাপড় খোলার দরকার ছিল। সেজন্যেই ফোনটা করাও তুমি উইনাল্ডাকে দিয়ে এবং ওই ছুতোয় কাপড় খুলে পিঠের নির্যাতনের চিহ্নগুলো দেখিয়ে দাও। দাগগুলো স্বভাবতই প্রভাবিত করে আমাকে। প্ল্যানে তোমাদের গোঁজামিল ছিল, কোর্টে কখনোই টিকত না ওটা, কিন্তু হাতের তাস ঠিকমত ফেলতে পারলে হয়তো প্যাঁচ ফেলে দিতে পারতে ঘটনাটার ওপর। কিন্তু সমস্তটা কাঁচিয়ে দিল উইনাল্ডা।

'লাশটা টুকরো টুকরো করে বাড়ি থেকে সরাতে চায় ও। যত শিগগিরি সম্ভব তোমার আইডেন্টিটি সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত করতে চায় আমাকে, নইলে লাশটা আবিষ্কৃত হওয়ার পর ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত হত মৃতা মেয়েটি তুমি নও অন্য কেউ, কারণ তাহলে মৃত্যুর সময়টা মিলত না। প্রথম, আমার সঙ্গে দেখা করাটা তোমার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে, তারপর আমাকে দু'একদিনের জন্যে আটকে রাখাটা, যাতে মঞ্চ সাজাতে পর্যাপ্ত সময় পায় উইনাল্ডা। আমাকে আটকে

রাখতে চাওয়ার কারণটাও খুব সোজা। একজন বিপদাপন্ন মক্কেল আমার সঙ্গে দেখা করল, তারপর হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই হাওয়া হয়ে গেল সিটি হোটেল থেকে। আমার অফিসে আমজাদের লাশ রেখে আসা হলো। তুমি অবশ্য এটা জানতে না, বুদ্ধিটা উইনাল্ডার। পুলিসকে টিপে দেয় ও, যেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আটক করা হয় আমাকে। ছাড়া পাওয়ার পর যাতে আবিষ্কার করি আমার মক্কেলের লাশ। মানে ভঙ্গিটা এরকম, আমাকে পথ থেকে সরিয়ে কেউ খুন করছে আমার অসহায় মক্কেলকে। তাতে মৃত্যুর সময়টা মিলে যেত। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়নি উইনাল্ডার, পুলিস আমার অফিসে লাশ খুঁজে পায়নি। বরঞ্চ কিউবানগুলো কোথায় থাকে এক বন্ধুর মাধ্যমে বের করে নিয়ে সেখানে যাই আমি এবং জুলির লাশ পাচারের সময় হাতেনাতে ধরি ওদের। এভাবেই ভজঘট পাকিয়ে যায় উইনাল্ডার প্ল্যান। ঘটনা তো এই-ই, তাই না?'

নির্জীবের মতন বসে আছে চেয়ারে রীটা। 'হ্যাঁ, তাই। পাগলামি বুদ্ধি ছিল ওটা, কিন্তু টনির মাথা তখন এমনই ঘোলা হয়ে গেছে আমি যা বলেছি তাই করেছে। প্ল্যান পরিকল্পনা করার মত যথেষ্ট সময় পাইনি আমি, কিন্তু মনে হয়েছিল এভাবে হয়তো শায়েস্তা করতে পারব রোহাসকে। ত্রিশ হাজার ডলার খসাই আমি টনির পকেট থেকে। তার থেকে কিছু দিই তোমাকে, কেসটা যেন ফলো করো তুমি। প্রয়োজনীয় সূত্র দিয়ে চিঠিটা আমিই জাল করেছিলাম। তোমার সেক্রেটারি আমাকে হোটেলে নিয়ে যাওয়ার পর মেরী রেটনকে লুকোতে না পালিয়েও উপায় ছিল না। মেরী রেটনের ইতিহাস সেখানেই শেষ। এরপর টনির সাথে কী ওয়েস্টে ফিরে গিয়ে তোমার আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিউবান দুটোকে টনি নির্দেশ দিয়েছিল লাশটা আর কাপড়চোপড়গুলো একটা ট্রাঙ্কে ভরে গ্র্যান্ড সেন্ট্রালে ফেলে আসতে। তোমাকে টিপে দেয়ার ইচ্ছে ছিল আমাদের, ওগুলো যেন খুঁজে পাও। কাজটা টনির ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু ও সব গুবলেট করে ছাড়ে।'

চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে ছাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রানা। 'বেশি প্যাঁচ কষে ফেলেছিলে,' বলল ও। 'সিধে আমার কাছে এসে রোহাসের দু'নম্বরী কারবারের কথা বললেই হত, চলে আসতাম আমি। বাঙালীদের নিয়ে ও যা করেছে নিজের গরজেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যেতাম শয়তানটাকে।'

খাড়া হয়ে উঠে বসল রীটা। 'শুনে মনে হচ্ছে মরেছে বদমাশটা?' অপরিসীম আগ্রহ ওর কণ্ঠে।

ওর দিকে চাইল রানা। 'হুঁ,' বলল। 'তুমি বড় ভাগ্যবতী। কিভাবে জানি গাধা লোকগুলো জুটে যায় তোমার নোংরা কাজগুলো করে দেয়ার জন্যে। যাকগে, কমন শত্রু ছিল ও আমাদের। ব্যাটা নিপাত গেছে এটাই বড় কথা।'

দীর্ঘ কম্পিত একটা শ্বাস টানল রীটা। কিছু বলার জন্যে ও মুখ খুলতে বাধা পেল। 'বুড়ো ওয়াগনারের মেয়েকে যে খুন করেছে সে লোক খতম। তুমি এখনও আমার ক্লায়েন্ট। জুলির ব্যাপারটা পুলিস সামলাবে। উইনাল্ডার কথা বের করে ফেলবে ওরা। হয়তো তোমার নামও চলে আসবে সেই সাথে, তবে আমি ওদের আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছি না। আমার কাজ ফুরিয়েছে। নেলসনের গলা

ধরে আবার ঝুলে পড়তে পারো তুমি, চলে যেতে পারো অন্য কোথাও। কি করবে সে তোমাদের ব্যাপার। আমার এতে কিছু এসে যায় না। দেশে ফিরতে পারলে বাঁচি আমি। তবে যাওয়ার আগে একটা পরামর্শ দিয়ে যাই, পারলে ভাল হয়ে যেয়ো।'

উঠে দাঁড়াল রানা, পা বাড়াল দরজার দিকে। একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

হলে দাঁড়িয়ে ছিল নেলসন, ওপর পানে চেয়ে, রানাকে নেমে আসতে দেখছিল সিঁড়ি বেয়ে। রানা দৃষ্টিক্ষেপ করল না লোকটার দিকে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে বুক ভরে শ্বাস টানল ও, নাকটা চিন্তিত ভঙ্গিতে একবার টেনে, হনহন করে হাঁটা দিল প্যান আমেরিকান এয়ারপোর্টের উদ্দেশে।

এয়ারপোর্টের টেলিফোন বুদ থেকে এফ.বি.আইয়ের অফিসে ফোন করল রানা। একটু পরে হপকিন্স এল লাইনে।

'কফি শপে বন্দী বাঙালীদের উদ্ধার করা হয়েছে, দোস্ত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেই কখন!' বলল হপকিন্স। 'মোট তিরাশি জন।'

'তুমি আমার অনেক উপকার করলে, ভাই,' বলল রানা। 'ঋণী করে দিলে আমাকে।'

'আরে ধুর, এটাই তো আমাদের কাজ,' প্রশংসাটুকু উড়িয়ে দিয়ে বলল হপকিন্স। 'আর তুমিও কি আমাদের কম উপকার করেছ? ওয়্যারহাউজের ঘটনাটা জানতে পেরেছি আমরা। এফ.বি. আই এখন গিজগিজ করছে ওখানে।'

'তোমাকে আরেকটা অনুরোধ করছি, দোস্ত,' বলল রানা। 'যেসব বাঙালীদের উদ্ধার করলে এরা অবৈধ হলেও এদের এই দুরবস্থার জন্যে কিন্তু কয়েকজন আমেরিকানই দায়ী। কাজেই, ওদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হবে সেটাই আশা করব আমি।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো,' আশ্বাস দিল হপকিন্স। 'কিন্তু আইন এসব অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তাদের ব্যাপার। আমার এতে কোন হাত নেই।'

'সে ব্যবস্থা আমি করব,' বলল রানা। 'প্রয়োজনে ভাল উকিল লাগাব, পয়সা খরচ করতে আপত্তি নেই আমার।'

আরও দু-চার কথা বলে ফোন রেখে দিল রানা। ভিটে-মাটি বিক্রি করে যেসব বাঙালী আমেরিকায় এসে, রোহাসের ও উইনাল্ডার প্রতারণার শিকার হয়েছে তাদের যাতে খালিহাতে ফিরতে না হয় সেজন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে ও। প্রয়োজনে এদের গ্রীনকার্ডের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনসহ মার্কিন সরকারের উচ্চ পদস্থ আরও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও ধরবে সে।

এখন আপাতত নিউ ইয়র্ক, তারপর বাঙালীদের একটা ব্যবস্থা করেই সোজা ঢাকায় রওনা দেবে রানা।

***